CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উনাকোটি
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 29 August 2019 ■ আগরতলা, ২৯ আগস্ট, ২০১৯ ইং ■ ১১ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

নিশ্চিন্তের
Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

৩৭০ অনুচ্ছেদ মামলা ঃ কেন্দ্রকে নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের, ৫ বিচারকের বেঞ্চে শুনানি অক্টোবরে

নয়াদিল্লী, ২৮ আগস্ট।। কাশ্মীর থেকে বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহারের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সর্বোচ্চ আদালতে যে মামলাগুলি দায়ের হয়েছে, সেগুলিকে পাঁচ বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল নিয়ে কেন্দ্র এবং জম্মু ও কাশ্মীর সরকারকে বুধবার নোটিশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। আগামী অক্টোবর মাসে পাঁচ জন বিচারপতির বেঞ্চে এই মামলাগুলির শুনানি হবে।

জম্মু ও কাশ্মীরে ইন্টারনেট, টেলিফোন পরিষেবা এবং অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমগুলির সীমাবদ্ধতা শিথিল করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে কাশ্মীর টাইমসের এক্সিকিউটিভ এডিটর অনুরাধা ভাসিনের দায়ের করা পিটিশনের ভিত্তিতে সাতদিনের মধ্যে রিপোর্ট চেয়ে এদিন কেন্দ্রকে নোটিশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। পিটিশনারদের আবেদনের কপি নিয়ে সেই প্রসঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্য রিপোর্ট পাঠাবে, এমনটাই জানিয়ে এদিন শীর্ষ আদালতকে নোটিশ না পাঠানোর জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তবে সিদ্ধান্তে বদলানো হবে না বলে জানিয়ে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ জানান, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চে এই মামলাগুলির শুনানি হবে।

কেন্দ্র সরকার ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপের ঘোষণা করলেও, তার বৈধতা নিয়ে সিদ্ধান্ত আপাতত ঝুলে রইল সুপ্রিম কোর্টে। বিষয়টি নিয়ে টানাহেঁচড়ায় 'আন্তঃসীমান্ত প্রতিক্রিয়া' হতে পারে বলে শীর্ষ আদালতে যুক্তি তুলে ধরেছিলেন কেন্দ্র সরকারের আইনজীবীরা। কিন্তু, সেই যুক্তি খারিজ করে, প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়, 'আমরা জানি কী করতে হবে।'

ওই বিশেষ অনুচ্ছেদ রদের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে একাধিক মামলা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। বুধবার, তা সরাসরি সাংবিধানিক বেঞ্চে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। একই সঙ্গে, সংবিধানের ওই অনুচ্ছেদ বাতিল নিয়ে কেন্দ্র সরকারের জবাবও তলব করা হয়েছে। আগামী অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চে শুরু হচ্ছে ওই মামলার শুনানি।

গত ৫ অগস্ট সংবিধানের ওই বিশেষ অনুচ্ছেদ রদ করে কেন্দ্র সরকার। সংসদের ভিতরের ওই তরজা পৌঁছেছিল সুপ্রিম কোর্টেও। ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলকে চ্যালেঞ্জ করে এক গুচ্ছ আবেদন জমা পড়ে শীর্ষ আদালতে। এ দিন আদালতে অ্যাটর্নি জেনারেল কেকে বেণুগোপাল বলেন, "আদালত যা যা বলেছে তা রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে পাঠানো হয়েছে।" বিচারপতি এসএ বোবদে ও এসএ নাজির বলেন, "আমরা জানি কী করতে হবে। আমরা নির্দেশ দিয়েছি। আমরা তা বদল করব না।"

উপত্যকায় সমস্ত রকম যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্বহাল ও সাংবাদিকদের গতিবিধির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে শীর্ষ আদালতে আবেদন করেছিলেন কাশ্মীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অসম ও ত্রিপুরার তিন মাদ্রাসা থেকে চার ছাত্র নিখোঁজ স্বগৃহে হাজির দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। অসম এবং পার্শবর্তী উত্তর ত্রিপুরার দুই মাদ্রাসা থেকে চার ছাত্র নিখোঁজ হয়েছিল। এ ঘটনায় ত্রিপুরার পাশপাশি অসমের করিমগঞ্জ জেলার নিলামবাজার এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ত্রিপুরা থেকে নিখোঁজ দুই ছাত্রের নাম রুহেল আহমদ (১৩) এবং আরিফুল হক (১৩)। রুহেলের বাড়ি উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা থানাধীন কালা গাঙ্গেরপাড় গ্রামে এবং আরিফুলের বাড়ি উত্তর ত্রিপুরারই পানিসাগর থানাধীন বিলথৈ গ্রামে। তারা মঙ্গলবার দুপুরবেলা অসমের কাঁঠালতলি আলিয়া মাদ্রাসা থেকে নিখোঁজ হয়েছে।

অপরদিকে আবু আহমেদ (১৫) ও জুয়েল আহমেদ (১৫) নামের আরও দুই মাদ্রাসা ছাত্র এখনও নিখোঁজ। তাদের প্রথমজনের বাড়ি উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা থানাধীন কালাছড়া গ্রামে এবং অন্যজনের বাড়ি ত্রিপুরার কুর্তি এলাকায়। আবু আহমেদ নিলামবাজারের বাহাদুর পুর আলিয়া মাদ্রাসা থেকে এবং জুয়েল আহমেদ সোনামুড়া মাদ্রাসা থেকে নিখোঁজ হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

গত দু-দিনে পৃথক পৃথকভাবে এই চার মাদ্রাসা ছাত্রের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় ত্রিপুরার উত্তর জেলার পাশাপাশি অসমের করিমগঞ্জ জেলা জুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে দুজন ফিরে আসায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ ও তাদের পরিবারবর্গ।

এদিকে কাঠালতলি পুলিশ ফাঁড়ির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাঞ্চনপুরে পাকা বাড়িতে নতুন খনন করতে গিয়ে উদ্ধার নরকঙ্কাল, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। পাকা বাড়ি সম্প্রসারণের জন্য নতুন পিলার বসানোতে মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে এসেছে নর কঙ্কাল। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা ভাঙমুন এলাকায়। কাঞ্চনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিক্রমজিৎ শুক্লদাস জানান, ভাঙমুন গ্রামে মাটির ছয় ফুট গভীরে একটি নরকঙ্কাল উদ্ধার হয়েছে। ওই নরকঙ্কাল ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য আগরতলায় পাঠানো হয়েছে।

এদিন উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার ভাঙমুন থানাধীন ভাঙমুন গ্রামে মাটি খুঁড়তেই প্রায় ছয় ফুট গভীর থেকে বেরিয়ে আসে এক নরকঙ্কাল। খবর পেয়ে সকাল আনুমানিক দশটা নাগাদ কাঞ্চনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিক্রমজিৎ শুক্লদাস বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে নরকঙ্কালটি উদ্ধার করে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য আগরতলায় পাঠিয়ে দেন।

এসডিপিও জানিয়েছেন, স্থানীয় জম্পুই-এর ভাঙমুন থানার অন্তর্গত ভাঙমুন ভিলেজে মৃনালকান্তি দেবনাথের বাড়িতে চলছিল পাকা ঘর নতুন করে তৈরি করার জন্য মাটি খননের কাজ। বুধবার খনন কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের হঠাৎ করে নজরে পড়ে মাটির ভিতরে ছড়িয়ে রয়েছে মানুষের হাড়গোড়-সহ একটি মাথার খুলি। তখনই বিষয়টি পুলিশে জানানো হলে তদন্তে নামে কাঞ্চনপুর পুলিশ। এমন খবরে ওই বাড়িতে কৌতূহলি জনতার ভিড়ও উপচে পড়ে।

এসডিপিও বিক্রমজিৎ শুক্লাদাস জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে এটা কোনও এক মহিলার কঙ্কাল বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, ওই বাড়িটি প্রথমে কোনও কবরস্থান ছিল। তাই মাটি খুঁড়তেই নরকঙ্কাল বেরিয়ে এসেছে। এই ঘটনায় কাউকে অহেতুক আতঙ্কিত না হতে তিনি পরামর্শ দেন। তবে পুরো রহস্য উন্মোচনে পুলিশি তদন্ত জারি থাকবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

ট্রাক চালকদের বচসা রক্তাক্ত এক, ধৃত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। ট্রাক চালকদের মধ্যে বচসা, পরে মারপিট। এ ঘটনায় একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। এই ঘটনায় পুলিশ বহিঃরাজ্যের তিন ট্রাক চালককে গ্রেফতার করেছে। ঘটনাকে ঘিরে আমবাসায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

ধলাই জেলা সদর আমবাসায় ডলুবাড়ি সার্কিট হাউস সংলগ্ন এলাকায় লরি চালকদের মধ্যে বচসা হয়। আমবাসা থানার পুলিশ জানিয়েছে, লংতরাই পাহাড়ে গাড়ি পাস দেওয়াকে ঘিরে ট্রাক চালকদের মধ্যে বচসা বাঁধে। সেখানে ঝামেলা সাময়িক মিটে যায়। কিন্তু, আমবাসায় ডলুবাড়ি এলাকায় বহিঃরাজ্যের ট্রাক চালকদের সাথে ত্রিপুরার ট্রাক চালকের ফের ঝামেলা হয়।

পুলিশের দাবি, ট্রাক চালকদের বচসা চলাকালীন হঠাৎ বহিঃরাজ্যের ট্রাক চালক অরবিন্দ সিং প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে অভিজিৎ নাথচৌধুরীকে আঘাত করে। তাতে তার হাতে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। এই ঘটনায় রাজ্যের ট্রাক চালকরা উত্তেজিত হয়ে বহিঃরাজ্যের এক চালকের মাথায় রড দিয়ে আঘাত করেন।

ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে আমবাসা থানার পুলিশ। সাথে আসেন আমবাসার এসডিপিও। পুলিশ আহত দুই ট্রাক চালককে উদ্ধার করে কুলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। বহিঃরাজ্যের ট্রাক চালকের আঘাত সামান্য হলেও অভিজিৎ নাথচৌধুরীর হাতে বেশ কয়েকটি সেলাই লেগেছে। পুলিশ জানিয়েছে, তার বাড়ি কুলাইয়ের হরিণছড়া এলাকায় এবং অরবিন্দ সিংয়ের বাড়ি জম্মুতে।

ওই ঘটনায় পুলিশ অরবিন্দ সিং-সহ বহিঃরাজ্যের তিন ট্রাক চালককে আটক করেছে।

বীণা হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত দোষী সাব্যস্ত, ৩১শে সাজা ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। দু-বছর পর ধর্মনগরে বীণা হত্যাকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে অভিযুক্ত রজত তাঁতি। ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় ধর্মনগর জেলা ও দায়রা আদালত তাকে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০২, ২০১, ৩৭৬ এবং পক্সো আইনের ৪ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেছে। আগামী ৩১ আগস্ট তার সাজা ঘোষণা করা হবে।

প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের ২৬ মার্চ উত্তর ত্রিপুরা জেলা সদর ধর্মনগরে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল বীণা নামের এক নাবালিকাকে। ওই ঘটনায় সিপিআইএম-এর নারী-নেত্রীর ছেলে রজত তাঁতির বিরুদ্ধেই অভিযোগ ওঠে। কিন্তু, তৎকালীন শাসক দলের মদতে তাকে গ্রেফতার করার ক্ষেত্রে ঢিলেমি প্রদর্শন করেছিল পুলিশ। কিন্তু, বীণার পরিবার ও সাধারণ মানুষ এবং বিজেপি মহিলা মোর্চার চাপে পুলিশ অবশেষে রজত তাঁতিকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়। তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে চার্জশিটও জমা দেয়। এর পর থেকে আদালতে ওই মামলার শুনানি শুরু হয়।

আজ বুধবার রজত তাঁতিকে আদালতে তোলা হবে সেই খবর আগেই জানতে পেরেছিলেন ধর্মনগরের মানুষ। ফলে, আদালত চত্বরে প্রচুর মানুষ ভিড় জমান। এদিন আদালত পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট এবং সাক্ষ্যবাক্যে ওই ঘটনায় অভিযুক্ত রজত তাঁতিকে দোষী সাব্যস্ত করে। ধর্মনগর জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক গৌতম সরকার তাকে ৩০২, ২০১, ৩৭৬ এবং পক্সো আইনের ৪ নম্বর ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেন এবং আগামী ৩১ আগস্ট সাজা শুনাবেন বলে ঘোষণা করেন।

আইনজীবী মহলের দাবি, ওই ঘটনায় রজত তাঁতির বিরুদ্ধে যে ধারা রয়েছে, তাতে তার ন্যূনতম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হওয়া নিশ্চিত। তবে, বীণার পরিবার এবং ধর্মনগরবাসী আসামীর ফাঁসি দাবি করছেন।

অসমের চলন্ত ট্রেনে উদ্ধার ত্রিপুরার যুবকের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। মধ্য অসমের হোজাই রেল স্টেশনে আজ বুধবার শিয়ালদহ-আগরতলা আপ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। যুবককে আগরতলার নিকটবর্তী সিপাহিজলা জেলার কাঁঠালিয়া এলাকার বাসিন্দা জনৈক রাজীব সরকার বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

রেল পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য নগাঁওয়ের ভোগননী ফুকননী অসামরিক হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ইতিমধ্যে নিহত রাজীবের বাড়িতে এই খবর পাঠানো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পর্ষদের পরীক্ষায় একাধিক নতুন পদক্ষেপ দপ্তরের, চালু হচ্ছে 'বছর বাঁচাও' কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। শুধুমাত্র এনসিইআরটির পাঠ্যক্রম চালু করেই রাজ্যের শিক্ষার ক্ষেত্রে গুণগত মান বাড়ানো সম্ভব নয়, প্রয়োজন আরও কিছু বিষয়ের। বিশেষ করে মাধ্যমিত পরীক্ষায় যারা বসবে তাদরে জন্য আরও কিছু বিষয় রাখা হচ্ছে যা সিবিএসই এর গাইডলাইন অনুসরণ করেই। বুধবার মহাকরণে সাংবাদিকদের সাথে এই কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, শিক্ষা দপ্তর চালু করতে চলেছে 'বছর বাঁচাও' কর্মসূচী। এই কর্মসূচি মূলত সেই সব পরীক্ষার্থীদের জন্য যারা মাধ্যমিকে তিনটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে। সেই সাথে দপ্তর চালু করতে যাচ্ছে পরীক্ষার্থীদের পাস নম্বর ৮০ এর মধ্যে ৩৩ করার। সাথে ২০ নম্বরেরও বিভাজন থাকছে ২০১০-২১ শিক্ষাবর্ষে।

মন্ত্রী আরও জানান, সেই ২০ নম্বরের বিভাজন হবে চারটি ক্যাটাগরিতে। তার মধ্যে ৫ নম্বর থাকবে স্কুলে উপস্থিতির উপর। তাতে দেখা গেছে কোন নম্বর পাবে না যারা ১-৬০ শতাংশ দিন স্কুলে উপস্থিত থাকবে। অন্যদিকে, ২ নম্বর থাকবে ৬১-৭০ শতাংশের উপস্থিতির জন্য, ৭১-৯০ শতাংশ উপস্থিতর জন্য থাকবে ৪ নম্বর এবং ৯১-১০০ শতাংশ উপস্থিতির ভিত্তিতে নম্বর দেওয়া হবে ৫। তাছাড়া ৫ নম্বর থাকবে সাম্মাসিক পরীক্ষায়, ৫ নম্বর থাকবে প্রি-বোর্ড পরীক্ষা এবং ছাত্রছাত্রীদের নোটবুকের উপর নির্ভর করে শিক্ষকরা দেবেন বাকি ৫ নম্বর।

শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ আরও জানান, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ মাধ্যমিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইকফায়ের হোস্টেল থেকে ছাত্রদের বহিস্কারের নোটিশ প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে ছাত্রদের সংঘর্ষের ঘটনায় হোস্টেল থেকে নয় ছাত্রকে বহিস্কারের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা আপাতত প্রত্যাহার করা হয়েছে। বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছে। এদিকে, ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফেডারেশন এর এক প্রতিনিধিদল বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছেন এবং কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছেন। সংগঠনের দাবী ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখার।

সাত দফা দাবিতে আগরতলা শহরে মিছিল ও ডেপুটেশন যুব কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। সাত দফা দাবিকে সামনে রেখে আজ বুধবার আগরতলায় একটি আক্রোশ মিছিল ও ডেপুটেশনের আয়োজন করে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস। এদিন দুপুরে বিক্ষোভ মিছিলটি রাজধানীর রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে পশ্চিম জেলার জেলাশাসকের অফিসের সামনে এসে শেষ হয়।

সেখান থেকে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি পূজন বিশ্বাসের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের অফিসে যায়। কিন্তু জেলাশাসক সন্দীপ মহাত্মে এদিন অফিসে উপস্থিত না থাকায় তাঁর ব্যক্তিগত সচিবের হা তাঁদের দাবি সনদ তুলে দেন।

পূজন বিশ্বাস সংবাদ মাধ্যমকে জানান, সাধারণ মানুষের স্বার্থে তাঁরা লাগাতার আন্দোলন করবেন। তাঁদের দাবিগুলো হল, ত্রিপুরা

রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে অনুযায়ী বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, রাজ্যে প্রতিদিন নারী নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে এর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, রাজ্যের বেহাল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করা, বিদ্যুৎ পরিষেবার উন্নতি ঘটানো, রাজ্যের দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি রোধ করা, রাজ্যের পাহাড় অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, রাস্তাঘাট এবং গ্রামীণ রোজগার প্রকল্পে বছরে অধিক সংখ্যক কর্মদিবস সৃষ্টি করা, মাদক কারবারি এবং মাদক কারবারের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি।

সোনার হার ছিনতাইকাণ্ডে ধৃত আরও এক মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। স্বর্ণালঙ্কার ও মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনায় পুলিশ গয়না উদ্ধার করেছে। সাথে এক মহিলাকেও গ্রেফতার করেছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। বুধবার ভোরে আগরতলার লালবাহাদুর পাড়ায় নিজের বাড়ি থেকে ঝুমুর নামের এক মহিলাকে ছিনতাইকৃত সোনার হার-সহ গ্রেফতার করা হয়েছে। পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই মহিলাকে রিমান্ডে নিয়ে ছিনতাই চক্রটিকে জালে তোলা সম্ভব হবে।

পুলিশ জানিয়েছে, গত ২৪ আগস্ট রাতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পূর্ব আগরতলা থানাধীন বিদ্যাসাগর বিদ্যুৎ অফিসের পাশে অটোতে তুলে নিয়ে গিয়ে এক মহিলার সোনার হার ও মোবাইল ছিনতাই করা হয়েছিল। ওই ঘটনায় ইতিপূর্বে অঙ্কিতা দাস নামের এক সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে বিস্তর পরিমাণে নেশা সামগ্রী উদ্ধার, ধৃত দুই

টাকারজলায় ধৃত দুই নেশা চোরাকারবারি। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম/কুমারঘাট, ২৮ আগস্ট ।। নেশার স্বর্গপুরিতে পরিণত হয়েছে রাজ্য। এই নেশার স্বর্গপুরিকে ধ্বংস করতে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশের পর ময়দানে ঝাপিয়ে নেশা সামগ্রী উদ্ধার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে রাজ্যের প্রতিটি থানার পুলিশ। এককথায় বলতে গেলে রাজ্যের এক থানা থেকে অন্য থানায় চলছে নেশা সামগ্রী উদ্ধারের প্রতিযোগিতা। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে টাকারজলা থানার পুলিশ থানার অধীন জাবড়া পাড়া এলাকা থেকে দুই যুবককে আটক করেছে বুধবার সন্ধ্যায়। তাদের কাছ থেকে ৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে। সেই সাথে নগদ ৫৫ হাজার টাকা ও দুটি বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তারা হল সুদীপ দেববর্মা এবং ধনঞ্জয় দেববর্মা। টাকারজলা থানা থেকে ধৃতদের বিশালগড় থানায় পাঠানো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিক ব্যাগ শব্দবাজি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। সদর মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে বুধবার রাজধানী আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজারে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ বেআইনি মজুদ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ এবং শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বেশ কয়েকজন ব্যাবসায়ীকে আর্থিক জরিমানাও করা হয়। সদরের এস ডি এম জানান, সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে বুধবার মহারাজগঞ্জ বাজারের গুড় পট্টি এলাকায় আচমকা অভিযান চালানো হয়।

খবর ছিল গুড় পট্টির বেশ কয়েকটি দোকানে পাইকারি বিক্রির উদ্দেশ্যে প্রচুর পরিমাণ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ মজুদ রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালাতে গিয়ে সাফল্য মিলেছে। প্রচুর পরিমাণ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাবসায়িদের ৫০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক জরিমানা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হৃদরোগে অ্যাডহক শিক্ষকের মৃত্যু সরকারকে দায়ী করল ১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষক সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। চাকরি হারানোর দুশ্চিন্তায় আরও একজন অ্যাডহক শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মুঙ্গিয়াকামী দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুরজিৎ দেববর্মার মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর জন্য ত্রিপুরা সরকারকে দায়ী করেছেন চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকরা। বুধবার সন্ধ্যায় আগরতলায় চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সংগঠন মোমবাতি মিছিলের মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁদের চাকরি সুনিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।

ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায়ে ১০৩২৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টও ওই রায় বহাল রেখেছে। তবে, ত্রিপুরা সরকারের আবেদনে তাঁদের

অ্যাডহক ভিত্তিতে আগামী বছরের (২০২০) ৩১ মার্চ পর্যন্ত নিযুক্তিতে অনুমতি দিয়েছে। ফলে, ক্রমশ চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার সময় এগিয়ে আসছে। তাতে, তাঁদের দুশ্চিন্তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কারণ, চাকরি হারানোর পর পরিবার প্রতিপালন কীভাবে করবেন সেই চিন্তাই তাঁদের কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে।

বুধবার ভোরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এক অ্যাডহক শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। চাকরি হারানোর দুশ্চিন্তা থেকেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ মৃতের পরিবারের। জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন মুঙ্গিয়াকামী দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের অ্যাডহক শিক্ষক সুরজিৎ দেববর্মা। আজ সকালে তাঁকে ডাকাডাকি করেও ঘুম থেকে না ওঠায় তাঁর পরিবারের সদস্যরা চিৎকার শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, চিকিৎসকরা তাঁকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তাঁকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে বলে পুলিশ ডেকে তাঁর মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেন চিকিৎসকরা।

মৃতের স্ত্রী জানিয়েছেন, ময়না তদন্তের পর তাঁর স্বামীর দেহ তাঁদের হাতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৫ ◻ সংখ্যা ৩১৭ ◻ ২৯ আগস্ট ২০১৯ ইং ◻ ১১ ভাদ্র ◻ বৃস্পহতিবার ◻১৪২৬ বঙ্গাব্দ

হস্তান্তরের নীতি

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানাইয়াছে কমিটির সুপারিশ কার্যকর করিবা মাত্র দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কটি কিংকর্তব্যবিমূঢ় নামক বাড়িটির ন্যায় ধসিয়া পড়িবে, তেমন আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। হাতেথাকা সম্পদের উপর বিভিন্ন গোত্রের ধাক্কা সামলাইতে ব্যাঙ্কের তহবিলে ঠিক কত টাকা থাকা প্রয়োজন, সেই তর্ক পৃথক। কিন্তু, বর্তমানে এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার কোটি টাকা সরকারকে দিলে ব্যাঙ্কের হাত একেবারে খালি হইয়া যাইবে না। তাহা হইলে, এই হস্তান্তরে আপত্তি কোথায়? প্রথম এবং প্রধান আপত্তি—এই হস্তান্তরের নীতিতে। আজ সরকারকে টাকা দেওয়ার ফলে যদি বিপদ না-ও হয়, পরশু দিনও যে হইবে না, সেই নিশ্চয়তা নাই। এবং, সম্ভাব্য বিপদ দেখিলে ব্যাঙ্ক সরকারের দাবিকে প্রতিহত করিতে পারিবে, তেমন আশা ক্রমেই ক্ষীণ হইতেছে। একটিমাত্র ব্যতিক্রম বাদে উর্জিত পটেলকে প্রবল সরকার বিরোধী ভাবিবার কোনও কারণ তাঁহার মেয়াদে ঘটে নাই। ব্যতিক্রমটি ঘটিয়াছিল ব্যাঙ্কের উদ্বৃত্তে সরকারের হাত বসানো লইয়াই। অর্থাৎ, শুধু সরকারের সমালোচকদের চক্ষুতেই নহে, উর্জিত পটেলদের চক্ষুতেও এই সিদ্ধান্তটি বিপজ্জনক। ব্যাঙ্কের স্বশাসনের অধিকার ইতিমধ্যেই বহুলাংশে খর্ব হইয়াছে। অর্থনীতির উপর যৌথ নিয়ন্ত্রণের ধারণাটি কার্যত বিলুপ্ত—এখন শুধু সরকারের ইচ্ছায় কর্ম। এমন পরিস্থিতিতে ব্যাঙ্কের তোশাখানার দরজা খুলিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্তটি ভয়ানক রকম বিপজ্জনক হইতে পারে। বিমল জালান কমিটি যে ভঙ্গিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, তাহাও বেশ কিছু প্রশ্নের জন্ম দেয়। বিপদগুলি উপস্থিত হওয়ার পূর্বে সাবধান হওয়াই বিধেয়। এই টাকায় রাজকোষ ঘাটতির পরিমাণ কমানো হউক বা সরকারি খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো হউক, উভয় সিদ্ধান্ত লইয়াই প্রশ্ন উঠিবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া সরকার দেদার খরচ করিতেছে, এমন একটি পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক পুঁজির প্রতিক্রিয়া কী বইবে, তাহা এখনও অজ্ঞাত, কারণ পরিস্থিতিটি অভূতপূর্ব। অবশ্য, ভারতের ভাগ্যাকাশে যে মন্দার ঘনঘটা দেখা দিয়েছে, তাহা হইতে নিস্তার পাইতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধিই একমাত্র পন্থা—অন্তত জন মেনার্ড কেন্‌স তেমন পরামর্শই দিতেন। তবে, ব্যাঙ্ক বইতে এই হস্তান্তরের একটি অংশের হিসাব ইতিমধ্যেই বাজেটে ধরা আছে। বাড়তি মাত্র ষাট হাজার কোটি টাকায় অর্থনীতির হাল কতখানি ফিরিবে, তাহা লইয়া সংশয় থাকা স্বাভাবিক। পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যয়ের নামে সরকার শুধুই বিশেষ কিছু শিল্পগোষ্ঠীকে সুবিধা করিয়ে দিবে কি না, সেই প্রশ্নও আছে। অন্যদিকে, কর-রাজস্ব আদায়ের হার ধাক্কা খাওয়ায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্বৃত্ত দিয়া রাজকোষ ঘাটতির হার ঘোষিত সীমায় বজায় রাখা হইবে আর্থিক মন্দার উপর তাহার কোনও প্রভাবই পড়িবে না। প্রশ্ন উঠিবে, তারা হইলে এ হেন প্রথাভঙ্গ কেন? বাজকোষ ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে রাখিবার পক্ষে প্রধানতম যুক্তি হইল, অন্যথায় মূল্যস্ফীতির হার বাড়িতে থাকে। কিন্তু, অর্থনীতি যখন অপ্রতুল চাহিদার সমস্যায় জর্জারিত, তখন রাজকোষ ঘাটতি বাড়িয়া বাজারে নগদের জোগান বাড়ার ফলে যদি চাহিদা বাড়ে, তাহা পূরণ করিবার ন্যায় উৎপাদন ক্ষমতা—এবং, বর্তমান ক্ষেত্রে, গুদামে জমিয়া থাকা উৎপন্ন পণ্য—ভারতে আছে। ফলে, ঘাটতি কমাইবার দিকে নজর না দিয়া সরকারি ব্যয় বৃদ্ধিই এক্ষণে উচিততর কাজ। অর্থনীতিবিদরা প্রশ্ন করিবেন, তাহার জন্য বিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে হাত দেওয়ার প্রয়োজন ছিল কি? ম্যাক্রো-ইকনমিক হিসাবে দেখিলে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্বৃত্ত লওয়া আর বাজার হইতে ধার করিবার মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। অর্থনীতির উপর তাহার প্রভাব সমান। তাহা হইলে প্রশ্ন, ব্যাঙ্কের তহবিলে হাত দেওয়ার এই অ-পূর্ব ব্যবস্থাটিকে কার্যত প্রথায় পরিণত করিবার যৌক্তিকতা থাকিল কোথায়?

বাড়ির পরিচারিকাদের জন্যও প্রভিডেন্ট ফান্ড চালুর ভাবনা কেন্দ্রীয় সরকারের

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : বাড়ির পরিচারিকা ও গাড়ি চালকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু করার প্রস্তাব দিয়েছে কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রক। এর জন্য পিএফ আইনে বদলের কথাও ভাবছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক। আগেই দেশের অসংঘটিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর শ্রম যোগী মান ধন পেনশন যোজনা চালু হয়েছে। এর পরে এবার নতুন পদক্ষেপ নিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

বর্তমানে মূল বেতনের ১২ শতাংশ কাটা হয় প্রভিডেন্ট ফান্ড হিসেবে। আরও ১২ শতংশ দেয় মালিকপক্ষ। নতুন নিয়মে বিশেষ শ্রেণির শ্রমিকদের জন্য পিএফের অঙ্ক কমিয়ে আনার কথা ভাবা হচ্ছে বলে খবর। উল্লেখ্য, বিড়ি, পাট, ইটভাটা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে পিএফের হার এখন ১০ শতাংশ। পাশাপাশি কোনও রুগ্ন শিল্পের ক্ষেত্রের ১০ শতাংশ পিএফ জমা দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। কোনও সংস্থায় ২০ জনের বেশি কর্মী থাকলেই ওই নিয়ম লাগু হয়। এখন বাড়ির পরিচারিকা বা গাড়ির চালকদের জন্য পিএফ চালু করা হলে তার আওতায় চলে আসবেন বহু মানুষ।

বৃহস্পতিবার গুয়াহাটি আসছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ ও অনুরাগ ঠাকুর

গুয়াহাটি, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : আগামীকাল বৃহস্পতিবার গুয়াহাটি আসছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। তাঁর সঙ্গে আসবেন সংশ্লিষ্ট দফতরের প্রতিমন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর-সহ বিভাগীয় শীর্ষ আধিকারিকের এক দল।

গুয়াহাটিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত পদস্থ ও উচ্চপদস্থ কর আধিকারিক এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করদাতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন তিনি। এর আগে উত্তরপূর্বের পদস্থ কর আধিকারিকদের সঙ্গে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা অর্থমন্ত্রীর।

এর পর বিকেল ৩.৩০ মিনিটে হোটেল রেডিসন ব্লু-তে অনুষ্ঠেয় সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করবেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ও করবেন সীতারমণ।

প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় মেয়াদের মোদী সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে এই প্রথম গুয়াহাটি তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আসছেন নির্মলা সীতারমণ। এর আগে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে বহুবার উত্তর-পূর্বাঞ্চল সফর করেছেন তিনি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গিয়েছেন চীন সীমান্তঘেঁষা অরুণাচল প্রদেশে।

অসমের বোকাখাতে বজ্রপাত, গুরুতর আহত নয়জন হাসপাতালে

বোকাখাত (অসম), ২৮ আগস্ট (হি.স.) : গোসাঘাট জেলার বোকাখাতে প্রচণ্ড বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত হয। বজ্রপাতে আহত হযেছেন নয়জন। ঘটনা বুধবার বেলা প্রায় আড়াইটে নাগাদ সংঘটিত হয়েছে বোকাখাত মহকুমার ধনশিরিমুখে।

আহত তুলসীকান্ত কুটুম, রবীন দলে, জীবন পেগু, লেবা দলে, শরমন সাহানি, সুনীল সাহানি, লালু সাহানি, কুমুদ সাহানি এবং রামু সাহানিকে সংকটজনক অবস্থায় বোকাখাতের শহিদ কমালমিরি সিভিল হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে।

জানা গেছে, বৃষ্টিপাতের সময় এরা বাড়ির বাইরে কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সে সময় আচমকা বজ্রবিদ্যুতের শিকার হন তাঁরা। ঘটনা দেখে প্রত্যক্ষদর্শীরা ছুটে গিয়ে আহতদের মাটি থেকে তুলে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। তাঁদের শরীর ঝলসে গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

স্থপতি টিপু ও তাঁর মানবিকতা

শুভেন্দু চ্যাটার্জি

কিছুদিন আগে টিপু সুলতানকে নিয়ে কর্ণাটক তথা সারা দেশে একটা বিতর্কের ঝড় বয়ে গেল। বিতর্কের সুত্রপাত সেখানকার পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের একটি সিদ্ধান্ত ঘিরে। সিদ্দারামাইয়ার কংগ্রেস সরকার প্রতি বছর টিপু জন্মজয়ন্তী পালনের সিদ্ধান্ত নিলে কর্ণাটক তথা সারা দেশে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তা সত্ত্বেও কংগ্রেস জেডি (এস) সরকার তা বহাল রাখে। কিন্তু তারপর রাজ্য বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তারা সরকারি উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় টিপুর জন্ময়ন্তী পালন বন্ধ করে দেয়। টিপুকে নিয়ে দুই শিবিরের বিরোধের মূলে আছে দুই পক্ষের ভাবনার দ্বন্দ্ব। যাঁরা টিপুর জন্মজয়ন্তী পালনের পক্ষে তাঁর টিপুকে দেশপ্রেমী ও ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রবল পরাক্রমে লড়াইকারী স্বাধীনতা সংগ্রামা হিসেবে চিহ্নিত করেন। কিন্তু বিরুদ্ধে পক্ষের মতে টিপু ছিলেন প্রজাপীড়ক এক অত্যাচারী শাসক। এই দুই পরস্পরবিরোধী ভাবনার দ্বন্দ্বের আলোকে টিপু সুলতানের মূল্যায়ন করা যাক।

১৭৫০ সালের ২০ নভেম্বর টিপু সুলতান জন্মগ্রহণ করেন। টিপু জন্মানোর আগে তাঁর ফতিমা বিবি আরকটের পীর টিপু মস্তান আউলিয়ার কবরে মাথা ঠেকান। পীর টিপুর নাম অনুসারে হায়দার তাঁর পুত্রের নাম রাখেন টিপু সুলতান। ১৭৯৯ সালে শ্রীরঙ্গপত্তনমে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজদের গুলিতে নিহত হন। তখন টিপুর বয়স মাত্র ৪৯ বছর। রাজ্যশাসন করেছেন সাড়ে চোদ্দ বছর। মাত্র এই কয়েকটি বছরে টিপুর রাজস্ব, বাণিজ্য, প্রশাসন, স্থাপত্য, রাজনৈতিক ক্ষেত্রসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় টিপু রকেট ব্যবহার করে। শ্রীরঙ্গপত্তনমের পতনের পর ৬০০ রকেট লঞ্চার পড়ে থাকতে দেখা যায়। টিপু কচ্চে দুটি কারখানা স্থাপন করেন। দুটি মুক্তোর কারখানা স্থাপন করেছিলেন হরমুজ ও জেড্ডায়। কৃষির উন্নতির জন্য তিনি জলসেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছিলেন। আজকের যে বেঙ্গালুরু সিল্ক পৃথিবীবিখ্যাত, তার প্রবর্তক ছিলেন টিপু সুলতান। তাঁর স্থাপত্য শিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন চিল 'দরিয়া দৌলত', 'মসদি-ই-আলা' প্রভৃতি। মালাবারের সড়কপথ নির্মাণের জনক হলেন টিপু। আগে জলপথে নৌকার মাধ্যমে যাতায়াত করতে হত। রাজ্যের অন্যান্য অংশেও তিনি সড়কপথ নির্মাণ করেছিলেন। যা কৃষ্ণগিরি থেকে বুদ্ধিকোট্টা পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁর আম লে ১২টি টাকশালছিল, নিজস্ব মুদ্রারও প্রচলন করেছিলেন। নতুন বর্ষ পঞ্জিকার প্রচলন করেছিলেন। অনাথ ছেলেমেয়ে দেব. কেনাবেচারওপর টিপু নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। তামাক সেবনের নিন্দা করতেন। 'জামাই-আল-উমুর' নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার কথা তিনি ভেবেছিলেন। টিপু 'ফৌজি আখবর' নামে একটি সংবাদপত্রের প্রকাশক ছিলেন। এই সংবাদপত্রে নিয়মিত লেখক ছিলেন টিপু। তাকভি নামে কৃষকদের 'খারার' সময় ঋণ দিতেন। একবারটিপুর পুত্র ফতে হায়দার এক কৃষকের খেত থেকে অনুমতি না নিয়ে সফল তুলে এনেছিলেন, টিপু এতে রুষ্ট হয়ে নিজের পুত্রকে শাস্তি দিয়েছিলেন। এটা ছিল টিপুর মানবতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তিনি ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর গ্রন্থাগারে অসংখ্য পুস্তক পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর গ্রন্থাগারে অসংখ্য পুস্তক স্থান পেয়েছিল। অনেকগুলি ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল।

সম্প্রতি কর্ণাটক সরকার ঘোষণা করেছে যে কর্ণাটকে আর টিপু সুলতানের জন্মদিন পালিত হবে না। সাম্প্রতিক বিজেপি প্রচার করতে শুরু করেছে যে টিপু সাম্প্রদায়িক ছিলেন। বিরাজপেট কেন্দ্রে বিধায়ক কে জি বোপাইযা মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পার কাছে লিখিত আবেদন জানান টিপুর জন্মজয়ন্তী পালন বন্ধ করতে হবে। কারণ ২০১৫ সালে যখন প্রথম টিপুর জন্মজয়ন্তী পালন হয় তখন সংঘর্ষের ঘটনায় এক বিশ্বহিন্দু পরিষদ কর্মীর মৃত্যু হয়। আরও যেসব বক্তব্য উত্থাপন করা হয়েছে তা হল, কোদাগু জেলার কোদাভাস বা কুর্গি জাতির মানুষদের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, টিপু হাজার কুর্গি মানুষদেরবন্দি করে অত্যাচার করেছিল। হত্যা করেছিল। জোর করে ধর্মান্তরিত করাও হয়। আরও অভিযোগ মেলাকোটে মন্ডায়ম লেসার নামে এক ব্রাহ্মাণ সম্প্রদায়ের মানুষদের উপরও অত্যাচার করা হয়েছিল।

কিন্তু ঐতিহাসিকরা ওই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণই করেন। আসলে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা যেমন মেজরকার্ক প্যাট্রিক, ক্যাপ্টেন ইউলকস, পি রবার্টস প্রমুখ ইচ্ছাকৃতভাবেই ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতি কার্যকর করার জন্য টিপুকে ছোট করে ধর্মান্ধ, নিষ্ঠুর বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন, ড. মহিবুল হাসান প্রভৃতি ঐতিহাসিকরা ওই মতোর বিরোধিতা করেছেন। ড. সেনেরমতে, 'টিপুকে ধর্মান্ধ বলা যায় না। যদি তিনি কোনও কোনও ক্ষেত্রে বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ করেন তার পশ্চাতে রাজনৈতিক কারণ ছিল।' টিপু মদ্যপানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বলেন, এতে কিছু মানুষের ধর্মের ওপর আঘাত আসতে পারে। এর উত্তরে টিপু বলেন, এটা কেবল ধর্মের ব্যাপার নয়। আমরা আমাদের লোকেদের অর্থনৈতিক উন্নতি, উচ্চমাপের নীতিবোধের কথা ভাবতে হবে। আর সেই সঙ্গে ভাবতে হবে যুবকদের চিরত্রগঠনের কথাও।

ড. মোহিবুল হাসানের মতে,টিপু হিন্দুদের প্রতি ধর্মসহিষ্ণুতা ও উদারতা দেখাতেন। তিনি দেবস্থানে বহু নিষ্কর জমি দান করেন। বহু হিন্দুকে সরকারি উচ্চপদ প্রদান করেন।টিপু তাঁর পিতার সব শাসনরীতিরসঙ্গে ধর্মবিশ্বাসকে মেশাতেন না। টিপু মুসলিম প্রজাদের প্রতিও কঠোরাতা দেখাতেন। ১৯১৬ সালের রায়বাহাদুর কে নরসিহাচার কর্ণাটকের শৃঙ্গেরী মঠ লুঠপাট ও সারাদা বিগ্রহের ক্ষতি করে। মঠের স্বামীজি টিপুকে সমস্ত ঘটনা জানান এবং সারাদ মূর্তিকে যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করার আবেদন জানান। মন্দিরও বিগ্রহের অমর্যাদারকথা শুনে টিপু ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হন। তিনি বলেন, 'হ্যাস্যাড্ভি ক্রিয়তে কর্ম রুদদ্ভি অনুভূয়তে। অর্থাৎ লোকে হাসতে হাসতে মন্দ কাজ করে কিন্তু পরে কাঁদতে কাঁদতে তাদের কাজের জন্য আফশোস করতে হয়। এরপর টিপু বেদনুরের আসফকে নির্দেশ দেন, শৃঙ্গেরী মঠের সারদা বিগ্রহকে যেন মর্যাদা সহকারে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর জন্য যে অর্থ ব্যয় হবে তা টিপু বহন করবেন বলে অঙ্গীকার করেন। স্বামীজিকে টিপু পূজাপাট করতে বলেন। ভগবানের কাছে। রাজ্যের মসৃদ্ধি কামনা, করতে বলেন। এছাড়াও টিপু মেলকোর্টের নারায়ণস্বামী মন্দির, নানজানগুঁড়ির লক্ষ্মীকান্ত মন্দির, শ্রীকান্তেশ্বর মন্দিরগুলিতে সোনা-রূপার পাত্র, হাতি, দামি রত্ন, জলপনা পাত্র প্রভৃতি জিনিস প্রদান করেন। শ্রীরঙ্গপত্তনমের প্রখ্যাত রঙ্গনাথের মন্দিরের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ, যা অগ্নিকাণ্ডের কারণে ১৭৭৪ সালে ঘটেছিল, তা একমাসের মধ্যে টিপু পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন। হায়দার আলি কাঞ্চীভরমের গোপুরে একটি মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। টিপু ওই মন্দিরের কাজ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে শেষ করেছিলেন এবং মন্দির উদ্বোধনের দিন স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি শব্দ ও মসজিদের আজানের শব্দ সমান গুরুত্ব দিয়ে শুনতেন টিপু সুলতান।

গানিজি সঙ্গত কারণেই 'ইয়াং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় টিপুকে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার প্রমাণ, তাঁর আমলে বিভিন্ন উচ্চপদের হিন্দুরা আসীন ছিলেন। যেমন পূর্ণিমা নামে এক ব্রাহ্মাণ মীর আসফের পদে আসীন ছিলেন। কৃষকরা ও ছিলেন কোবাধ্যক্ষ, শ্যামিয়া আয়েঙ্গার ছিলেন ডাক ও পুলিশ বিতাগের প্রধান। টিপুর একান্ত সচিব ছিলেন আপ্পাজি প্রধান ও শ্রীনিবাস রাও। মুঘল দরবারে টিপুর দূত ছিলেন মুলচাঁদ ও সুজন রাই। কুর্গ জেলার ফৌজদার ছিলেন নাগাপ্পা নামে এক ব্রাহ্মাণ সন্তান। একটি অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান ছিলেন হরি সিং। নায়ারদের বিদ্রোহ, যেটা নিয়ে সম্প্রতি সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন উঠছে, সেই বিদ্রোহ দমনে টিপুর প্রধান সহযোগী ছিলেন শ্রীপৎ রাও। ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সময় টিপু অন্যতম সেনাপতির নাম ছিল শিবাজি। হিন্দু সম্প্রদায়েরদুটি গোষ্ঠী তেনকলাই ও বদগাইয়ের মধ্যে বল্লা মঠকে কেন্দ্র করে বিরোধ দেখা দিলেও টিপু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করেন।

খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী আর্মেনিয়ান বণিকদের টিপু নিজ রাজ্যে বসবাস ও ব্যবসাবাণিজ্য করার অধিকার দিয়েছিলেন। টিপু যদি জানতে পারতেন, কোনও মুসলিম পীর নিজ ধর্মকে বড় করে দেখিয়ে অন্য ধর্মকে ছোট করে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি তা বন্ধ করে দিতেন। মহরমের চিরাটরিত কিছু প্রথা অন্য ধর্মের কাছে সুখকর নয় বলে তিনি তা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

তাই বলা যেতে পারে, টিপু নিজে ধার্মিক ছিলেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন। সুফি মতবাদের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সকল ঈশ্বরই এক ও সমান এই সুফি মতবাদে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যদিও নিজে তিনি শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন। অন্য ধর্মের মানুষও যুদ্ধে পরাজিত হলে তিনি তাদের সঙ্গে মানবিক আচরণ করতেন। ফরাসিদের সঙ্গে তিনি যে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদক করেছিলেন তাতে এই শর্ত আরোপ করেছিলেন, যে, 'ইংরেজ ও পর্তুগিজ, পুরুষ কিম্বা নারী, যাতেই প্রজাতন্ত্রে বা আমার সৈন্যরা বন্দি করবে, তাদের সঙ্গে অবশ্যই মানবিক ব্যবহার করতে হবে এবং এদেশে মিত্রশক্তির এলাকার বাইরে ভারত থেকে দূরবর্তী কোনও স্থানে পাঠিয়ে দিতে হবে আমাদের যৌথ খরচে।

পরিশেষে বলা যায়, এক অসাধারণ নৃপতি ছিলেন টিপু সুলতান। খুব বেশি দিন রাজত্ব না করলেও দক্ষ ধর্মনিরপেক্ষ প্রশাসক হিসেবে টিপু ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় নৃপতি যিনি এদেশে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের প্রবর্তক। টিপু সুলতানের রকেট তৈরির বিষয়টি সম্বন্ধে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. এপিজে আবদুল কালাম বলেছেন 'দুটি যুদ্ধের রকেট লন্ডনের উলইউচের মিউজিয়াম অফ আরটিলারিতে প্রদর্শ হিসেবে রয়েছে। ১৯৮০ সালে ইউরোপ ভ্রমণের সময় আমার একটাই লক্ষ্য ছিল এই রকেটকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করা। ড. ভি আর গোয়াকার এবং আমি ওই জাদুঘর দেখতে যাই, বিকৃত না করা তথ্যসহ বিদেশের মাটিতে চমৎকারভাবে সুরক্ষিত একটি ভারতীয় উদ্ভাবনাকে দেখা আমাদেরমতো রকেট প্রযুক্তিবিদদের কাছে রীতিমতো বিরাট একটা রোমাঞ্চকর বিষয় ছিল।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নৈপুণ্য, প্রদর্শনের জন্য তাকে মাইশোর টাইগার আখ্যা দেওয়া হয়। টিপু প্রজাদেরকাছে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন বলে ম্যাকেঞ্জি উল্লেখ করেছেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

তারায় ভরা ঐশ্বর্য

অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

কর্ণ কেন ব্রহ্মাস্ত্রর জ্ঞান দ্রোণাচার্য কর্ণকে না দিয়ে অর্জুনকে দিয়েছিলেন---সে কথা অনুমান করা খুব কঠিন নয়। সুতপুরের চেয়ে রাজপুত্র সর্বদাই অগ্রগণ্য। যুদ্ধের প্রকৌশল দু'জনেরই করায়ত্ত ছিল, কেউ কারও চেয়ে কিছু কম ছিলেন। না। কিন্তু অর্জুন জিতে গেলেন তাঁর প্রতিষ্ঠায়। বড়ছেলের মর্যাদা পাওয়ার পরও তিনি মা'র কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন, ভ্রাতৃনিধন করবেন না। সারাটা জীবন অর্জুনের ছায়া দৌড়ে বেরিয়েছে তাঁর ছায়ায় এ লড়াই অসম---তিনি জানতেন। জানতেন। জানতেন অ্যাকিলিসের মতো তাঁরও গোড়ালিতে বিঁধে আছে অভিমানের তির,অর্জুনুরে শিরস্ত্রাণে কৃষ্ণের জয়পতাকা উড়বে, আর তাঁর চাকা বসে যাবে হৃদয়ের গভীর-গোপন ক্ষতে অন্তরাল থেকে নিয়তি মুচকি হাসবে---সব যুদ্ধ জেতা যায় না জীবনের। ব্রাহ্মাণের ছদ্মবেশে দেবতা এসে নিয়ে যায় কবকুণ্ডল। মহাকাব্য---তা সে বন হোক বা ছোট, কর্ণের ভাগ্য নিয়ে পরাজয় মিশে থাকা পাতায় পাতায়। না-পারার গায়ে জমে সমবেদনার ধুলো, না পাওয়ার ইচ্ছেরা দুঃখী বাতাস হয়ে হাত বোলায় দীর্ঘশ্বাসের কফিনে।

দারাশুকো তাঁর নামের অর্থে---'তারায় ভরা ঐশ্বয'। বাবারি প্রিয়তম পুত্র, মসনদের ঘোষিত উত্তরাধিকারী। ক্যালিগ্রাফিতে দখল ছিল প্রশ্নাতীত, কাব্য ও কোরানো তাঁর সমকক্ষ ছিল না কেউ। বদ্ধ গোঁড়ামির বাইরে আলোকপ্রাপ্ত এক দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন দারাশুকো। আপন গুণেই সাধারণ মানুষের কাছে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। শাহজাহানের বিলাস ও অমনোযোগী শাসনের বাইরে ভারত অচিরেই পেতে চলেছিল এক দীপ্যমান তরুণকে। ইসলামের প্রতিবাদক---এই অভিযোগে ঔরঙ্গজেব হত্যা করেন তাঁকে। আগ্রাস কারাগারে শাহজাহান যখন বন্দি, তাঁর নৈশভোজে বাক্সবন্দি করে পেশ করা হয় দারাশুকোর রক্তাক্ত মুণ্ড---জ্ঞান হারান শোকসন্তপ্ত পিতা নির্মমতার ইতিহাসে বাজি জিতে যান ঔরঙ্গদেব। দারাশুকো শুধু কাহিনি হয়ে উড়ে বেড়ান নাম না-জানা কবরখানায়।

রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রমণি দেবীর বড়ছেলে। পিতার অকালপ্রয়াণে, যখন রামকুমারের ওপর সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ল, তখন সে নিতান্তই চোট কামারপুকুরে থেকে যে আর জীবন নির্বাহ করা যাবে না, বিলক্ষণ বুঝেছিলেন তিনি। দুই ভাই, বিশেষ করে ছোটভাই গদাধরকে কলকাতা আসেন। পূজার্চনায় যাবতীয় কাজ ছোটভাইকে শেখান তিনি। ১৮৫৫-য় বাগ্য সদয় হয়। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির মুখ্য পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত হন রামকুমার। কৈবর্ত্য সম্প্রদায়ের রানি রাসমণির অন্যতম ভরসাস্থল ছিলেন তিনি। ভাইকে এখানেও টেনে আনেন রামকুমার পুজো করতেন তিনি, গদাধরের কাজ ছিল মা'কে ফুল দিয়ে সাজানোর। বছর ঘুরতে না ঘুরতে, কামারপুকুর যাওয়ার পথে, এক আত্মীয় বাড়িতে হঠাৎ মারা যান রামকুমার। রাসমণি গদাধরকে দায়িত্ব দেন পুজোর। ভক্তরা একটু একটু করে তাঁকে চিনতে শুরু করে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' রূপে। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-র টাইটেল কার্ডে, যেখানে সাদা অ্যাম্বাসাডর দৌড়চ্ছে ডালটনগঞ্জ, বেতলার শাল-সেগুন পথে, সেখানে 'পালামৌ-র যে বর্ণনাটি ভয়েস ওবারে চলে, তার রচয়িতা সঞ্জীবচন্দ্র। একাধারে কবি, লেখক এবং সাংবাদিক। প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কয়েক স্নাতকদেরও একজন। 'পালামৌ-র বাক্যভঙ্গি নজর করলে বোঝা যায়---ভাই বঙ্কিমের থেকে তিনি কিছুমাত্র পিছিয়ে ছিলেন না। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাকে রূপ দেওয়ার মতো বিশিষ্ট কাজও তাঁর বিদ্বজ্জনের প্রশংসা জুটেছে তাঁর, কিন্তু বঙ্কিম-বিভার পাশে তা অনেকটাই ম্লান। ভাইয়ের উত্তরোত্তর সুনামবৃদ্ধি কালের অন্ধকারে ঠেলে দিল সঞ্জীবন্দ্রকে। পঠক আজ পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে খুঁজে পাচ্ছে রোদ না-পৌঁছনো, অরণ্যের ভিতর লুকনো এক আশ্চর্য লেখকের ঝরাপাতায় ঢাকা পড়েছিল যাঁর উজ্জ্বল জীবনকাল।

অজিত তেন্ডুলকর কোন দিন টিভিতে ভাইয়ের খোলা দেখেননি। দৃঢ় সংস্কার ছিল, যদি আউট হয়ে যায় শচীন।জীবনের প্রথম ট্যুরে পাকিস্তানের শিযালকোটে শচীনের পাশে পাশে, তিনি দাদা অজিত তেণ্ডুলকর। যাঁর জন্য শচীনের ব্যাট হাতে নেওয়া। টুকটাক অফ স্পিন করতেন অজিতও। ডিভিশন লিগে খেলতে। কিন্তু ভাইকে যেদিন রবারের বল টুর্নামেন্টে ব্যাট করতে দেখলেন, সেদিন তিনি বুঝেছিলেন, এবার তাঁর কাজ মেন্টরের —ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বশ্রেষ্ঠ মূর্তি গড়ার। কোচ রমাকন্ত আচরেকরের কাছে শচীনকে নিয়ে যান তিনি। শচীনের তখন এগারো বছর বয়স, চোখে-মুখে বয়। প্রথমবারের পরীক্ষায় পারেননি শচীন। কিন্তু অজিত পিছু চাড়েনি আচরেকরের। পরেরবার ভাই পারল অজিত জানতেন, শচীন কোথায় পৌঁছতে পারে। এ-ও জানতেন, তাঁর ফ স্পিন বাঁক খেতে খেতে কোথাও হারিয়ে যাবে একদিন। সুপারস্টার ভাই হয় যাঁরা, তাঁদের দাদাদেরদেখা যায় খুব কম।

খেলতে নামার আগেই হঠাৎ হঠাৎ অবসর নিয়ে নেন তাঁরা। মাইক্রফ্‌ট হোম্‌স ততটা ভাল লাগত না। গায়ে-গতরে কাজ করতেও অনীহা ছিল। তাই অসীম বুদ্ধিবৃত্তি থাকলেও গোয়েন্দাগিরিকে পেশা হিসেবে নেননি মাইক্রফ্‌ট, শার্লক হোম্‌স-এর বড়দা। শার্লককে টেক্কা দিতে পারার মতো এই একটি চরিএত্ররই অবতারাণা করেছিলেন আর্থার কোনান ডয়েল। কিন্তু সবার অলক্ষ্যে ব্রিটিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজেই নিজেকে ঢেকে রাখলেন মাইক্রফ্‌ট। বাই কোনও সমস্যা নিয়ে গেলে ওই সমাধান করে দিয়েছেন কখনওসখনও—ব্যস। তার বেশি কিছু নয়।

ছোটভাই জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছলে দাদাদের হৃদয়ে কী লেগে থাকে? ভালবাসা? আত্মত্যাগ? অভিমান? রাঁাচির মোরাবাদী পাহাড়ে ঘর বিষণ্ণ বিকেল নেমে আসে.........অভিমানী অস্তমান আলোয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চেয়ে দেখেন, তাঁক কিচ্ছুটি না বলে আজও মুখ লুকোল রবি।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

বুধবার রাজধানীতে অল ত্রিপুরা ডিপ্রাইড আনএমপ্লয়েড এসোর একটি র‍্যালী আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করে তৃণমূল ভাঙানোর চেষ্টা করছে বিজেপি : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি.স): কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করে তৃণমূল ভাঙানোর চেষ্টা করছে বিজেপি বলে বুধবার অভিযোগ করেন তৃনমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'বিজেপিতে যোগ না দিলে জেলে ভরার ভয় দেখাচ্ছে তারা। আমি জেলে যেতে রাজি আছি, কিন্তু বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতি মেনে নিতে রাজি নই'। এদিন মেয়ো রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সভায় দাঁড়িয়ে বুধবার আবারও রাজ্যের মানুষকে দেশ জুড়ে চলা অপশাসনের বিদ্ধে রুখে দাঁড়াবার ডাক দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছাত্র সমাবেশে মমতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আজ আমার ভাইকে ডাকছে। কাল হয়তো আমায় ডাকবে। আমি তৈরি আছি। জেলে যেতে তৈরি কিন্তু বিজেপির সাম্প্রদায়িকতার সামনে মাথা নোয়াব না'। আজ মেয়ো রোডের গান্ধীমূর্তি সংলগ্ন সভাস্থলে এদিন ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। বিপুল জমায়েতে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা রাজ্যের সব ছাত্র যুবদের কাছে ভয় পাবেন না। ভয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। প্রতিবাদে সরব হন।

এদিন নাম না করে মুকুল রায়কে আক্রমণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, ''বলে ১০৭ জন বিধায়কের নাম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আগে ৭ জনের নাম বার কর। এত সস্তা না। আমরা বাংলায় লড়াই করি। তাই ওদের বাংলা চাই'। মমতা আরও বলেন, ''জেলে গেলে ভাবব স্বাধীনতার লড়াই লড়ছি। দেশ পরাধীন হয়ে গেছে'।

এদিনই নারদ কাণ্ডে আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের বাড়িতে হানা দিয়েছে সিবিআই। বক্তৃতার শুরুর দিকেই মমতা সেই প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'আজকে আসার সময় এক এমপি আমায় বলল, ওরা জানতে চাইছে, তোমার পার্টি মাসে কটা করে ব্লকে মিটিং করে। কী কী কর্মসূচি নেয়। সে তখন বলেছে, আমার পার্টি কী করে, তোমায় বলব কেন ? ওদের নাকি বলতে হবে। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল'।

একুশে জুলাইয়ের মঞ্চেও মমতা বলেছিলেন, 'শতাব্দী আমায় কানে কানে বলল, দিদি দেখো ভোট হয়ে গেছে, আমাকে ইডি ডেকেছে। ডেকেই বলছে তুমি বিজেপির ওমুক নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করো। না করলে তোমারও সুদীপ, তাপসের মতো অবস্থা হবে'।

এদিন তৃণমূলনেত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে দেশে একনায়কতন্ত্র চালানোর অভিযোগ তোলেন। বলেন, ''দেশে প্রেসিডেন্সিয়াল ডেমোক্রেসি চালু করার চেষ্টা হচ্ছে। এরা কারও কোনও কথা শোনে না। মানুষের কথা বলার অধিকার নেই। সংবাদমাধ্যম গুলোকে সব কিনে নিয়েছে'। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আগেও বারবার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহারের অভিযোগ তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা নির্বাচনে এই নিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে পৌঁছয়। লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের আশানুরূপ ফল না হলেও তাঁর আত্মবিশ্বাসে যে চিড় ধরেনি ছাত্রছাত্রীদের সামনে এদিন তা বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরপরই এদিন নিজের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে কেন্দ্রের একের পর এক সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনায় সবর হন তৃণমূল নেত্রী। যার শুরুটা এদিন হয় কাটমানি প্রসঙ্গে বিরোধীদের তোলা প্রশ্নে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ধর্মের নামে ভেজালের দোকান চলছে। কাটমানি নিয়ে কথা বলা হচ্ছে কিন্তু কালো টাকা নিয়ে কথা নেই। এরপরই সরাসরি আরবিআই-এর দিকে তোপ দাগেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, ১,৭৬ লক্ষ কোটি টাকা লভ্যাংশ হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে তুলে দিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। আরবিআইয়ের কাছে গচ্ছিত থাকা সোনাও চলে যাচ্ছে। এরপর দেশ কোন বড় বিপদে পড়লে কে সামলাবে ?

তিনি বলেন, মানবিকতার খাতিরে পেনশনটা আমরা তুলে দিই না। আর তা তুলে অনেক টাকা বেঁচে যেত। সমস্ত রাজ্য সরকারি কর্মীদের পেনশন তুলে দিয়েছে। ত্রিপুরায় এই মুহূর্তে বিজেপি সরকার। আর সেখানে তারা ক্ষমতা দখলের পরেই সে রাজ্য থেকে পেনশন তুলে দেয়। কিন্তু একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ যেখানে এখনও পর্যন্ত পেনশন দেওয়া হয়। আর তা দেওয়া হয়নি মানবিকতার খাতিরেই। তাঁর এই মন্তব্যে অশনি সঙ্কেত দেখতে শুরু করেছেন রাজ্যের লক্ষাধিক সরকারি কর্মী। মেয়ো রোড থেকে দেওয়া ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা তুলে দিচ্ছে। লক্ষ লক্ষ যুবক যুবতির চাকরি চলে যাচ্ছে। এই বিষয়ে সব জেনেও কেন্দ্রীয় সরকার সরকার চুপ করে রয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়া হোক কিংবা রেল সমস্ত কর্মীর পাশে তৃণমূল আছে বলে বিজেপির সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান।

চিটফান্ড তদন্তে গতি বাড়িয়েছে সিবিআই ও ইডি। শতাব্দী রায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সী, ডেরেক ও ব্রায়েনদের মতো তৃণমূল নেতাদের ডেকে জেরা করেছে এজেন্সি সিবিআই ও ইডি। ডাকা হয়েছিল অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকেও। গত সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর আঁকা ছবি বিক্রি নিয়ে জেরায় ডাকা হয়েছিল শিল্পী শুভাপ্রসন্নকে। দলের মুখপত্র জাগো বাংলার হিসেব নিয়ে জানতে চাওয়া হয় মহাসচিব পার্থ চট্টপাধ্যায়ের কাছ থেকে। যদিও পার্থ চট্টপাধ্যায় বলেছিলেন, সংগঠনের বিষয়ে তাঁর কাছে জানতে চেয়েছে সিবিআই। মমতার এদিনের কথা শুনে অনেকেই তাই প্রশ্ন তুলছেন, এজেন্সির গতিপ্রকৃতি দেখেই কি মুখ্যমন্ত্রী মনে করছেন তাঁকেও ডাকতে পারে সিবিআই বা ইডি ? নাকি কিছুটা নিশ্চিত হয়েই আগে থেকেই সহানুভূতি পাওয়ার কৌশল ?

এই ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বিজেপি অন্যতম সাধারন সম্পাদক সায়ন্তন বসু বলেন, চুরি ধরা পড়লেই বলা হচ্ছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। তৃণমূল যে চিটফান্ড তথা গরিবের টাকা লুঠ করেছে বাংলার শিশুরাও জানে। তাঁর কথায়, চিদম্বরমকে গ্রেফতার করা হয়েছে দেখে ঘুম চলে গেছে তৃণমূলের অনেকেরই। কিন্তু এ সব কুমির কান্নায় আর কোনও কাজ দেবে না।

পরিত্যাক্ত কুঁয়োয় পড়তেই দেড় বছর পর পানাগড় সেনাছাউনী থেকে উদ্ধার দাঁতাল

দুর্গাপুর, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : দেড়বছর আগে টানা দুমাসের চেষ্টায় ধরা যায়নি। হার মেনেছিল ট্রাঙ্কুলাইজার, কুনকি হাতি। কালঘাম ছুটেছিল বনকর্মীদের। দেড় বছর পর বুধবার পরিত্যাক্ত কুঁয়োই পড়তেই পানাগড় সেনাছাউনীতে ঢুকে পড়া দাঁতাল হাতি উদ্ধার হল।

উল্লেখ্য, গত ২০১৮ সালের ১৫ মার্চ বাঁকুড়ার জঙ্গল মহল থেকে দামোদর পেরিয়ে পানাগড় সেনাছাউনিতে ঢুকে পড়ে একটি দাঁতাল হাতি। ওইদিন সোনামুখিতে এক চাষীকে পদপিষ্ট করে গলসীর লোয়াপুরে দুজনকে জখম করে ওই দাঁতালটি। তার আচরনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল এলাকসবাসী। পরে সেটি পানাগড় সেনাছাউনির জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। ঘন জঙ্গল থাকায় হাতি উদ্ধারে বেগ পেত হয় বনকর্মীদের। তাছাড়াও সেনাছাউনীতে গোলা বারুদ মজুত ঘর থাকায় আগুন জ্বালানো নিষিদ্ধ। হাতি তাড়াতে বাঁকুড়া, দুর্গাপুর, কোলকাতা থেকে হুলাপার্টি ও ঐরাবত যান আনা হয়। তিনটি কুনকি হাতিও আনা হয়। এমনকি ট্রাঙ্কুলাইজার দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও কাবু করা যায়নি দামাল দাঁতালটিকে। দেড় বছর পর বুধবার হাতিটিকে সেনাছাউনীর ভেতরে পরিত্যাক্ত কুয়োতে পড়ে থাকতে দেখে সেনারা। খবর দেয় বন দফতরে। খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছায় বনদফতরের কর্মীরা। ট্রাঙ্কুলাইজার দিয়ে হাতিটিকে কাবু করে বনকর্মীরা। তারপর ক্রেন দিয়ে লরিতে তোলা হয়। বর্ধমান আঞ্চলিক বনাধিকারিক দেবাশীষ শর্মা জানান,' হাতিটি কাবু করে উদ্ধার করা হয়েছে। সুস্থ রয়েছে। ঝাড়গ্রামের জঙ্গলে পাঠানো হয়েছে হাতিটিকে।'

ঝাড়গ্রামে স্কুল ছাত্রীকে মারধরের অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে

ঝাড়্গাম, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : স্কুল ছাত্রীকে মারধরের অভিযোগ উঠল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। বুধবার ক্লাস চলাকালীন গালে চড় মারার পরেই সজ্ঞা হারিয়ে যায় দশম শ্রেণীর ছাত্রীর। এরপরেই ব্যপক উত্তেজনা ছাড়াল ঝাড়গ্রাম বিনপুর থানার হাড়দা রামকৃষ্ণ হাই স্কুলকে।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন ক্লাস চলাকালিন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুদীপ্ত কুমার গিরি দশম শ্রেনীর এক ছাত্রীকে গালে চড় মারেন। আর চড় মারার পরেই দশম শ্রেনীর ওই ছাত্রী অজ্ঞান হয়ে যায়।আর এই ঘটনায় রীতিমত হুলস্থুল পড়ে যায় বিদ্যালয়ে।এই ঘটনার পরেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রথমে ওই ছাত্রীকে স্থানীয় এক চিকিৎসকে দেখান।কিন্তু জ্ঞান না ফেরায় তিনি ওই ছাত্রীকে নিয়ে বিনপুর গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যান।সেখানে তার স্যালাই চলে।পরে জ্ঞান ফিরে আসে ওই ছাত্রীর।ছাত্রীটির পরিবারকে খবর দেওয়া হয়।ছাত্রীটি সুস্থ বোধ করলে তাকে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে আসেন প্রধান শিক্ষক বলে জানান তিনি। এদিকে এই ঘটনার কথা জানা জানি হতেই গ্রামে উত্তেজনা ছড়ায়।গ্রামবাসীদের অভিযোগ ওই শিক্ষক আগেও এক ছাত্রীকে মারধর করে ছিলেন।সেই ছাত্রীও অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে ফুটবল লিগ চলার জন্য বিদ্যালয় দুপুর আড়াইটায় ছুটি হয়ে যাচ্ছে।এদিন বেলা এগারোটা পনেরো নাগদ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দশম শ্রেনীর বি ক্লাস নিতে গিয়েছিলেন।ক্লাস চলা কালিন ওই শিক্ষক চড় মারেন ওই ছাত্রীটিকে। এই ঘটনার পর দুপুরে গ্রামে খবর জানাজানি হতেই গ্রামবাসীরা বিদ্যালয়ে এসে জড় হন।তারা জানাতে চান পুরো ঘটনার কথা। বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকরা জানিয়েছেন গ্রামবাসীদের মধ্যে উত্তজনা থাকলেও পরে তারা ফিরে যান। এই বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুদীপ্ত কুমার গিরি বলেন " ক্লাসে দুষ্টুমি করছিল ওই ছাত্রী। মুখে আওয়াজ করছিল।তাই একটা চড় মেরেছিলাম। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল ওই ছাত্রী।আমি তাকে স্থানীয় এক চিকিৎসককে দেখাই।থানার পুলিশ ছিল।সেখান থেকে বিনপুর হাসপাতালে গাড়ি করে নিয়ে যাই। বাবা,মাকে খবর দিয়েছিলাম। একটা স্যালাই চলেছিল।আমি ছাত্রীটির বাবা, মাকে বলেছি নিজের মেয়ে মনে করেই মেরেছিলাম।নিজের ভুলের কথা স্বীকার করি।ছাত্রীটিকে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে এসেছি।"

গণপ্রহার রোখা এবং রেশনকার্ডের রূপরেখা দুটি বিষয়ে সর্বদলীয় বৈঠক

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : গণপ্রহার আটকাতে রূপরেখা তৈরি নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ব্যাপারে এবং রেশন কার্ড বন্টন নিয়ে দুটি সর্বদলীয় বৈঠক হবে বিধানসভায়।

গণপ্রহার আটকাতে কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। জেলা পুলিশ সুপারের আওতায় এবং কমিশনারেটগুলিতে এমন সমস্যা মোকাবিলার জন্য পৃথক নোডাল অফিসার তৈরি করেছে রাজ্য। জেলায় পুলিশ সুপার এবং কমিশনারেটের টাস্কফোর্স গঠন করা হচ্ছে বলেই প্রশাসণ সূত্রের খবর। শুক্রবার এ ব্যাপারে সর্বদলীয় বৈঠক সবে বিধানসভায়। এতে মুখ্যমন্ত্রীও উপস্থিত থাকবেন। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল গণপ্রহার আটকাতে সঠিক পদক্ষেপ করতে হবে রাজ্যগুলিকে। বিষয়টিকে মাথায় রেখেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্য সরকার কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে জানাচ্ছে প্রশাসন। কোনও অঞ্চলে গণপ্রহারের ঘটনা ঘটলে অথবা আশঙ্কা থাকলে সেই অঞ্চলের নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। বিভিন্ন জায়গায় গণপ্রহার এর ঘটনা ঘটেছে। কলকাতার কাশীপুর, এমনকি কালীঘাটেও এরকম ঘটনা হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এই ধরনের উদ্যোগ নবান্ন নিয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রের খবর। শুক্রবার রেশন কার্ড নিয়ে সর্বদল বৈঠকও হতে পারে। খাদ্য শস্য যেমন চাল -গম-চিনি যারা নেয় তাদের একরকম এবং এসবের অর্থাৎ রেশন সামগ্রির বাইরে যে 'নন-পিডিএস' জিনিস আছে সেগুলোর জন্য আলাদারকম এই দু"ধরণের রেশন কার্ড করার ভাবনাচিন্তা হচ্ছে। এ নিয়ে সর্বদল বৈঠক করে বিরোধী সব রাজনৈতিক দলের পরামর্শ নিতে চায় খাদ্য দফতর। আজ বিধানসভায় এ ব্যাপারে বিবৃতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নির্দেশের পর সেই বৈঠক নিয়ে তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

অভিযোগ, রেশন কার্ড আছে কিন্তু চাল-গম-চিনি তোলে না, এ রকম অনেক গ্রাহক আছে। তাদের জন্য নিয়ম মতো বরাদ্দ হয়ে যাচ্ছে খাদ্যশস্য। এখনও পর্যন্ত ৯ কোটির উপর কার্ডহোল্ডার হয়েছে। তার মধ্যে খাদ্য শস্য তোলে না, এমন কার্ডও রয়েছে। সেখানে সরকারের অনেক অর্থের ক্ষতি হচ্ছে। তাদের জন্য দু'রকমের কার্ড করার ব্যাপারে এই নতুন উদ্যোগ। এ সবের পাশাপাশি আগামীকাল বিধানসভা অধিবেশনে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টাফ সিলেকশন বিল পেশ হওয়ার কথা।

চা বাগানের বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য বিদ্যুৎমন্ত্রীকে আর্জি বিজেপি বিধায়কের

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : চা বাগানের আবাসনে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় সঙ্কটে পড়েছেন গরিব শ্রমিকরা। মুসকিল আসানের জন্য রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে আবেদন করলেন বিজেপি বিধায়ক মনোজ টিগ্গা।

বুধবার মনোজবাবু বিধানসভা অধিবেশনে বলেন, প্রচুর টাকা বিদ্যুৎ বিল বাকি। এই গরিব মানুষ কী করে এত টাকা বিদ্যুৎ বিলের টাকা দেবে? অনেক বছর আগে বলা হয়েছিল যে বিদ্যুৎ মাশুল দিতে হবে না। কিন্তু এখন সেখানে বিদ্যুতের লাইন কেটে দিয়েছে। শোভনদেববাবু বলেন , 'চা বাগানের শ্রমিকদের সব দায়িত্ব বাগান মালিকের, সেটা চুক্তিতে আছে। বিদ্যুৎ, জল, চিকিৎসা, রেশন সব কিছু মালিকের দেখার কথা। তাও মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের পরিধির মধ্যে থেকেই তাঁদের জন্য অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু বিদ্যুৎ বিল দিতে হবে না এটা ভুল কথা। কোনও রাজনৈতিক দলের মিথ্যা প্রচার এটা। এরকম কোনও নির্দেশ সরকার কখনও দেয় নি।'

এদিকে, দিঘা-মন্দারমণিতে কেবল লাইন পাততে ১৬০ কোটি বরাদ্দ হয়েছে। এ রাজ্যের সমুদ্রতীরবর্তী চারটি শহরকে যুক্ত করতে মুখ্যমন্ত্রী ২২০ কোটি বরাদ্দ করেছেন। এই সব কাজ চলছে। এ দিন অধিবেশনে এ কথা জানান বিদ্যুৎমন্ত্রী। সাবিনা ইয়াসমিন আবেদন করেন, হাজারদুয়ারিতেও বিদ্যুৎ সংযোগ ভূগর্ভে করা হোক। মন্ত্রী জবাবে বলেন, নবদ্বীপ, বোলপুর, কোচবিহার, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি ৭৭টি শহরে এই কাজ শুরু হয়েছে। ১৮-১৯ থেকে ২৪-২৫ অর্থবর্ষ পর্যন্ত চলবে এই কাজ। হাজারদুয়ারি হয়ত এই তালিকায় আছে। তৃণমূলের শিউলি সাহা বলেন, সুসংহত শিশু বিকাশ কেন্দ্রগুলোয় (আইসিডিএস) বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় খুব সমস্যা হয়। বিষয়টি বিবেচনা করতে তিনি মন্ত্রীকে অনুরোধ করেন। মন্ত্রী জবাবে বলেন, পর্যায়ক্রমে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই কাজ করতে হচ্ছে।

মা'য়েদের পরিপুরক খাদ্য ব্যাবহার শেখাতে কাঁকসায় অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে শিশুদের অন্নপ্রশাসন দিবস পালন

দুর্গাপুর, ২৮ আগস্ট(হি.স.): মাতৃদুগ্ধ পরিত্যাগের পর নবজাতকদের পরিপুরক খাদ্য ব্যাবহার হাতে কলমে শেখাতে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রই শিশুদের অন্নপ্রশাসন করল কর্মীরা। বুধবার পূর্ব বর্ধমানের কাঁকসার গোপালপুরে এরকমই এক অভিনব উদ্যোগ নিল সেখানের অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীরা।

ব্লক নারী ও শিশুকল্যান দফতর সুত্রে জানা গেছে, রাজ্য সরকারের একটি নতুন উদ্যোগ। প্রত্যেক মাসে ব্লকে বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে অন্নপ্রশাসন দিবস পালন করতে হবে। মুলত, শিশুদের মাতৃদুগ্ধ ছাড়ার পর পরিপুরক খাদ্য খাওয়া শুরুর সময় নানান অসুখ হয়। ওজনও কমতে থাকে শিশুদের। কাঁকসা সিডিপিও সুদীপ সরকার জানান,' অন্নপ্রশাসনের সময় থেকে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পরিপুরক খাবার শিশুদের সঠিক ব্যাবহার না করার ফলে অসুখ হয়, ওজন কমে যায় শিশুদের। তাই পরিপুরক খাদ্য মা''য়েদের সঠিক ব্যাবহার হাতে কলমে শেখাতে অন্নপ্রাশন দিবস পালন।' তিনি আরও বলেন,' নিয়ম অনুযায়ী এলাকার ৬-৮ মাস বয়সের শিশুদের একটি কেন্দ্র নিয়ে অন্নপ্রশন দিবস পালন করতে হবে। এদিন ৮ জন শিশুর অন্নপ্রাশন করানো হয়।' তারজন্য অঙ্গনওয়াড়ীকর্মীরা ভাত ডাল সবজির যেমন আয়োজন করেছিল। তেমনই পায়েসের ব্যাবস্থা ছিল। এধরনের আয়োজনে খুশী শিশুদের মা''য়েরা।

স্বগুণোৎসবের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ ডিমা হাসাও জেলা স্কুল কর্তৃপক্ষকে

হাফলং (অসম), ২৮ আগস্ট (হি.স.) : বিগত দু-বছর ধরে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে অনুষ্ঠিত করে আসছিল গুণোৎসব। যার উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রছাত্রীদের গুণগত মান উন্নত করা। কিন্তু এবার থেকে গুণোৎসবের বদলে রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে স্বগুণোৎসব। কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রালয়ের নির্দেশ অনুসারে সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে অনুষ্ঠিত হবে স্বগুণোৎসব।

অসম সর্বশিক্ষা অভিযান মিশন অধিকর্তা সমশের সিং রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রেরিত এক নির্দেশিকায় এ-কথা জানানো হয়েছে। চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসে রাজ্যের প্রতিটি সরকারি বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে এই স্বগুণোৎসব। স্বগুণোৎসবের মাধ্যমে প্রত্যেকটি সরকারি বিদ্যালয়ের গুণমান পরখ করে দেখা হবে। এমন-কি স্বগুণোৎসব অনুষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সরকারি বিদ্যালয়গুলির গুণমান নির্ণয় করার জন্য নিয়োগ করা হবে আধিকারিক।

অসম সর্বশিক্ষা অভিযানের পক্ষ থেকে জারিকৃত এক নির্দেশে বিদ্যালয়গুলিতে এই অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি অনুষ্ঠান পরিচালনা করা ছাড়াও বিদ্যালয়গুলি পরীক্ষা করার জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন অসম সর্বশিক্ষা অভিযান মিশন অধিকর্তা।

তিনটি চটকল বাঁচাতে আর্জি বিধানসভায়

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : হাওড়ার তিনটি চটকলকে বাঁচাতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে আবেদন করলে তৃণমূল বিধায়ক ইদ্রিস আলি। বুধবার বিধায়ক এক দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবে অধ্যক্ষকে বলেন উলুবেড়িয়া পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন কানোরিয়া জুট মিল, লাডলো জুট মিল এবং প্রেমচাঁদ জুট মিলের অবস্থা খুব খারাপ। অভিযোগ মালিকপক্ষ অন্যায় ভাবে তিন হাজার শ্রমিকের মধ্যে ২,৬০০ জনকে কাজ করিয়ে বেতন দিচ্ছেন না। শ্রমিকরা অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন।

এই অবস্থায় রাজ্য সরকার যেন হস্তক্ষেপ করে বলে আবেদন করলেন আলি।

ছয়ের পাতায়

দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ : ৩ মহিলা সহ ১৩ জনকে অ্যাসিড আক্রমণ

পটনা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : বিহারে অ্যাসিড হামলার শিকার একই পরিবারের তিনজন মহিলা সহ ১৩ জন। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। জখম অবস্থায় এদের প্রত্যেকেরই হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। বুধবার বিহারের বৈশালীর দাউদনগরে ঘটনাটি ঘটেছে। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল অশান্তির চলাকালীন এক পক্ষ অ্যাসিড ছোঁড়ে অপর পক্ষকে।

পুলিশের দাবি, দাউদপুরের ঘটনায় অ্যাসিড হাতেই এসেছিল একটি গোষ্ঠী। পুলিশ সূত্রের খবর, আক্রান্তদের মধ্যে আট জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনায় পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে। বাকিরা এখনও পলাতক। এসডিপিও রাঘব দয়াল জানিয়েছেন, 'সংঘর্ষ চলাকালীন একটি গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর লোকেদের দিকে অ্যাসিড ছুঁড়ে আক্রমণ করে। স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে আক্রান্তদের। ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।'

ঝাড়গ্রামে শহিদ দিবস পালন করল তৃণমূল কর্মীরা

ঝাড়্গাম, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : নিহত তৃণমুল নেতার শহিদ দিবস পালন করল তৃণমুল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা। বুধবার ঝাড়্গাম জেলা তৃণমুল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শহিদ দিবস পালন করা হয়।

এদিন যেখানে তৃণমুল নেতা চন্দন ষড়ঙ্গী খুন হয়েছিল সেখানে শহিদ তর্পনে মাল্যদান করেন তৃণমুলের নেতা কর্মীরা। পরে সেখান থেকে বাইক র‍্যালি করে সোজা দুবড়া গ্রামে যান তৃণমুলের কর্মী সমর্থকেরা। সেখানে গিয়ে গোটা দুবড়া গ্রামে একটি পদ যাত্রা করেন তৃণমুল কর্মীরা। দুবড়া গ্রামে শহিদ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভাতে তৃণমুল নেতারা বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য গত বছর আজকের দিনে দুবড়া গ্রাম থেকে ঝাড়্গামে নিজের বাড়িতে যাওয়ার সময় মাঝ পথে দুষ্কৃতীরা গুলি করে খুন করেছিল। এদিনের শহিদ দিবস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়্গাম জেলা কোর কমিটির সদস্য প্রযুন ষড়ঙ্গী, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কার্যনিবাহী সভাপতি নির্মল ঘোষ, জামবনী ব্লক তৃণমুলের সভাপতি নিশিত মাহাত, বিনপুর এক ব্লকের ব্লক সভাপতি শ্যামল মাহাত সহ তৃণমুলের নেতা নেত্রীরা। এদিন ঝাড়্গাম জেলা তৃণমুলের কোর কমিটির সদস্য প্রযুন ষড়ঙ্গী বলেন, 'এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও শান্তি বজায় রেখে উন্নয়ন আটকে যেতে দিইনি। তৃণমুল হিংসার রাজনীতি করে না। আমরা হিংসার রাজনীতিকে বরদাস্ত করব না।

বুধবার রাজধানীতে খুঁটি পুজার আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

তেলাপোকার দুধ

অনেক দেশেই তেলাপোকা খাওয়া হয়। তেলাপোকার দুধ দিয়ে সকালেরনাস্তা? শুনেই অবাক হচ্ছেন। তবে ঘটনা কিন্তু সত্যি। তেলাপোকার দুধকে পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ পরবর্তী সুপারফুড হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

সম্প্রতি এক গবেষণায় জানা যাচ্ছে, তেলাপোকাদ্দর দুধ আপনার জন্য হতে পারে বিশেষ উপকারী কারণ এতে গুরুর দুধের চেয়েও অনেক বেশি শক্তি রয়েছে। রয়েছে অনেক বেশী অ্যামিনো অ্যাসিড।

তেলাপোকার পেট কেটে দুধ সংগ্রহ করার চিন্তা করাই প্রায় অসম্ভব।

যেমনটা সামাজিক মাধ্যমে অনেকেই বলতে শুরু করেছেন। প্যাট পার্কিন্স ট্যুইট করেছেন , প্লিজ , তেলাপোকার দুধ যেন বাস্তবে পরিরত না হয়।"

জেডি প্যান্টস মন্তব্য করেছেন , 'আমার ১৫ ফুটের মধ্যে কেউ যদি 'তেলাপোকার দুধের' কথা চিন্তাও করে তাহলে আমার এমন প্যানিক অ্যাটাক হবে যে সেটা (ভূমিকম্প মাপার) রিখটার স্কেলে দেখা যাবে।"

কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে এ নিয়ে যেসব চ্যাট চলছে , তার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, তেলাপোকার দুধ কিভাবে সংগ্রহ করা হয়?

এই দুধ সংগ্রহ করা হয় তেলাপোকার একটি বিশেষ জাত- প্যাসিফিক বিটল কররোচ থেকে। এই তেলাপোকা ডিম পাড়ে না। এরা বাচ্চা দেয় এবং এর দেহে দুধ তৈরি হয়। তবে এই দুধ তরল আকারে থাকে না। তই দুধ দোয়ানোর' কোন ব্যাপার থাকে না। বিজ্ঞানীরা তেলাপোকার পেট কেটে তার মধ্য থেকে স্ফটিক আকারে থাকা এই দুধ সংগ্রহের কথা বলছেন। তেলাপোকার দুধ নিয়ে গবেষণা করছে যেসব বিজ্ঞানী তাদের একজন হলেন ড. লিওনার্ড শ্যাভাজ।

তিনি জানাচ্ছেন, বাণিজ্যিকভাবে তেলাপোকার দুধ সংগ্রহ করতে হলে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, প্রতি ১০০ গ্রাম দুধের জন্য আপনাকে ১০০০ তেলাপোকা হত্যা করতে হবে।" তবে এই দুধ দিয়ে আইসক্রিম তৈরির মনেও আনবেন না, 'বলছেন তিনি।

বিশ্বের অনেক দেশেই খাদ্য হিসেবে তেলাপোকা বেশ জনপ্রিয়।

পূর্ব এশিয়ায় ভ্রমণে গিয়ে অনেকেই স্ট্রিট ফুড হিসেবে ভাজা তেলাপোকার স্বাদ নিয়েছেন।

চেখে দেখেছেন তেলাপোকার কাবাব।

তাই ভবিষ্যতে আপনার খাবার টেবিলে তেলাপোকার দুধ পরিবেশ করা হবে না, একথা হলফ করে বলা যায় না।

গ্রীষ্মে শরীর শীতল রাখবে অ্যালোভেরা পাঞ্চ

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের ভেষজশাস্ত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকা উদ্ভিদের নাম অ্যালোভেরা। পুষ্টিবিদদের মতে, অ্যালোভেরা এন্টিটক্সিডেন্টে ভরপুর। বিশেষ করে গ্রীষ্মে এই উদ্ভিদের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এই মৌসুমেই শরীরে সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি তাছাড়া শরীর শীতল রাখতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে এ উদ্ভিদ।

অ্যালোভেরা বা ঘৃতকুমারী একটি বহুজীবী ভেষজ উদ্ভিদ এবং দেখতে অনেকটা আনারস গাছেরমতো। এর পাতাগুলোপুরু, দুই পাশে কাঁটা এবং ভেতরে পিচ্ছিল শাঁস (জেল) থাকে।

আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় বহুলভাবে ব্যবহৃত হয় উদ্ভিতটি। ত্বকের ফুসকুড়ি, পোড়া ও খুশকি দূর করতে অ্যালোভেরা জেল লাগানো হয়। এছাড়াও জুস তৈরিতে, খাদ্যের পুষ্টিবর্ধন উৎপাদান হিসেবে ও ঘরবাড়ি সাজ সজ্জায় ব্যবহৃত হয় এ উদ্ভিদ।

এর জেল পান করলে পরিপাকক্রিয়া সহজ হয় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। শরীরের শক্তি যোগানসহ ওজনকে ঠিক রাখতে সাহায্য করে তা।

সুতরাং গ্রীষ্মকালে খেলাধুটো, মর্নিং ওয়ার্ক বা শরীরিক কসরতের সময় দেহকে ঠান্ডা রাখতে ও ক্লান্তি দূর করতে পান করতে পারেন বিভিন্ন ভেষজ সবজি মিশ্রিত এক গ্লাস অ্যালোভেরা পাঞ্চ (পাঁচমিশালি) । ঘরে বসে নিজে নিজে অ্যালোভেরা পাঞ্চ তৈরির সুবিধার্থে বাংলানিউজের পাঠকদের জন্য দেওয়া হলো তা প্রস্তুতের একটি কার্যকর রেসিপি।

উপাদান

শসা ১ টি লেবু ১ টিকমলা ১ টিসতেজ মিন্ট (পুদিনা)ডাব নারিকেলের জল ২৫০ মিলিমিটারঅ্যালোভেরা জুস ১৫০ মিলিলিটার মধু ৫ মিলিলিটার

প্রস্তুত পদ্ধতি১. ছোট ছোট টুকরায় শসা, কমলা, লেবু ও পুদিনা একত্র করে এর মধ্যে লেবুর রস ঢেলেদিন।

২. আলাদা একটি পাত্রে ডাবের জল, অ্যালোভেরা জুস ও মধুর মিশ্রণ তৈরি করুন।

৩. মিশ্রণটির সঙ্গে শসা, কমলালেবু ও পুদিনা একত্র করে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে গ্লাসে পরিবেশন করুন।

রঙ না করেই পাকা চুল কালো করবেন যেভাবে

চুলে হালকা পাকা ধরেছে? কিন্তু বয়সটা তো এখনও চুল পাকার মতো হয়নি। তা হলে উপায় ? এখন তো নানা ধরনের হেয়ার কালার পাওয়া যায়। প্রয়োজনে ব্যবহার করতেই পারেন।

যারা হেয়ার কালার ব্যবহার করতে চান না, তাদের কি পাকা চুল নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে বাকি জীবনটা। একেবারেই নয়। বাড়িতেই তৈরি করে নিন এক মিশ্রণ, যা নিয়মিত পান করলে পেতে পারেন উপকার।

সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এক খবর অনুযায়ী, এই 'মিরাক্কেল ড্রিঙ্ক' দিনে তিন থেকে চারবারএক চা চামচ করে খাওয়ার আগে খেতে হবে, মাস তিনেকেরজন্য। তা হলেই নাকি কেল্লা ফতে।

প্রতিবেদনেই বলা হয়েছে, কীভাবে তৈরি করতে হবে চুল কালো রাখার সেই মিরাকেল ড্রিঙ্ক'—

উপকরণ

৫ টি পাতিলেবু, ৫ টি রসুন কোয়া (ছাড়ানো), ১ কাপ মধু, ১ কাপ ফ্ল্যাক্স সিডের তেল।

পদ্ধতি

সব কিছু এক সঙ্গে ব্লেন্ডারে দিয়ে দিন। লেবুর ছাল না ছাড়ালেও অসুবিধা নেই। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলে তা একটি কাচের জারে ঢেলে রাখুন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী , যারা এই মিশ্রণ ব্যবহার করেছেন, তারা উপকার পেয়েছেন। তাদের মতে, শুধু কালো চুলই নয়, মিশ্রণ খাওয়ার ফলে তাদের দৃষ্টিশক্তিও ভাল হয়েছে বলে জানাগিয়েছে।

নভোচারীকে প্রশিক্ষণ দেবে অ্যাপ

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসার সঙ্গে মিলে স্পেস নেশন নেভিগেটর সাধারণ মানুষের মহাকাশ ভ্রমণের স্বপ্ন পূরণ করতে এনেছে নভোচারী প্রশিক্ষণ অ্যাপ।অ্যাপটি তৈরি করেছে স্পেস নেশন। অ্যাপটিকে 'বিশ্বের প্রথম নভোচারী প্রশিক্ষণ অ্যাপ' হিসেবে দাবি করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি।

অ্যাপটিতে মিনি গেম, কুইজ, ফিটনেস চ্যালেঞ্জ এবং ন্যারোটিভ অ্যাডভেঞ্চারের মাধ্যমে গ্রাহককে নভোচারীদের মৌলিক কৌশলগুলো শেখানো হবে বলে প্রতিবেদনে জানিয়েছে ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড মিরর। 'স্পেস নেশন অ্যাস্ট্রোনট প্রোগ্রাম' এর প্রথম ধাপ হিসেবেও দেখা হচ্ছে স্পেস নেশন নেভিগেটর অধ্যাপক। বৈশ্বিক এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একজন বিজ্ঞানী মহাকাশ ভ্রমণের সুযোগ পাবেন। ১২ এপ্রিল বিশ্বজুড়ে বিনামূল্যের অ্যাপটি উন্মুক্ত করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি। ১৯৬১ সালে মহাকাশ ভ্রমণকারী প্রথম মানব হলেন ইউরি গ্যাগারিন। ওই অর্জনের বর্ষপূর্তির দিনেই নতুন নভোচারী প্রশিক্ষণ অ্যাপটি উন্মোচন করা হয়।

স্পেস নেশন প্রধান কেল ভাহা জাকোলা বলেন, 'স্পেস নেশন নেভিগেটরের উন্মোচন অ্যাপ ব্যবহারকারীদের মহাকাশ গণতন্ত্রের কেন্দ্রে নিয়ে আসছে।' শুনতে যতটা উন্মাদনা মনে হয় তেমনি অ্যাপটি ডাউনলোড করা আপনার মহাকাশ যাত্রার প্রথম ধাপ হতে পারে।'গুগল প্লে স্টোর থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে স্পেস নেশন নেভিগেটর অ্যাপ। শিগগিরই অ্যাপ স্টোরেও আনা হবে এটি।

গালিগালাজ স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো

স্কুল-কলেজ, বাসাবাড়ি বা অফিসেই কেউ যদি অতি মানসিক চাপে গালি দেয়, তাহলে তো আর কথাই নেই। ঘটে যায় মস্ত বড় কেলেঙ্কারি। তবে গবেষণা বলছে ভিন্ন কথা। গবেষকদের দাবি গালিগালাজই কমাতে পারে মানসিক চাপ, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

একাধিক মার্কিন গবেষণায় প্রমাণ মিলেছে মানসিক চাপ, অবসাদ, মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনা কমানোর ক্ষেত্রে গালিগালাজ খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এই ধারণার সঙ্গে একমত ব্রিটিশ গবেষক এবং মনোবিজ্ঞানীরাও।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক ও ফলিত ভাষাতত্ত্ব অধ্যাপক ড. কিরিকুস অ্যান্টনিও জানান, গালিগালাজ আসলে মন থেকে রাগ, ক্ষোভ বের করে মানসিক চাপ কাটানোর সহজ উপায়।

অ্যান্টনিওর মতে, যেসব মানুষ উত্তেজিত হলেও গালিগালাজ দিতে পারেন না বা দেন না, তাদের মধ্যে মানসিক অবসাদ উচ্চরক্তচাপ, নানা স্নায়বিক সমস্যা দেখা যায়। শুধু তাই নয়, কখনো এসব ব্যক্তিদের মধ্যে দ্বৈত ব্যক্তিত্বের সমস্যাও দেখা যায়। তুলনায় যারা সহজে গালাগাল দিয়ে চাপমুক্ত হন তারা অনেক বেশি সুস্থ থাকেন। তাই মার্কিন গবেষক এবং মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মাত্রাতিরিক্ত মানসিক চাপ, অবসাদ, ক্ষোভ কাটাতে প্রয়োজনে একান্তে গালিগালাজ দেয়া ভালো। তবে স্থান কাল পাত্র সম্পর্কে অবশ্যই খেয়াল রাখা দরকার।

১০০ বছর টিকবে পারমাণবিক ব্যাটারি

১০০ বছর টিকে থাকবে এমন ব্যাটারি তৈরি করেছেন রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা। অবিশ্বাস্য এ ব্যাটারি দিয়ে হৃদরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত পেসমেকার থেকে শুরু করে মঙ্গলগ্রহের মিশনে মহাকাশযান পর্যন্ত সবকিছুতে ব্যবহার করা যাবে। ব্যাটারিটি পারমাণবিক শক্তি দ্বারা নির্মিত এবং প্রচলিত ব্যাটারিগুলোর চেয়ে ১০ গুণ শক্তিশালী।শটকি ডায়োড হিসেবে পরিচিত হীরের তৈরি সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে ব্যাটারিটি তৈরি করা হয়েছে। শটকি ডায়োড একটি রেডিওঅ্যাকটিভ রাসায়নিক যা ব্যাটারির প্রধান জ্বালানি।বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন, স্থায়ী পেসমেকার থেকে শুরু করে মহাকাশ অভিযানেও এটা ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে বলে জানিয়েছেন তারা। ব্যাটারিটিতে ইলেক্টন ও পজিট্রন এই দুই ধরনের রেডিয়েশন ব্যবহার করা হয়েছে।তাই কোনো ক্ষতি ছাড়াই মানব শরীরের ভেতরেও এটি রাখা যাবে। ব্যাটারি গবেষণা প্রকল্পের পরিচালক মস্কোর টেকনোলজিক্যাল ইন্সটিটিউট ফর সুপারহার্ড অ্যান্ড কার্বন ম্যাটেরিয়ালসের অধ্যাপক ভ্লাদিমির ব্ল্যাঙ্ক বলেন, ব্যাটারি ব্যবহারে এরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফলাফল পাওয়া গেছে এবং এটা এখন চিকিৎসা ও মহাকাশে প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা যাবে।

গণপতির প্লাস্টিক সার্জারি

দেবশ্রী মজুমদার: গণ" ও "পতি" শব্দদুটির মিলনের মাধ্যমে এই শব্দটির উতপত্তি। এখানে "গণ" শব্দের অর্থ গোষ্ঠী এবং "পতি" শব্দের অর্থ শাসক বা প্রভু। আবার গণ শব্দের অর্থ গোষ্ঠী বা জন গণ। আর ঈশ শব্দের অর্থ ঈশ্বর। ঈশ্বর যেহেতু মঙ্গলময়, তাঁর নামের বুতপত্তিগত অর্থ দাঁড়ায় "যিনি জনগণের মঙ্গল সাধন করেন"। গণপতি শব্দটির উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব ২য় সহস্রাব্দে রচিত ঋগ্বেদ গ্রন্থের ২য় মণ্ডলের ২৩ সূক্তের ১ম শ্লোকে।যিনি খর্বাকৃতি, স্থুল শরীর, লম্বোদর, গজেন্দ্র বদন অথচ সুন্দর। যাঁর বদন হইতে নিঃসৃত মদগন্ধে প্রলুব্ধ ভ্রমর সমূহের দ্বারা যাঁর গণ্ডস্থল ব্যাকুলিত। যিনি দন্তাঘাতে শত্রুর দেহ বিদারিত করিয়া তাহার দন্ত দ্বারা নিজের দেহে সিন্দুরের শোভা ধারণ করিয়াছেন, সেই পার্বতীপুত্র সিদ্ধিদাতা গণপতিকে প্রনাম করি। এই গণপতির জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে অনেক মতান্তর আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ-এর কাহিনি অনুসারে, গণেশের জন্ম হয়েছিল অন্যভাবে। শিব ও পার্বতী পুত্রলাভের আশায় বর্ষব্যাপী পুণ্যক ব্রত ও বিষ্ণুপূজা করেছিলেন। এই ব্রতে তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু বলেছিলেন, তিনি প্রতি কল্পে পার্বতীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হবেন। এরপর পার্বতীর গর্ভে এক পুত্রের জন্ম হয়। সকল দেবদেবী তাঁর জন্ম উপলক্ষে উতসবে মেতে ওঠেন। সব দেবদেবী আমন্ত্রণ পেয়ে উতসবে হাজির হন। তাঁদের মধ্যে সূর্যের পুত্র শনি শিশুটির দিকে তাকাতে ইতস্তত করেন। কারণ তিনি জানতেন, তাঁর দৃষ্টি অমঙ্গলজনক। কিন্তু পার্বতীর পীড়াপীড়িতে শনি শিশুটির দিকে তাকাতে বাধ্য হন।মুহূর্তের মধ্যে শিশুর মস্তক ছিন্ন হয়ে গোলোকে চলে যায়। শিব ও পার্বতী এতে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লে বিষ্ণু গরুড়ের পিঠে চড়ে পুষ্পভদ্র নদীর তীরে এসে উপস্থিত হন। সেখান থেকে তিনি একটি হস্তিশিশুর মাথা নিয়ে ফিরে আসেন। এরপর পার্বতীর শিশুর মুণ্ডহীন দেহে সেই হাতির মাথাটি বসিয়ে তার প্রাণ ফিরিয়ে আনা হয়। এই শিশুর নাম রাখা হয় গণেশ এবং দেবতারা তাঁকে আশীর্বাদ করেন। আর এটাই নাকি স্বর্গলোকের প্রথম প্লাস্টিক সার্জারি! ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ-এর কাহিনি অনুসারে, গণেশের জন্ম হয়েছিল অন্যভাবে। শিব ও পার্বতী পুত্রলাভের আশায় বর্ষব্যাপী পুণ্যক ব্রত ও বিষ্ণুপূজা করেছিলেন।এই ব্রতে তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু বলেছিলেন, তিনি প্রতি কল্পে পার্বতীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হবেন। এরপর পার্বতীর গর্ভে এক পুত্রের জন্ম হয়। সকল দেবদেবী তাঁর জন্ম উপলক্ষে উতসবে মেতে ওঠেন। যদিও সূর্যের পুত্র শনি শিশুটির দিকে তাকাতে ইতস্তত করেন। কারণ শনির দৃষ্টি অমঙ্গলজনক। কিন্তু পার্বতীর পীড়াপীড়িতে শনি শিশুটির দিকে তাকাতে বাধ্য হন। মুহূর্তের মধ্যে শিশুর মস্তক ছিন্ন হয়ে গোলোকে চলে যায়।শিব ও পার্বতী এতে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লে বিষ্ণু গরুড়ের পিঠে চড়ে পুষ্পভদ্র নদীর তীরে এসে উপস্থিত হন। সেখান থেকে তিনি একটি হস্তিশিশুর মাথা নিয়ে ফিরে আসেন। এরপর পার্বতীর শিশুর মুণ্ডহীন দেহে সেই হাতির মাথাটি বসিয়ে তার প্রাণ ফিরিয়ে আনা হয়। এই শিশুর নাম রাখা হয় গণেশ এবং দেবতারা তাঁকে আশীর্বাদ করেন।

"তেরি মেরি কাহানি" অসাধারণ গেয়েছেন রানু: হিমেশ রেশমিয়া

হিমেশ রেশমিয়া তাঁর ফ্যানেদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। কারণটা অবশ্যই ইন্টারনেট সেনসেশন রানু মন্ডল। তাঁর পরবর্তী ছবি "হ্যাপি হার্ডি অ্যান্ড হীর" এর জন্য রানু মন্ডলের সঙ্গে গান রেকর্ডিং করেছেন হিমেশ। রানাঘাট স্টেশনের বাইরে গান গেয়ে ভাইরাল হয়েছিলেন রানু। তারপরে সোনি টিভির রিয়ালিটি শো সুপারস্টার সিঙ্গারে রানুকে দিয়ে গান গাওয়ানোর কথা বলেছিলেন হিমেশ।ইনস্টাগ্রাম অ্যাকউন্টে সেই রেকর্ডিং ভিডিওর টিজার দিয়েছিলেন গায়ক, যেখানে অভিনেতা-গায়ক-কম্পোজার হিমেশ রেশমিয়াকে গান রেকর্ডিং করাচ্ছেন। তেরি মেরি কাহানি ছবির টাইটেল ট্র্যাক, বলার অপেক্ষা রাখে না ছবির দৃশ্যের সঙ্গে রানুর গলা অসম্ভব সুন্দরভাবে মানানসই হবে।সেই ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করে হিমেশ বলছেন, "আমার মনে হয়েছে রানুর গলা সুমধুর। আজকে গানের রেকর্ডিং শেষ হল।

তেরি মেরি কাহানি অসাধারণ গেয়েছেন রানু। ওনার গলা শুনে দর্শক বাকরুদ্ধ হবেন।" ভিডিও ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, "ধন্যবাদ রানুজিকে এতটা ভালবাসা দেওয়ার জন্য"।এই মহিলাই অনায়াসে গেয়ে ফেলেন "পন্না কি তমান্না হ্যায় কে হীরা মুঝে মিল যায়ে" ও 'ইক প্যায়ার কা নগমা হ্যায়"-র মতো হাজার একটা লতার গাওয়া গান। বয়স হয়ে গেছে, তবুও ভুলে যাননি গানের কথা। তাঁর এই প্রতিভাই আজ তাঁকে স্বপ্ন নগরীতে পৌঁছে দিয়েছে। একমাসে আগের ভাইরাল ভিডিওর ভিউয়ার সংখ্যা ১ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গিয়েছে।তাঁর গানের গলাতেই অভিভূত হয়ে তাঁকে নিজের ছবিতে প্লে ব্যাক করার কথা বলেন হিমেশ রেশমিয়া। সোনিয়া মানের সঙ্গে "হ্যাপি হার্ডি অ্যান্ড হীর" ছবিতে অভিনয় করছেন গায়ক। সামনের মাসেই মুক্তি পাচ্ছে এই রোমান্টিক কমেডি।

বিপুল সম্পত্তি অমিতাভের মৃত্যুর পর কতটা পাবেন ছেলে এবং মেয়ে?

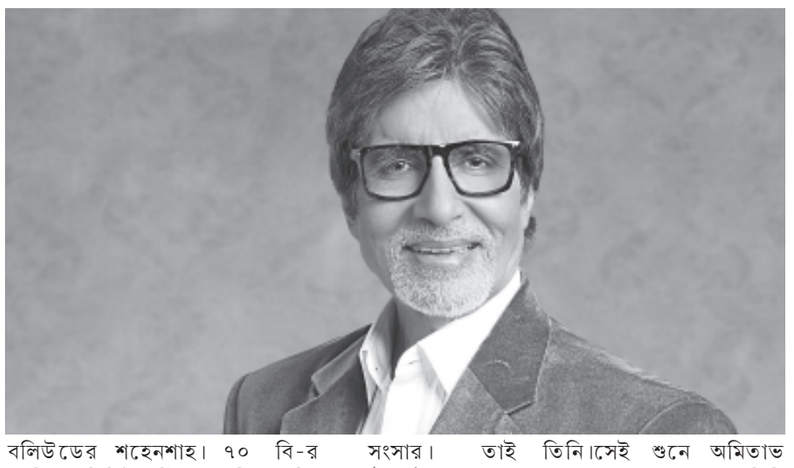

বলিউডের শহেনশাহ। ৭০ পেরিয়েও তিনি ইন্ডাস্ট্রির অ্যাঙ্গরি ইয়ং ম্যান। সেই অমিতাভ বচ্চনের সম্পত্তিও প্রচুর। মুম্বই শহরে বাংলো থেকে শুরু করে দুবাইতেও রয়েছে তাদের বাড়ি। এতো গেল বাড়ির কথা।এছাড়াও আরও নানা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিরয়েছে তাঁর যার মোট পরিমাণ ৪৭৫ কোটি।অমিতাভের সঙ্গে জুড়েছে স্ত্রী জয়ার রোজগারও। তিনিও রাজ্যসভার সাংসদ। সব মিলে দেশের অন্যতম ধনীদের তালিকায় যে অমিতাভ-জয়ার নাম থাকতে, তাতে আর সন্দেহ কী!এই বিপুল সম্পত্তি দুই সন্তানের মধ্যে কীভাবে ভাগ করবেন বিগ বি, তাই জানা গেল।ছেলে-বউমাকে নিয়ে বিগ বি-র সংসার। তাই অভিষেক-ঐশ্বর্যও সবসময় দেখভাল করেন শ্বশুর-শাশুড়ির। সেক্ষেত্রে কী ছেলে-বউমা একটু বেশি সম্পত্তির অধিকারী? যা জানালেন অমিতাভ।কিন্তু কিভাবে জানা গেল সম্পত্তি নিয়ে অমিতাভের এই গোপন কথা? জনপ্রিয় শো কৌন বনেগা করোরপতিতে নিজেই জানিয়েছেন অমিতাভ। সেখানে সিদ্ধুতাই সাকপাল নামে এক প্রতিযোগী এসেছিলেন। তিনি অনাথ আশ্রম চালান। সেখানে বেশি সংখ্যক মেয়েরা থাকে।তার কারণ হিসেবে তিনি জানান যে মেয়েদের বেশি নিরাপত্তা প্রয়োজন। তাই তাদের আশ্রয় দেন তিনি।সেই শুনে অমিতাভ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তিনি তখন নিজের ছেলে-মেয়ের কথা বলেন। তিনি বলেন যে দু"জনেই তার সন্তান। দু"জনের সমান অধিকার রয়েছে তাঁর প্রতি। এবং অভিষেক ও স্বেতাকে একই নজরে দেখে তিনি।ভারতীয় সমাজে ছেলেদের যেভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, তাদের বাড়িতে তেমন কিছু নেই। তাই তো...নিজের সম্পত্তিও ছেলে-মেয়ের মধ্যে সমানভাবে সম্পত্তি ভাগ করে দেবেন বিগ বি। এই রিয়ালিটি শোয়ের মঞ্চেই অমিতাভ জানিয়েছেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে অভিষেক ও স্বেতার মধ্যে।

এক প্রযোজক বলেছিল, আমি নায়িকা হওয়ার যোগ্য নই: বিদ্যা বালন

মহানগর ওয়েবডেস্ক: বিদ্যা বালনের কেরিয়ার কার্যত বয়ে গিয়েছে নাগরদলার মতো। বলিউডে এসেই সাক্সেস পেয়ে যাননি বিদ্যা বালন। কিন্তু তাঁর প্রথম সিনেমাই ছিল বলিউডে জনপ্রিয়। ২০০৫ সালে "পরিণীতা" সিনেমার মাধ্যমে সাক্সেস পান বিদ্যা বালন। কিন্তু তারপরে নানা টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে বিদ্যার কেরিয়ার। এই বিষয়ে বিদ্যা এক সাক্ষাতকারে জানিয়েছেন, "আমি প্রথমে দক্ষিণী সিনেমাতে যাই। কিন্তু আমাকে সকলেই বাতিল করে দেয়। প্রচুর মালালায়ম সিনেমার কাজের সুযোগ ছিল আমার। কিন্তু আমাকে বারেবারে বাদ দেওয়া হত, একটি তামিল সিনেমাতে কাজ করছিলাম কিন্তু আমার মনে আছে হঠাত করেই বার করে দেওয়া হয় আমাকে। আমার বাবা-মা এসেছিল দেখা করতে কারণ তাঁরা চিন্তিত ছিল। খুবই খারাপ লাগে আমার। তখন আমি প্রযোজকের অফিসে যাই, তখন প্রযোজক আমার ছবি দেখিয়ে বলেন। তোমাকে কী কোনও অংশে নায়িকাদের মতো দেখতে। তিনি এও জানান, "আমাকে তাঁর পছন্দই ছিল না। শুধুমাত্র পরিচালকের ইচ্ছাতে শ্যুটিং নিয়েছিলেন। আমার বাবা চেয়েছিল প্রযোজকের সঙ্গে কথা বলতে। কারণ আমার কোনও ভুল ছিল না।"বিদ্যা আরও জানান, "আমার খুবই খারাপ লাগে তখন, লজ্জাতে মুখ লাল হয়ে যায়। চার-মাস কোনও কাজ করিনি, নিজের মুখ দেখতাম আইনাতে। ভাবতাম খুব খারাপ দেখতে আমাকে। ওই মানুষটাকে কোনওদিন ভুলিনি, তবে আজ তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। তাঁর জন্যই নিজেকে ভালোবাসতে শিখেছিলাম।"বিদ্যা আরও জানান, "এছাড়াও আরও একটা তামিল সিনেমা ছিল, আমাকে শ্যুটিং করতে ডেকেও ছিল। তখন ফোনে ফোনে ডিলিং হত। চেন্নাই পৌছে যাই শ্যুটিং করতে, কিন্তু গল্পটা আমার পছন্দ হয় নি। তাই শ্যুটিং বন্ধ করে দিই। কিন্তু কোনও খাতায় কলমে কথা না হলেও তাঁরা আমাকে আইনি নোটিশ পাই।" বিদ্যাকে দেখা গিয়েছে অক্ষয় কুমার অভিনীত "মিশন মঙ্গল" সিনেমাতে।

বয়ফ্রেন্ড অ্যান্ড্রিউয়ের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন ইলিয়ানা!

কিছুদিন আগেই বন্ধুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন তিনি। একে অপরের সঙ্গে ছবিও পোস্ট করেন। কিন্তু এরপরেই ঘটল অঘটন। জন্মদিনের একমাস পরেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসলেন ইলিয়ানা। সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেত্রী এমন একটি পোস্ট শেয়ার করলেন যা দেখে বলিউডের একাংশরই মনে প্রশ্ন উঠছে। অ্যান্ডিউয়ের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে বেরিয়ে আসলেন ইলিয়ানা ডি"ক্রুজ। একে অপরের মুখ দেখতেও পছন্দ করেন না তাঁরা। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়ায় একে অপরকে আনফলো করে দিয়েছেন ইলিয়ানা-অ্যান্ড্রিজ। কিন্তু কেন এমনটা হল সেই বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।২০১৭ সালে অ্যান্ড্রিউয়ের সঙ্গে অভিনেত্রীর নাম শোনা গিয়েছিল। তাছাড়াও প্রাক্তন বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে সব অনুষ্ঠানেই যাতায়াত ছিল ইলিয়ানার। তাছাড়াও দুজনে একসঙ্গে সংসার পেতে ছিলেন এবং অ্যান্ডিউজকে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের "স্বামী" বলে পরিচয় দেন। তবে দুজনের সম্পর্ক আর আগের মতো নেই। জানা গিয়েছে, একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করেন না ইলিয়ানা-অ্যান্ড্রিউ।পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়েছে যে নতুন করে সম্পর্ক জোড়া লাগানোর কোনও সম্ভাবনা নেই। "বাদশাহো"-র শ্যুটিংয়ের সময় অভিনেত্রীর নাম অজয় দেবগণের সঙ্গে শোনা যায়। কিন্তু সেই খবরকে গুজব বলেই উরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ইলিয়ানা নাকি মা হচ্ছেন সেই খবরও শোনা গিয়েছিল। তবে দুজনের বিচ্ছেদে যেন মেতে নিতে পারছেন না তাঁদের অনুরাগীরা।অ্যান্ড্রিউয়ের সঙ্গে সমস্ত ছবি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে মুছে ফেলেছেন অভিনেত্রী। এমনকি জন্মদিনের শুভেচ্ছা বার্তার পোস্টটিও ডিলিট করে দিয়েছেন। ফলে অস্ট্রেলিয়ান বন্ধুর সঙ্গে ইলিয়ানার সম্পর্কে ইতি ঘটল এমনটা বলা যেতে পারে। যদিও ইলিয়ানা বা অ্যান্ড্রিউ কেউই এই বিষয়ে মুখ খোলেননি।

বুধবার রাজধানীতে স্টেট ল্যাভেল ক্যুইজ প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী মঞ্চে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

তন্ত্রসাধনা করতে দুর্গাপুরে কিশোরীকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, ধৃত ৩

দুর্গাপুর, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : কৌশিকি আমাবস্যায় কিশোরীকে বসিয়ে তন্ত্রসাধনা করতে মোটা টাকা ও সোনার গহনার টোপ দিয়ে ফুঁসলিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগ। এলাকাবাসীর তৎপরতায় ধরা পড়ল এক মহিলাসহ তিনজন। অভিযুক্তদের ঠাঁই হল শ্রীঘরে। মঙ্গলবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরের অঙ্গদপুরে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম সমীর বিশ্বাস দুর্গাপুর বীরভান পুরের বাসিন্দা। নারয়ন বিশ্বাস ও জোৎস্না বিশ্বাস নদীয়ার বাসিন্দা। বুধবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন খারিজ করে দেন। ধৃত সমীর বিশ্বাস ও নারায়ন বিশ্বাস দুজনের ৭ দিনের পুলিশ হেপাজত। জোৎস্না বিশ্বাসের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

ঘটনায় জানা গেছে, আক্রান্ত কিশোরী দুর্গাপুরে অঙ্গদপুর বাউরীপাড়ার বাসিন্দা। দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে অস্থায়ী শ্রমিক। অভিযোগ গত মাস দেড়েক ধরে তাকে নানান প্রলোভন দেওয়া হত। মঙ্গলবার রাত্রে অভিযুক্ত সমীর বিশ্বাস, নারায়ন বিশ্বাস ও জোৎস্না বিশ্বাস সটান তার বাড়ীতে পৌঁছায়। কিশোরীর পরিবারের অভিযোগ,' মন্দিরে নিয়ে গিয়ে পুজো করবে বলছিল। তারজন্য ৭-৮ ভরি সোনার গহনা ও ৯-১০ লক্ষ টাকা দেব বলছিল।

কিন্তু টাকার টোপ আর তাদের কথাবার্তা সন্দেহ হয়। বলেছিল ৬ ফুট লম্বা মেয়ে দরকার পুজোয়। স্নান করিয়ে, গলায় লাল ধাগা পরিয়ে সাধনা করব বলছিল।

তাতেই ধারনা হয়, তাহলে আমবস্যায় নরবলি দিতে পারে। কিম্বা কোথাও পাচার করে দিতে পারে। তাই আশপাশের লোকজনদের ডাকাডাকি শুরু করি। পাড়ার লোকজন এসে তাদের ক্লাবঘরে আটকে রাখে।' খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোকওভেন থানার পুলিশ। অভিযুক্ত তিনজনকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পরে কিশোরীর অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ। বুধবার ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন খারিজ করে পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, আদালতে রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। তাদের জেরা করে জানা হবে কি উদ্দেশ্য ছিল।'

গুয়াহাটির প্রকাশ্য রাজপথে ৪০ লক্ষ টাকা ছিনতাই কাণ্ডে ধৃত চার

গুয়াহাটি, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : মঙ্গলবার দিনদুপুরে ফ্যান্সিবাজারে একটি ব্যাংকে সামনে ৪০ লক্ষ টাকা ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করেছে পানবাজার পুলিশ। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী ধৃতদের নাম যথাক্রমে বলরাম কলিতা, ভবেশ কলিতা, তাপস ঘোষ এবং জাকিফর রহমান।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার বেলা প্রায় সোয়া এগারোটা নাগাদ ফ্যান্সিবাজার এলাকায় ফেডারেল ব্যাংকের সামনে সংগঠিত হয়েছিল এই ঘটনা। এমএস ভিজুয়াল সিকিউরাস লিমিটেড নামের এক এজেন্সির দুই কর্মচারীকে নিয়ে এএস ০১ ডিসি ৩৮৫৫ নম্বরের মারুতি ভ্যান নিয়ে তার চালক গিয়েছিলেন ফেডারেল ব্যাংকের শিলপুখুরি শাখায়। সেখান থেকে ৪০ লক্ষ টাকা তুলে এরা আসেন ফ্যান্সিবাজার ফেডারেল ব্যাংক শাখায়। এই শাখা থেকে নগদ আরও ৮০ লক্ষ টাকা তুলে কর্মচারীরা তাদের গাড়িতে আসেন। সে সময় দুই পালসার বাইকে চড়ে চার দুর্বৃত্তের দল শিলপুখুরি শাখা থেকে নিয়ে আসা ৪০ লক্ষ টাকার ব্যাগটি ছিনতাই করে ফেরার হয়ে যায়। প্রসঙ্গত, ৪০ লক্ষ টাকার ব্যাগটি ছিল গাড়ির চালক বলরাম কলিতার হাতে। দুই কর্মচারী ব্যাংকে ঢুকলেও তিনি গাড়িতেই ছিলেন। ছিনতাইয়ের গোটা ঘটনা সিসি ক্যামেরায় বন্দি হয়ে যায়।

ছুটে আসে পুলিশের দল। আসেন গুয়াহাটির পুলিশ কমিশনার দীপক কুমার এবং অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার দেবরাজ উপাধ্যায়। তাঁরা সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে পরীক্ষী-নিরীক্ষা চালান। ইত্যবসরে ভ্যানের চালক-সহ দুই কর্মচারীকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। গতকালই পুলিশ কমিশনার সন্দেহ ব্যক্ত করে বলেছিলেন, প্রাথমিক তদন্তে এ ঘটনার সঙ্গে এজেন্সির কর্মচারী জড়িত রয়েছে। সে অনুযায়ী আজ যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মধ্যে দুই কর্মচারীও রয়েছে। তারা মারুতি ভ্যানের চালক বলরাম কলিতা এবং নিরাপত্তাকর্মী ভবেশ কলিতা।

এদিকে আজ বিকেলে চার অভিযুক্তকে বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করেছিল পুলিশ। আদালতে আবেদন জানিয়ে পুলিশ তাদের হেফাজতে নিয়েছে।

তৃণমূল আড়াইশো আসন নিয়ে তৃতীয়বার সরকার গঠন করবে, দাবি অভিষেকের

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি.স) : ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল আড়াইশো আসন নিয়ে তৃতীয়বার সরকার গঠন করবে বলে বুধবার দাবি করেন দলের যুব নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবেশে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, '২০১১তে নেত্রী স্লোগান দিয়েছিলেন, 'বদলা নয় বদল চাই'। সেদিন যদি বদলার রাজনীতি করতাম, তাহলে আজ যাঁরা বড় বড় কথা বলে বাজার গরম করছেন, তাঁদের টিকি পাওয়া যেত না'।

বিজেপি, সিপিএমের বিরুদ্ধে তোপ দেগে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ আরও বলেন, 'কিছু লোক অর্বাচীনের মতো কথা বলছে। তারা জানে না, নেত্রী নির্দেশ দিলে যুব তৃণমূল আর টিএমসিপিই তাদের জন্য যথেষ্ট। আগে আমাদের ডিফেন্স ভেদ করো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নামতে হবে না'।

সন্দেহ নেই দলের ছাত্র কর্মীদের মনোবল বাড়াতেই এ কথা বলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পর্যবেক্ষকদের মতে, লোকসভা ভোটে তৃণমূল ধাক্কা খাওয়ার পর এখন বহু কলেজেই এবিভিপি সংগঠন বাড়াচ্ছে। তাঁদের মতে, অভিষেক কৌশলে ছাত্রদের উদ্দেশে বার্তা দিতে চাইলেন, লোকসভা আর বিধানসভা এক নয়। একুশের ফল হবে অন্য।

যদিও যুব তৃণমূল সভাপতিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। রাজ্য বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু বলেন, 'লোকসভাতেও পিসি-ভাইপো মিলে সারা রাজ্য ঘুরে বিয়াল্লিশে বিয়াল্লিশ বলে চিৎকার করেছিলেন। জুটেছে ২২। বিধানসভাতেও তাই হবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যত আসন সংখ্যা বাড়িয়ে বলবেন, তত আসন কমবে'। সায়ন্তন বসু আরও বলেন, অর্জুন সিং আর সৌমিত্র খানকে আড়াই লাখ ভোটে হারাবেন বলেছিলেন অভিষেক। চ্যালেঞ্জ করে এও বলেছিলেন, নইলে রাজনীতি ছেড়ে দেবেন। এ সব হল ফাঁকা কলসীর আওয়াজ।

ভারতের জন্য আকাশসীমা বন্ধ করল পাকিস্তান : ৩১ আগস্ট পর্যন্ত বন্ধ থাকবে করাচির আকাশসীমা

করাচি, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : ফের ভারতের জন্য আকাশসীমা বন্ধ করল পাকিস্তান। বুধবার থেকে আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত করাচি এয়ারস্পেসের তিনটি রুট বন্ধ রাখা হবে বলে নোটিশ জারি করেছে পাকিস্তানের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। করাচির কাছে সোনমিয়ানি বিমানের টেস্ট রেঞ্জ থেকে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার জন্য গুলি চালানোর সম্ভাবনা থাকায় বিমানবাহিনীকে নোটিশ দিয়েছে এবং নৌ সতর্কতা জারি করেছে পাকিস্তান।

মঙ্গলবারই এই আকাশসীমা বন্ধ করার কথা ট্যুইট করে জানান পাকিস্তানের প্রযুক্তি মন্ত্রী ফাওয়াদ হুসেন। তিনি লেখেন, 'ভারতের জন্যে পাকিস্তানের আকাশপথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এর ফলে আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পূর্ণ মার খাবে। বিষয়টি নিয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলছে।' হুমকির সুরেই পাক মন্ত্রী বলেন, 'মোদী শুরু করেছেন, আমরা শেষ করব।' এরপর বুধবারই এই বিষয়ে নোটিশ জারি করল পাক সিভিল এভিয়েশন অথরিটি। করাচির এই তিনটি রুট এড়িয়ে চলতে সব আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাক সিভিল এভিয়েশন অথরিটির জারি করা নোটিশে অবশ্য আকাশসীমা বন্ধ করার কোনও কারণ উল্লেখ নেই।

বাঁকুড়ায় ভাতা বৃদ্ধির দাবীতে মিড ডে মিল কর্মীদের স্মারকলিপি জমা

বাঁকুড়া, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : ভাতা বৃদ্ধির দাবীতে জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দিল মিড ডে মিল কর্মীরা।এছাড়াও মিড ডে মিল এন জি ওর হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত বন্ধ করা সহ কয়েক দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দিল মিড ডে মিল কর্মীরা।

সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের উদ্যোগে এদিন এক মিছিল ও ডেপুটেশনের আয়োজন করা হয়।মিড ডে মিলের কর্মীরা মিছিল সহকারে জেলা শাসকের দফতরে সামনে এসে হাজির হয়।সেখানে তাদের দাবীর সমর্থনে বিক্ষোভ বক্তব্য পেশ করা হয়।ইউনিয়নের পক্ষে মুক্তা ব্যানার্জি, অপর্ণা বরাটের জানান যে বাজার করা থেকে রান্না, পরিবেশন,করে ছেলে মেয়েদের খাওয়ানো, পরিষ্কার করা, বাসন পত্র মাজা সমস্ত কাজ তাদের করতে হয়।এই হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে মাসান্তে সামান্য ভাতা জোটে তাদের, যা দিয়ে সংসার চালানো যায় না।হরিয়ানাতে দেওয়া হয় ৩৫০০ টাকা করলে দেওয়া হয় ৬৫০০ টাকা, পশ্চিমবঙ্গে সেই মতো পারিশ্রমিক দাবী করেন তারা।এছাড়াও তারা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন যে মিড ডে মিল তুলে দেওয়া ও এন জি ও র হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে।প্রতিটি স্কুলে রান্না ঘর ও খাওয়ার ঘর, শৌচাগার তৈরির দাবী জানান তারা।

বিধানসভার ঐতিহ্যের তথ্যভান্ডার ডিজিটাইজ হচ্ছে, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার ঐতিহ্যের তথ্যভান্ডারকে ডিজিটাইজ করা হচ্ছে। বুধবার বিধানসভায় এই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় অধিবেশনে বলেন, এই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। এই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মেদিনীপুরের পিছাবনী সেতুতে একটি স্মারক ও সংগ্রহশালা তৈরি হবে। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড স্মরণে কলকাতায় একটি স্মারক তৈরির জন্য বিধানসভায় প্রস্তাব গ্রহণের আবেদন করেন তিনি। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের ১০০ বছরপূর্তি স্মরণে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিধানসভায় ঐতিহ্যের তথ্যভান্ডারকে ডিজিটাইজ করলে পড়ুয়ারা সহজে অনেক ঐতিহ্যের কথা সহজে জানতে পারেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার অবদানের কথা তিনি বিশদে বলেন। মাতঙ্গিনী হাজরার কথা বলতে গিয়ে জানান, ইংরেজদের হুমকি উপেক্ষা করে উনি বলেছিলেন 'পিছোবিনি'। তা থেকেই জায়গাটার নাম পিছোবিনি। এ কারণেই ওখানে হবে সৌধ, সংগ্রহশালা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জলিয়ানওয়ালা বাগ, রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি ত্যাগ এই সব ঘটনা গোটা বিশ্বের কাছে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র থেকে চিত্তরঞ্জন দাস, কেবল স্বাধীনতা সংগ্রাম ছাড়াও রাজা রামমোহন রায়, নবজাগরণ বাংলা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। আন্দামানে সব থেকে বেশি বন্দী ছিলেন বাংলার মানুষ। তাঁরা দেশের জন্য নিজেদের জীবন ত্যাগ করেছেন। বাংলার মানুষ এই সব দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে আছেন। সেলুলার জেলের দুই তৃতীয়াংশ বন্দী ছিলেন বাংলার। এর পরেই পঞ্জাবীদের স্থান। বাংলা এবং পঞ্জাবের পারস্পরিক সম্পর্ক চিরকালীন।। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর 'জনগণমন অধিনায়ক-তে ঐক্যের মালার মত এনেছেন দেশের নানা অংশকে। তাতে শুরুতে রেখেছিলেন পঞ্জাবকে, শেষ করেন বাংলাকে দিয়ে। বাংলা অত্যাচারিত হলে পঞ্জাব এগিয়ে এসেছে। আবার পঞ্জাব অত্যাচারিত হলে বাংলা এগিয়ে এসেছে। অন্য রাজ্যগুলোও এ ভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ দেশের এই চরিত্র

ছয়ের পাতায়

‘ভগবানের চাকর’ মন্তব্যে কটাক্ষের শিকার রানাঘাটের রানু দি

কলকাতা,২৮ আগস্ট (হি.স.) : রেল স্টেশন থেকে সোজা মুম্বাই চোখের নিমেষে রাতারাতি সেলেব্রিটি হয়ে গেলেন রানাঘাটের রানু মন্ডলউকিন্তু সেলেব্রিটি হতে না হতেই মাটিতে পা পরছে না রানাঘাটের রানু দি-র উভবঘুরে রানু মন্ডলকে যারা সাহায্য করে মুম্বাই অব্দি পৌছে দিলেন সেই সাহায্যকারীদেরই ‘ভগবানের চাকর’ বলে মন্তব্যে করে সোশ্যাল মিডিয়ায় কটাক্ষের শিকার রানু মন্ডলউ

গত ২০ জুলাই রানাঘাট স্টেশনে লতাজির গাওয়া একটি গান গেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান রানু। গত একমাসে ভিউয়ারের সংখ্যা প্রায় কোটি ছুঁয়েছে।আর তারপরেই ভবঘুরে রানুর চলে গ্রুমিং সেকসনউআর স্টেশনে গান গাইতে গাইতে গাইতে ঘুরে বেড়ানো সেই রানুই মুম্বাইয়ে গিয়ে হিমেশ রেশমিয়ার সাথে গান রেকর্ড করে ফিরে এলেন কলকাতায়উকলকাতায় ফিরতেই ভোল বদলে গেল রাতারাতি সেলেব্রিটিরউসম্প্রতি একটি ভিডিওতে রানু মন্ডলকে প্রশ্ন করা হয় সাহায্যকারীরা কেমন সেই প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ‘ভগবানের দৌলতে যাচ্ছি। ওরা ভগবানের সারভেন্ট, চাকর। আমি ওদের সাহায্যে যাচ্ছি না। ভগবানের সাহায্যে যাচ্ছি। ওরা ভগবানের চাকর হয়ে যাচ্ছে’উ

আর সোশ্যাল মিডিয়ায় রানু মণ্ডলের এই ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার মাত্রই চরম কটাক্ষের শিকার হন রানাঘাটের রানু দিউকেউ বলেন,‘যে মানুষটা তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দিল, তাকেই কিনা চাকর বলে সম্বোধন করলেন রানু!’কেউ বলছেন হঠাৎ করে হাতে শোনা পেয়েছে বলে নিজেকে বিশাল কিছু মনে করছেউরানু মন্ডলের প্রতি যা শ্রদ্ধা তৈরী হয়েছিল তা ঘেন্নায় পরিনত হল’

”৮৩”-তে এবার বোমান ইরানি, ফারুখ ইঞ্জিনিয়ারের ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে

মুম্বই, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : পরিচালক কবীর খানের পরবর্তী ছবি (স্পোর্টস ড্রামা) ”৮৩”-তে এবার এলেন বোমান ইরানি। ‘৮৩’ ছবিতে তাঁকে দেখা যাবে প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনিং ব্যাটসম্যান এবং উইকেট কিপার ফারুখ ইঞ্জিনিয়ারের ভূমিকায়। ১৯৮৩-র ওয়ার্ল কাপে তিনিই ছিলেন একমাত্র ভারতীয় কমেন্টেটার।

বুধবার সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট ইনস্টাগ্রামে একথা ঘোষণা করলেন তারকা অভিনেতা রণবীর সিং। ”৮৩”-তে কপিল দেবের ভূমিকায় দেখা যাবে রণবীর সিং-কে।

এদিন ইনস্টাগ্রামে তিনটি ছবি পোস্ট করে রণবীর লিখেছেন, ’বোমান ইরানি হলেন আমার পরিচিত সবচেয়ে অসাধারণ ব্যক্তিত্বের একজন। আমার পরিচিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা তিনি।

তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। ক্রিকেটের মক্কা লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম বোমান ইরানির সঙ্গে আমরা।’ ১৯৮৩ সালে কিংবদন্তি ক্রিকেটার কপিল দেবের অধিনায়কত্ব ও নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-কে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত।

ভারতের সর্বপ্রথম বিশ্বকাপ জয়ের ধারাবিবরণীই উঠে আসবে কবীর খানের আগামী ছবি ”৮৩”-তে। ২০২০র ১০ এপ্রিল মুক্তি পেতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত ছবি ”৮৩”। মধু মানটেনা, বিষ্ণু ইন্দুরি এবং কবীর খান প্রযোজিত এবং রিলায়েন্স এন্টারটেনমেন্ট নিবেদিত এই ছবির শ্যুটিং চলছে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো শহরে।

বিধানসভার ঐতিহ্যের তথ্যভান্ডার ডিজিটাইজ হচ্ছে, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার ঐতিহ্যের তথ্যভান্ডারকে ডিজিটাইজ করা হচ্ছে। বুধবার বিধানসভায় এই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় অধিবেশনে বলেন, এই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। এই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মেদিনীপুরের পিছাবনী সেতুতে একটি স্মারক ও সংগ্রহশালা তৈরি হবে। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড স্মরণে কলকাতায় একটি স্মারক তৈরির জন্য বিধানসভায় প্রস্তাব গ্রহণের আবেদন করেন তিনি। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের ১০০ বছরপূর্তি স্মরণে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিধানসভায় ঐতিহ্যের তথ্যভান্ডারকে ডিজিটাইজ করলে পড়ুয়ারা সহজে অনেক ঐতিহ্যের কথা সহজে জানতে পারেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার অবদানের কথা তিনি বিশদে বলেন। মাতঙ্গিনী হাজরার কথা বলতে গিয়ে জানান, ইংরেজদের হুমকি উপেক্ষা করে উনি বলেছিলেন ‘পিছোবিনি’। তা থেকেই জায়গাটার নাম পিছোবিনি। এ কারণেই ওখানে হবে সৌধ, সংগ্রহশালা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জলিয়ানওয়ালা বাগ, রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি ত্যাগ এই সব ঘটনা গোটা বিশ্বের কাছে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র থেকে চিত্তরঞ্জন দাস, কেবল স্বাধীনতা সংগ্রাম ছাড়াও রাজা রামমোহন রায়, নবজাগরণ বাংলা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। আন্দামানে সব থেকে বেশি বন্দী ছিলেন বাংলার মানুষ। তাঁরা দেশের জন্য নিজেদের জীবন ত্যাগ করেছেন। বাংলার মানুষ এই সব দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে আছেন। সেলুলার জেলের দুই তৃতীয়াংশ বন্দী ছিলেন বাংলার। এর পরেই পঞ্জাবীদের স্থান। বাংলা এবং পঞ্জাবের পারস্পরিক সম্পর্ক চিরকালীন।। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর ‘জনগণমন অধিনায়ক-তে ঐক্যের মালার মত এনেছেন দেশের নানা অংশকে। তাতে শুরুতে রেখেছিলেন পঞ্জাবকে, শেষ করেন বাংলাকে দিয়ে। বাংলা অত্যাচারিত হলে পঞ্জাব এগিয়ে এসেছে। আবার পঞ্জাব অত্যাচারিত হলে বাংলা এগিয়ে এসেছে। অন্য রাজ্যগুলোও এ ভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ দেশের এই চরিত্র

ছয়ের পাতায়

বিধানসভার ঐতিহ্যের তথ্যভান্ডার ডিজিটাইজ হচ্ছে, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার ঐতিহ্যের তথ্যভান্ডারকে ডিজিটাইজ করা হচ্ছে। বুধবার বিধানসভায় এই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় অধিবেশনে বলেন, এই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। এই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মেদিনীপুরের পিছাবনী সেতুতে একটি স্মারক ও সংগ্রহশালা তৈরি হবে। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড স্মরণে কলকাতায় একটি স্মারক তৈরির জন্য বিধানসভায় প্রস্তাব গ্রহণের আবেদন করেন তিনি। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের ১০০ বছরপূর্তি স্মরণে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিধানসভায় ঐতিহ্যের তথ্যভান্ডারকে ডিজিটাইজ করলে পড়ুয়ারা সহজে অনেক ঐতিহ্যের কথা সহজে জানতে পারেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার অবদানের কথা তিনি বিশদে বলেন। মাতঙ্গিনী হাজরার কথা বলতে গিয়ে জানান, ইংরেজদের হুমকি উপেক্ষা করে উনি বলেছিলেন ‘পিছোবিনি’। তা থেকেই জায়গাটার নাম পিছোবিনি। এ কারণেই ওখানে হবে সৌধ, সংগ্রহশালা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জলিয়ানওয়ালা বাগ, রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি ত্যাগ এই সব ঘটনা গোটা বিশ্বের কাছে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র থেকে চিত্তরঞ্জন দাস, কেবল স্বাধীনতা সংগ্রাম ছাড়াও রাজা রামমোহন রায়, নবজাগরণ বাংলা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। আন্দামানে সব থেকে বেশি বন্দী ছিলেন বাংলার মানুষ। তাঁরা দেশের জন্য নিজেদের জীবন ত্যাগ করেছেন। বাংলার মানুষ এই সব দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে আছেন। সেলুলার জেলের দুই তৃতীয়াংশ বন্দী ছিলেন বাংলার। এর পরেই পঞ্জাবীদের স্থান। বাংলা এবং পঞ্জাবের পারস্পরিক সম্পর্ক চিরকালীন।। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর ‘জনগণমন অধিনায়ক-তে ঐক্যের মালার মত এনেছেন দেশের নানা অংশকে। তাতে শুরুতে রেখেছিলেন পঞ্জাবকে, শেষ করেন বাংলাকে দিয়ে। বাংলা অত্যাচারিত হলে পঞ্জাব এগিয়ে এসেছে। আবার পঞ্জাব অত্যাচারিত হলে বাংলা এগিয়ে এসেছে। অন্য রাজ্যগুলোও এ ভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ দেশের এই চরিত্র

খালি পিলি-তে ট্যাক্সি সফরে ঈশান-অনন্যা, প্রকাশ্যে এল ছবির ফার্স লুক

মুম্বই, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : প্রকাশ্যে এল পরিচালক আলি আব্বাস জাফরের পরবর্তী ছবি ”খালি পিলি”-র ফার্স লুক। এই ছবিতে জুটি হিসেবে দেখা যাবে ঈশান খট্টর এবং অনন্যা পান্ডেকে। বুধবার সেই ছবিরই ফার্স লুক প্রকাশ করলেন নির্মাতারা। ঈশান তাঁর ইনস্টাগ্রাম পেজ থেকে নিজেই শেয়ার করেছেন সেই পোস্টার। ফার্স লুকেই রয়েছে চমক। সিক্স প্যাক অ্যাবসে এই ছবিতে দেখা যাবে ঈশান খট্টরকে। মুখ্য দুই চরিত্রের একরাতের ট্যাক্সি সফরের কাহিনি নিয়ে এই ছবি। ছবিতে থাকছে মুম্বইয়ের প্রেক্ষাপট। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে এই ছবির শ্যুটিং। মুক্তি পাওয়ার কথা ২০২০ সালের ১২ জুন। তবে এবার আর পরিচালকের আসনে দেখা যাবে না আলি আব্বাস জাফরকে। ”জি স্টুডিওস” এবং হিমাংশু মেহরার সঙ্গে তিনি এই ছবির যৌথ প্রযোজক। ছবিটি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মকবুল খানের উপর।

অ্যাম্বুলেন্সের অপব্যবহার ঠেকাতে নয়া নির্দেশিকা

কলকাতা,২৮ আগস্ট (হি.স.): অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে বিতর্কের শেষ নেইউ অ্যাম্বুলেন্সের কারণে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিতর্কে জরায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষউ অনেকেই অভিযোগ তোলে সরকারি হাসপাতালে সঠিক ভাবে মেলেনা অ্যাম্বুলেন্সউ সঠিক সময়ে পাওয়া যায়না অ্যাম্বুলেন্সউতাই সেই সব অভিযোগ ঘোচাতে অপব্যবহার ঠেকাতে এবার নয়া নির্দেশিকা জারি করল এনআরএস মেডিক্যাল কলেজউ এবার থেকে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকবে অ্যাম্বুলেন্স শুধু মাত্র রোগীদের জন্য।

অনেক সময়েই অভিযোগ ওঠে হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স নাকি কাজে লাগানো হয় সরকারি আধিকারিকদের বাড়ি পৌছানো বাড়ি থেকে আনার ক্ষেত্রেউআবার এও অভিযোগ উঠেছিল সরকারি ফাইল স্বাস্থ্য দফতরে পাঠানো থেকে পে এন্ড একাউন্টস দফতরে সরকারি নথি পৌছে দেওয়া সব কাজেই লাগতো এই অ্যাম্বুলেন্সউ এরকম অভিযোগেই নড়ে চরে বসে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ উআর অন্য কোনও কাজে লাগানো যাবেনা অ্যাম্বুলেন্স। নির্দেশিকা অনুযায়ী শুধুমাত্র রোগীদের কাজেই ব্যবহার হবে অ্যাম্বুলেন্স। অন্য সময়ে এনআরএস-র জরুরি বিভাগের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকবে অ্যাম্বুলেন্স

বুধবার কৃষক বিভাগীয় কর্মচারী আয়োজিত সম্মেলনে বৃক্ষরোপন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

তিন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি.স): বুধবার সকালে তিন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ। খবর ছিল গোয়েন্দাদের কাছে। সতর্ক ছিল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের অ্যান্টি নারকোটিক সেল। তাদের হাতেই ধরা পড়ল তিন কুখ্যাত মাদক পাচারকারী। তাদের কাছে উদ্ধার হয়েছে ২১ কেজিরও বেশি গাঁজা ।

কলকাতা শহরকে মাদক মুক্ত করার জন্য বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা। শহরের সব প্রান্তে কড়া নজর রাখছে কলকাতা পুলিশের তদন্তকারীরা। শেষ কয়েক মাসে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর মাদক। কখনও এই শহরে ঢুকছে ইয়াবা, হেরোইন, কখনও চরস কিংবা গাঁজা। শেষ এক মাসে কলকাতা পুলিশ উদ্ধার করেছে প্রচুর ইয়াবা ট্যাবলেট। গতকালই স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বা এসটিএফ আট কোটি টাকার হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছে । গত মাসে গ্রেফতার করা হয়েছে বেশ কয়েকজন মাদক পাচারকারীকে। কিন্তু তার পরেও কলকাতা শহরে বন্ধ হয় নি মাদকের কারবার। সেই সূত্রেই গোয়েন্দাদের কাছে খবর আসে, কলকাতায় পাচার হতে পারে প্রচুর গাঁজা। ওড়িশা থেকে ওই গাঁজা পাচার হয় শহরে।

গাঁজা ছড়িয়ে দেওয়ার কথা ছিল হেস্টিংস, খিদিরপুর এবং বেহালা এলাকায়। হেস্টিংসে হাতবদল হওয়ার কথাও ছিল । সেইমতো নজরদারি চলে হেস্টিংস, খিদিরপুর বেহালা এলাকায়। শেষে বুধবার সকালে ৫ নম্বর সেন্ট জর্জ গেট রোড এলাকায় পাকড়াও করা হয় তিন জনকে। তাদের নাম গোপাল বিশ্বাস, শংকর জানা এবং জন জনসন। শংকরের বাড়ি ওড়িশার ভদ্রকের আশুড়িয়ায়। গোপাল বেহালার সরশুনা এলাকার বাসিন্দা। জন থাকে হেস্টিংসে। তাদের থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ২১ কেজি ৫৪৫ গ্রাম গাঁজা। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের গোয়েন্দারা।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে ভারতের নতুন রাষ্ট্রদূত পবন কাপুর

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে ভারতের নতুন রাষ্ট্রদূত করা হল পবন কাপুরকে। বুধবার প্রশাসনের তরফে এমনই ঘোষণা করা হয়েছে।

১৯৯০ ব্যাচের এই আইএফএস আধিকারিক সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রদূত নবদীপ সিং পুরীর স্থলাভিষিক্ত হতে চলেছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে ২০১৬ সালের অক্টোবর থেকে এই পদে ছিলেন নবদীপ সিং পুরী। বিদেশমন্ত্রকের তরফ থেকে জারি করা বিবৃতি অনুসারে পবন কাপুরকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে পরবর্তী রাষ্ট্রদূত করে পাঠানো হবে। এর আগে তিন বছর ইজারায়েলে ভারতের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং বিদেশমন্ত্রকের বিভিন্ন উচ্চপদে কাজ করেছিলেন। ২০১০ থেকে ২০১৩ সালে বিদেশমন্ত্রকের যুগ্মসচিব হিসেবে কাজ করে গিয়েছিলেন তিনি। এছাড়াও মস্কো, লন্ডন, জেনিভাতে ভারতীয় মিশনের সদস্য ছিলেন তিনি।

৭২টি অত্যাধুনিক গাড়ি কিনল কলকাতা পুলিশ

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি.স): অপরাধ দমনে ৭২টি অত্যাধুনিক নতুন গাড়ি কিনল কলকাতা পুলিশ। কয়েক কোটি টাকার বিনিময়ে ৭২টি টিইউভি গাড়ি কিনল কলকাতা পুলিশ । আগামীকাল বৃহস্পতিবার যার মধ্যে ৫৬টি গাড়ির উদ্বোধন হতে চলেছে। উদ্বোধন করবেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা । এরপর ধীরে ধীরে বাকি গাড়িগুলোও চলে আসবে কলকাতা পুলিশের কাছে ।

কলকাতা পুলিশের এক কর্তা বুধবার জানান, প্রথম ধাপে যে ৫৬টি গাড়ির উদ্বোধন হবে, তারমধ্যে কয়েকটি তুলে দেওয়া হবে হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড ও রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াডের হাতে । এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছনোর সময় আরও কমাতেই, আগে এই দুটি বিভাগের হাতে গাড়িগুলো তুলে দেওয়া হবে । এছাড়া ৫টি গাড়ি দেওয়া হবে ট্রাফিক বিভাগকে । কয়েকজন ডিভিশনাল ডিসিকেও দেওয়া হবে এই অত্যাধুনিক গাড়ি । এরপর ধীরে ধীরে প্রতিটি থানাকেও এই টিইউভি গাড়ি দেওয়া হবে । কলকাতা পুলিশের অন্তর্গত ৭১টি থানা ও মহিলা থানা গুলোকে আধুনিকীকরণের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গণপিটুনির নামে নিরীহ মহিলাদের উপর আঘাত হানা হচ্ছে : মায়াবতী

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : গণপিটুনি রোধে কড়া আইন প্রণয়নের পক্ষে সওয়াল করলেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী। গণপিটুনির নামে নিরীহ মহিলাদের উপর আঘাত হানা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

বুধবার সকালে ট্যুইট করে মায়াবতী লিখেছেন, উত্তরপ্রদেশে গণপিটুনি নতুন পন্থা ধারণ করেছে। এখন নিরীহ মহিলাদের লক্ষ্য করে হামলা চালানো হচ্ছে। শিশু চোর সন্দেহে মহিলাদের পিটিয়ে খুন করা হচ্ছে। ফলে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে রাজ্য সরকারকে।

উল্লেখ করা যেতে পারে সম্প্রতি রাজ্যের লোনিতে শিশু চোর সন্দেহে এক মহিলাকে বেধড়ক মারধর করে স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশ জানিয়েছে যে মহিলাটি শিশু চোর নয়। নিজের নাতিকে নিয়ে বাজার করতে এসেছিল ওই মহিলা। একটি ভুয়ো ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার কারণেই স্থানীয়রা ভুল বুঝে এই হামলা চালিয়েছে বলে অনুমান পুলিশের। একই ঘটনা ঘটেছে শামলীতে সেখানে নিজেদের পণ্য বিক্রি করতে আসা পাঁচ মহিলাকে শিশু চোর সন্দেহে বেধড়ক মারধর করে স্থানীয়রা।

কাশ্মীর ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় এতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার পাকিস্তানের নেই : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের নিন্দায় সরব হলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কার্যত সুর মিলিয়ে ওয়ানাড়ের সাংসদ দাবি করেন যে কাশ্মীর ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়।

বুধবার সকালে একাধিক ট্যুইট করে রাহুল গান্ধী লেখেন, সরকারের সঙ্গে বহু বিষয়ে মতের অমিল হলেও একটি বিষয় স্পষ্ট করে দিতে চাই যে কাশ্মীর ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। সেখানে পাকিস্তান বা অন্য কোনও দেশের হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকার নেই। পাকিস্তানের মদতেই জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চলছে। সন্ত্রাসবাদীদের প্রধান মদতকারি দেশটির নাম হচ্ছে পাকিস্তান।

উল্লেখ করা যেতে পারে ফ্রান্সের বিয়ারিৎজে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন সন্ত্রাসবাদ সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ জম্মু ও কাশ্মীরে। সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য রাজ্যের কয়েকটি জায়গায় কার্ফু জারি করা হয়েছে। সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। বৈঠকের বিষয়ে বিদেশসচিব বিজয় কে গোখলে জানিয়েছিলেন, বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন যে ৩৭০ ধারা সংবিধানের অন্তগর্ত। ফলে এটি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারত এমন কোনও পদক্ষেপ নেয়নি যাতে করে আঞ্চলিক অস্থিরতা দেখা দেয়। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীর। বহু জায়গাতেই কার্ফু তুলে নেওয়া হয়েছে। প্রায় ৩০ বছর ধরে সন্ত্রাসবাদী হামলায় জেরবার হয়েছে উপত্যকা। ফলে বেশ কয়েকটি জায়গা নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। বৈঠক ইতিবাচক ভাবেই শেষ হয়েছে। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এবার অনেকটা একই সুরে কাশ্মীর যে ভারতের অভিন্ন অঙ্গ তার পক্ষে সওয়াল করলেন রাহুল গান্ধী।

কানপুর সেন্ট্রাল স্টেশনে লাইনচ্যুত ট্রেন, ব্যাহত পরিষেবা

লখনউ, ২৮ আগস্ট (হি.স.) উত্তরপ্রদেশের কানপুর সেন্ট্রাল স্টেশনে লখনউগামী ট্রেনের লাইনচ্যুত হাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য। বুধবার সকালে স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে কানপুর-লখনউ এমইএমইউ ট্রেনের চারটি কামরা লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে। তার জেরে ব্যাহত হয় ট্রেন পরিষেবা। ভোগান্তির মুখে পড়তে হয় নিত্যযাত্রীদের।

কানপুরের স্টেশন ইন-চার্জ হিমাংশু শেখর উপাধ্যায় জানিয়েছেন, কানপুর সেন্ট্রাল স্টেশনে কানপুর-লখনউ লোকাল ট্রেনের চারটি কামরা লাইনচ্যুত হয়। সেই সময় ট্রেন যাত্রী কম থাকায় কেউ আহত হননি। লাইনচ্যুত হওয়ার পরই রেলের আধিকারিকেরা ছুটে আসে। শুরু হয় লাইন থেকে কামরা সরানোর কাজ। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। লখনউ-কানপুর রুটে ফের ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসে।

দমদমে ফাঁকা ফ্লাটে চুরি, খোয়া গিয়েছে নগদ টাকা ও সোনার গহনা

দমদম, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : দমদম বাবু তলায় কোস্টগার্ড অফিসারের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল ন কর্মসূত্রে বাড়ির মালিক কৌশিক দে গুজরাটে থাকেন এবং তার স্ত্রী ও তার ছেলে বাড়িতে না থাকায় ফাঁকা ফ্ল্যাট চুরির ঘটনাটি ঘটে খোয়া গিয়েছে কয়েক হাজার টাকা ও সোনার গহনা।

জানা গেছে, প্রতিবেশীরা রাতের বেলায় ফ্ল্যাটের তালা ভাঙা অবস্থায় পরে থাকতে দেখে খবর দেয় কৌশিক দে—এর আত্মীয়দের। কৌশিক দে-এর আত্মীয়রা খবর পেয়ে বাড়িতে এসে দেখে আলমারি লন্ডভন্ড করা ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে দেড় লক্ষ টাকার সোনার গহনা সহ বেশ কয়েক হাজার টাকা খোয়া গিয়েছে সবমিলিয়ে দু লক্ষ টাকার জিনিসপত্র ছিল ন গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কামারডাঙ্গা ফাঁড়ির পুলিশ ন রীতিমত এই ঘটনা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কি করে একটি জনবহুল এলাকায় এ ঘটনা ঘটলো উঠছে নানান প্রশ্ন

চাঁদের আরও কাছাকাছি পৌঁছে গেল চন্দ্রযান ২

বেঙ্গালুরু, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : পূর্ব নির্ধারিত মতোই বুধবার সকাল ৯ টা ৪ মিনিটে চাঁদের চারপাশে আরও একটি প্রদক্ষিণ সফল ভাবে সম্পূর্ণ করল চন্দ্রযান-২। লক্ষ্যের আরও কাছাকাছি পৌঁছে এদিন চাঁদের কক্ষপথে আরও একবার প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করে চন্দ্রযান-২।

বোর্ড প্রোপালসন সিস্টেম ব্যবহার করে নিজেকে চাঁদের আরও কাছে নয়া কক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত করে ভারতের দ্বিতীয় চন্দ্রযান। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর তরফে ট্যুইট করে এদিন জানানো হয়েছে, 'এখন চাঁদকে ১৭৯ কিমি ঢ় ১৪১২ কিমি কিলোমিটার দূর থেকে প্রদক্ষিণ করবে চন্দ্রযান-২।' এরপর আগামী ৩০ আগস্ট সন্ধে ৬টা থেকে ৭ টার মধ্যে চাঁদকে আরও একবার প্রদক্ষিণ করে নিজেকে আরও একটি নয়া কক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত করবে চন্দ্রযান-২। আর মাত্র ১১ দিন, তারপরই আগামী ৭ সেপ্টেম্বর চাঁদের মাটি ছোঁওয়ার কথা চন্দ্রযান-২ এর।

আর্জি বিধানসভায়

তিনের পাতার পর

চটকলগুলি যাথে স্বাভাবিকভাবে চলে এবং দুর্গাপুজোর আগেই বকেয়া বেতন ও বোনাস শ্রমিকরা পান সেই আবেদন করেন বিধায়ক। তিনি বলেন কানোরিয়া জুটমিল বন্ধের মুখে। বাকি দুটো ধুঁকছে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেছি কোনও সমাধান সূত্র বার হয়নি। এদিন বিধানসভা অধিবেশনে অপর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবে সিপিএম-এর প্রদীপ সাহা বলেন, ভূমি নথিভূক্তিকরণ অফিসে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডিটিপি অপারেটররা মাসে ৬,৭০২ টাকা করে পাচ্ছেন। তাঁদের বেতনবৃদ্ধির আবেদন গ্রাহ্য হচ্ছে না। অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র অধিবেশনে বলেন, "ওঁদের বেতন মাসে ১১ হাজার টাকা করে হবে। শীঘ্রই এর সরকারি নির্দেশিকা বার হবে।" বিজেপি-তে যোগ দেওয়া বিধায়ক দুলাল বর বনগাঁ সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল এবং প্রাক্তন মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী দক্ষিণ দিনাজপুরের পশু চিকিৎসাকেন্দ্রের বেহাল অবস্থার ব্যাপারে অদ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ঊনকোটি জেলা কংগ্রেস কার্যালয় দুষ্কৃতিকারীদের হামলা হয়। ভাঙচুর করে কংগ্রেস ভবন এর সমস্ত আসবাবপত্র তছনছ করে সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নষ্ট করে দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে কংগ্রেস ভবন পরিদর্শনে জেলা কংগ্রেস সভাপতি মুহাম্মদ বদরুজ্জামান। ঘটনা চাউর হতে কংগ্রেস কর্মীরা শহরের মূল রাস্তা অবরোধে বসে। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ ও টি এস আর বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। দিনভর উত্তপ্ত থাকে ধর্মনগর শহরের পরিবেশ। এই ঘটনায় কংগ্রেসের অভিযোগের তীর শাসকদলের বিরুদ্ধে। ছবি ও তথ্য নিজস্ব।

সোনার হার

● **প্রথম পাতার পর**

তাকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে স্বর্ণালঙ্কারের হদিশ পাওয়া যায়। পুলিশের দাবি, অঙ্কিতা দাসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আজ ভোরে তার ভাড়া বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছিল। ওই বাড়ির মালিক ঝুমুরের কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া সোনার চেইনটি উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, সোনার চেইন-সহ ওই মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছ। তাঁকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

পুলিশের দাবি, আগরতলায় ছিনতাইয়ের একটি বড় চক্র রয়েছে। ধৃত দুই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদে ওই চক্রটিকে জালে তোলা সম্ভব হবে। পুলিশ জানিয়েছে, ছিনতাইকৃত সোনার হার রাখার অপরাধে ওই মহিলার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কলেছাত্রীকে নিয়ে অশ্লীলতা প্রতিবাদে সরব সহপাঠীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। রাজধানীর এমবিবি কলেজের কতিপয় ছাত্রীর ছবি সংগ্রহ করে নকল ভিডিও তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এমবিবি কলেজের ছাত্রীরা বুধবার এসব বিষয় নিয়ে পূর্ব মহিলা থানার দ্বারস্থ হয়। যে গ্রুপ থেকে এইসব ছবি সোস্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল করা হয়েছে তাদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে কলেজ ছাত্রীরা।

বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য রাজ্য নির্বাচন দপ্তর থেকে বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ করা হবে। ভোট গণনা হবে ২৯সেপ্টেম্বর। মনোনয়ন প্রত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর। মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করা হবে ৯ সেপ্টেম্বর। বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের মোট ভোটার ৫৮ হাজার ৭৩ জন। পুরুষ ভোটার ২৯হাজার ৪৮৯ জন। মহিলা ভোটার ২৮ হাজার ৫৮৪ জন। সার্ভিস ভোটার ২১৯ জন। দিব্যাঙ্গন ভোটার ১৮১ জন। পোলিং স্টেশন রয়েছে ৭১ টি। ভোট পর্ব অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সংগঠিত করার লক্ষ্যে বুধবার জেলাশাসক অফিসে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মসূচি

● **প্রথম পাতার পর**

ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র করবে দুটি সেটে সিবিএসই'র ধাঁচে। দিব্যাঙ্গনদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তা হল প্রতিবন্ধি পরীক্ষার্থীদের সহায়তার জন্য যেসব ছাত্রছাত্রী রাইটার হিসেবে নিযুক্ত হবে তাদের সাম্মানিক ৫০ টাকার পরিবর্তে ৪০০ টাকা করা হয়েছে। তাছাড়াও গণিতের দুটি বিষয় করা হবে। সেই সাথে নতুন করে ছয়টি ঐচ্ছিক বিষয় যুক্ত করা হবে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে পর্ষদের পরীক্ষায় বসতে হলে কোন ছাত্রছাত্রীকে কমপক্ষে ৬০ শতাংশ উপস্থিত থাকতে হবে স্কুলে।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

করা হয়েছে। এস ডি এম আরও জানান তল্লাশি চালানোর সময় প্রচুর পরিমাণ শব্দ বাজিও উদ্ধার হয়েছে। ঐসব শব্দবাজি বেআইনি ভাবে রাজধানী ঘিঞ্জি এলাকায় মজুত রাখা হয়েছে।

কোন কারণে অগ্নিকান্ড সংগঠিত হলে বিপদজনক আকার ধারণ করতে পারে। এসব বেআইনি কাজকর্মের বিরুদ্ধে প্রশাসনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে এস ডি এম জানান। উল্লেখ্য রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ রাজ্যকে প্লাস্টিক মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্লাস্টিকের ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও একাংশ মানুষ প্লাস্টিকের ব্যবহার অব্যাহত রেখেছেন। এইসব প্লাস্টিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে বিপদজনক হয়ে রয়েছে। সে কারণেই এসবের বিরুদ্ধে সচেতন নাগরিকদের এগিয়ে আসার জন্য মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

দুই ব্যাট কম্যান্ডো

আটের পাতার পর

নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে ১০০-র বেশি এসএসজি কম্যান্ডো মোতায়েন করেছে পাকিস্তান। এদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী এই সকল কম্যান্ডোদের উপর নজর রেখে চলেছে। এই সকল কম্যান্ডো জইশ-ই-মহম্মদ সহ অন্যান্য জঙ্গি সংগঠনগুলির সঙ্গে মিলে কাজ করে চলেছে। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর ১২ আফগানি জেহাদিদের মোতায়েন করা হয়েছে। ভারতের ঢোকার চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। উল্লেখ করা যেতে পারে মঙ্গলবার উরি সেক্টরে সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান। এর যোগ্য জবাব দেয় ভারত।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

আটের পাতার পর

দিবসের মূল ভাবনাকে সামনে রেখে পালন করা হয়েছে। তিনি বলেন, বক্ষরোপণের ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা হয়। আজকের অনুষ্ঠানে যে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে আগামীদিনে এতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উপকৃত হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে অধিকর্তা সহ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ, কর্মচারী সংঘের কর্মকর্তা, কর্মচারী বিনোদন সংস্থার সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে আধিকারিকগণ অফিস চত্বরে বিভিন্ন গাছের চারা রোপন করেন।

জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

পাচের পাতার পর

নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সঙ্কীর্ণ রাজনীতি দিয়ে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে ঐক্যের বাতাবরণ।

এদিন বিধানসভায় জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের ১০০ বছরপূর্তি নিয়ে আলোচনার জন্য বরাদ্দ ছিল দেড় ঘন্টা। মুখ্যমন্ত্রী এবং অধ্যক্ষ ছাড়াও ছিলেন বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান, কংগ্রেসের অসিত মিত্র, সিপিএমের পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী, বিজেপি-র মনোজ টিগ্গা, তৃণমূলের ব্রজমোহন মজুমদার এবং জ্যোতির্ময় কর প্রমুখ।

পৃথক

● **প্রথম পাতার পর**

হয় হেপাজতে রাখার জন্য।

এদিকে, গোপন খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে কুমারঘাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গমঞ্জয় রিয়াং ঊনকোটি জেলার পেঁচারথল থানার পুলিশকে সাথে নিয়ে পেঁচারথল থানার সিদংছড়া এলাকায় ওৎ পেতে রাত আনুমানিক ১০.৩০ নাগাদ আগরতলা থেকে গুয়াহাটিগামী এইচআর-৫৫ওয়াই-৭১৫৪ নম্বরের বহির্রাজ্যের একটি ১০ চাকার লরিতে তল্লাশি চালিয়ে ১০০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হন। তবে পুলিশি ঘেরাটোপের মধ্য দিয়েও গাড়ির চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় এই নিয়েই উঠতে শুরু করেছে নানান প্রশ্ন। কিন্তু গাড়ির সহ চালক উত্তরপ্রদেশের শ্রীদেব নারায়ণ এবং অপর ব্যক্তি পাটনার বাসিন্দা প্রদীপ কুমার সিংকে আটক করে নিজেদের বীরত্ব জাহির করল রাষ্ট্রপতি কালার্সপ্রাপ্ত পুলিশ। ধৃত প্রদীপ কুমার সিং গাঁজা কারবারের সাথে জড়িত থাকতে পারে বলে পুলিশের অনুমান। উদ্ধারকৃত গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য ১০ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গমঞ্জয় রিয়াং। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মালগুলি আগরতলার আমতলি থেকে বোঝাই করা কার্টোনের লোড গাড়িতে করে নিয়ে আসা হচ্ছিল। এ বিষয়ে একটি মামলা হাতে নিয়েছে পুলিশ।

মৃতদেহ

● **প্রথম পাতার পর**

হয়েছে।

রেল পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাজীব সরকার তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে কলকাতা থেকে তার কাঠালিয়ার বাড়ির উদ্দেশে আসছিলেন শিয়ালদহ-আগরতলা আপ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে। কিন্তু আজ সকালে হোজাই স্টেশনে আসার পর ট্রেনের এস ১ নম্বর কামরার ৬৩ নম্বর আসন থেকে রেল পুলিশ তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে। পুলিশ তাঁর ভাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। কী কারণে রাজীব সরকারের মৃত্যু হয়েছে, সে সম্পর্কে এখনও কোনও তথ্য দিতে পারছেন না হোজাইয়ের কর্তব্যরত রেল কর্তৃপক্ষ।

অসম

● **প্রথম পাতার পর**

ইনচার্জ পঞ্চম প্রজাপতি জানান, গতকাল কাঁঠালতলি আলিয়া মাদ্রাসা থেকে নিখোঁজ রুহেল আহমদ এবং আরিফুল হক, আজ (বুধবার) দুজনই তাদের নিজের নিজের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছে। মাদ্রাসার হোমওয়ার্ক সম্পূর্ণ করতে পারেনি, তাই তারা ভয়ে পালিয়েছিল, জানিয়েছে পলাতক দুই ছাত্র রুহেল ও আরিফুল। মাদ্রাসা কামাই করে গতকাল রাতে তারা ধর্মনগর রেলস্টেশনে কাটিয়ে আজ বাড়িতে গেলে উভয়কে থানায় এনে কর্তৃপক্ষের সামনে হাজির করিয়ে নিখোঁজ ডায়েরি প্রত্যাহার করেছেন অভিভাবকরা। জানান, ফাঁড়ি ইনচার্জ পঞ্চম প্রজাপতি।

অন্যদিকে বাকি দুই নিখোঁজ ছাত্রকে উদ্ধার করতে ত্রিপুরা এবং অসমের নিলামবাজার থানা পুলিশ তালাশি অভিযান চালিয়েছে বলে জানা গেছে।

অক্টোবরে

● **প্রথম পাতার পর**

টাইমসের এগজিকিউটিভ এডিটর অনুরাধা ভাসিন। নিষেধাজ্ঞার জেরে সংবাদপত্র ছাপা যাচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন অনুরাধা। তাঁর আবেদনের ভিত্তিতেই জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসন ও কেন্দ্র সরকারের থেকে সাত দিনের মধ্যে উত্তর চেয়েছে শীর্ষ আদালত। গত ৫ অগস্ট সংবিধানের ওই বিশেষ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহারের আগে থেকেই বাড়তি নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয় উপত্যকা। যোগাযোগ ও সংবাদমাধ্যমের উপরেও জারি হয় নিষেধাজ্ঞা।

সংগঠন

● **প্রথম পাতার পর**

তুলে দেওয়া হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অ্যাডহক শিক্ষকরা ছুটে আসেন। জনৈক অ্যাডহক শিক্ষিকা জবা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায় ঘোষণার পর থেকে এখন পর্যন্ত ৩৮ জন শিক্ষককে আমরা হারিয়েছি। আরও কতজনের এভাবে মৃত্যু হবে তা মনে হলেই শিউরে উঠি, বলেন তিনি।

এদিকে, সহকর্মীর আকস্মিক মৃত্যুতে আজ সন্ধ্যায় ১০৩২৩ শিক্ষকদের সংগঠন আগরতলায় মোমবাতি মিছিল করেছে। সংগঠনের সভাপতি বিমল সাহা অ্যাডহক শিক্ষক সুরজিৎ দেববর্মার মৃত্যুর জন্য ত্রিপুরা সরকারকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, তাঁদের চাকরি বাঁচানোর প্রশ্নে রাজ্য সরকার কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না। অথচ সরকারের ভুলেই তাঁরা আজ চাকরিচ্যুত হয়েছেন। তাঁর দাবি, চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের চাকরি সুনিশ্চিত করতেই হবে। নয়তো, ত্রিপুরায় বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

উদয়পুরের চন্দন দীঘির পাড়ের ৪২ পরিবারকে উচ্ছেদের নোটিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ আগস্ট ।। মন্দির নগরী উদয়পুরের দক্ষিণ মাতাবাড়ি গাঁওসভার চন্দ্রনগর দীঘির পাড়ে দীর্ঘ ৭০/৭৫ বছর ধরে বংশানুক্রমিকভাবে বসবাসকারী ৪২টি পরিবারকে একমাসের মধ্যে সরকারি জমির দখল ছাড়ার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তাতে বিপাকে পড়েছে ওইসব পরিবার। উদয়পুরের চন্দ্রনগর দীঘির পাশে দীর্ঘকাল ধরে বংশ পরম্পরা ভাবে বসবাস করে আসছে বেশকিছু পরিবার। সরকারি খাস জমিতেই গড়ে উঠেছিল জনবসতি। এতোদনি তাতে কেউ কোন হস্তক্ষেপ করেনি। রাজ্য সরকার পর্যটন বিকাশের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। চন্দ্রসাগর দীঘির পাড়ে গড়ে তোলা হবে পর্যটন কেন্দ্র। ইতিমধ্যেই এজন্য প্রকল্পের অর্থ মঞ্জুর হয়ে গেছে। পর্যটন দপ্তর দ্রুত কাজ শুরু করতে চায়। সে কারণেই যেসব পরিবার চন্দ্রসাগরের দীঘির পাড়ের জমি জবরদখল করে বসতি স্থাপন করে রয়েছে তাদেরকে একমাসের মধ্যে জমির দখল ছাড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে প্রত্যেক পরিবারকে নোটিশও পাঠানো হয়েছে। নোটিশ পেয়ে ৪২ পরিবারের মাথায় বাজ পড়ার উপক্রম। তাদের বিকল্প বাসস্থানের কোন সংস্থানও নেই। আর্থিক দিক দিয়েও ওইসব পরিবারগুলি খুবই দুর্বল। অসহায় পরিবারগুলো তাদের জন্য বিকল্প বাসগৃহ নির্মাণ করে দেবার দাবি জানিয়েছে। দক্ষিণ মাতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মন্টু দাসের শরণাপন্ন হয় অসহায় পরিবারগুলি। গাঁও প্রধান বুধবার ওইসব পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে প্রথমে এসডিএমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

খেলা

সিন্ধুদিদির মন্ত্রই আমার মন্ত্র, হার মানব না, বললেন বাংলার ঋতুপর্ণা

কোর্টের ভিতরে ছোটবেলা থেকেই আগ্রাসী তাঁর সিন্ধুদিদি। কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে রাজি নন। হেরে গেলেও দমে যান না। সেই জন্যইসিন্ধুদিদির দুরন্ত জয় দেখে এতটুকুও অবাক নন বাংলার ঋতু পর্ণা দাস।বুধবার পুল্লেলা গোপীচন্দের ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমি থেকে আনন্দবাজারকে বছর বাইশের ঋতুপর্ণা বললেন, ""সিন্ধুদিদি তো এ রকমই! কাউকে ছাড়ে না। হার মানতে চায় না। ছোটবেলা থেকেই তো ওকে দেখছি। তখনও আগ্রাসী ছিল। বড় হওয়ার পরে আরও আগ্রাসী হয়েছে।"" এই আগ্রাসনের বীজ-ই যে শিষ্যদের মধ্যে বুনে দিয়েছেন গোপীচন্দ। প্র্যাকটিসের সময়ে ''শিষ্য''দের উদ্দেশে গুরুমন্ত্র,""বিপক্ষকে দাঁড়াতে দেবে না। আগ্রাসী ব্যাডমিন্টন খেলতে হবে। হারার আগে হারবে না।""

এ ভাবেই ছাত্রছাত্রীদের তৈরি করেন গোপীচন্দ। গুরুর কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন সিন্ধু-ঋতু পর্ণারা। ধেয়ে আসা সমালোচনার ঝড়ও তাঁদের ঘায়েল করতে পারে না।আগের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ-গুলিতে ব্যর্থ হওয়ার পরে সিন্ধুর সমালোচনায় মেতে উঠেছিলেন সমালোচকরা। জবাব দেননি তিনি। উল্টে চোয়াল শক্ত করে অনুশীলন করে গিয়েছেন। বাসেলে তাঁর হাতের র‍্যাকেট জবাব দিয়েছে সব সমালোচনার। সিন্ধুর লড়াই খুব কাছ থেকে দেখা ঋতুপর্ণা বলছেন, ""আগের বারগুলোয় সোনা জেতার খুব কাছে এসেও সোনা জিততে পারেনি সিন্ধুদিদি। ওর যেন জেদ চেপে গিয়েছিল। আরও কঠিন অনুশীলন করত। বুঝতে পেরেছিলাম এ বার কিছু একটা করবে। ফাইনালে এক্সট্রা অর্ডিনারি খেলেছে। দাঁড়াতেই দেয়নি ওকুহারাকে।""এ ভাবেই ওয়ার্কআউট করেন সিন্ধু! ভিডিয়ো দেখলে চমকে যাবেনঅলিম্পিক্সে নতুন অস্ত্র নিয়ে নামবেন সিন্ধু জনশ্রুতি বলে, গোপীচন্দ অ্যাকাডেমিতে পুরুষদের সঙ্গে প্র্যাকটিস করেন সিন্ধু। মাঝে মাঝে গোপীও নেমে পড়েন ছাত্রীর বিরুদ্ধে। গুরু-শিষ্যা কোর্টে স্ম্যাশের ঝড় তোলেন। রবিবার বাসেলে জাপানি তারকা ওকুহারার কাছে সিন্ধুর স্ম্যাশের জবাবই ছিল না। দিদির খেলার ধরন বিশ্লেষণ করে ঋতুপর্ণা বলছেন, ""ওর স্ম্যাশ ফেরানো খুব কঠিন। ও দীর্ঘ ক্ষণ স্ম্যাশ প্র্যাকটিস করে। তবে সিন্ধুর আগ্রাসন আমাকে খুব টানে। আমি অবশ্য ওর মতো আগ্রাসী নই।"" কোর্টে একে অন্যের বিরুদ্ধে মুখোমুখিও হয়েছেন। সেই লড়াই প্রসঙ্গে বাংলার মেয়েটি বলছেন, ""২০১৫ সালে সিন্ধুর বিরুদ্ধে খেলেছিলাম। আমি হেরে গিয়েছিলাম ম্যাচটা।"" তার পর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। দু'' জনের খেলাই আগের থেকে অনেক বদলে গিয়েছে। সিন্ধুকে মডেল করে এগিয়ে চলেছেন ঋতুপর্ণা।একই ফ্রেমে ঋতুপর্ণা ও সিন্ধু।সিন্ধুর দুরন্ত সাফল্য খিদে বাড়িয়ে দিয়েছে হলদিয়ার মেয়েটির। তিনি বলছেন, ""সিন্ধুর দুরন্ত জয় আমাদেরও অনুপ্রাণিত করে। ভাল খেলার ইচ্ছা বাড়িয়ে দেয়।"" আগামী মাসের ২ তারিখই ঋতুপর্ণা উড়ে যাচ্ছেন ইউক্রেন। সেখানে ৪ থেকে ৮ পর্যন্ত চলবে ইউক্রেন ওপেন। ইউক্রেনে খেলেই ঋতুপর্ণা উড়ে যাবেন বেলজিয়ামে (বেলজিয়াম ওপেন ১১-১৪)। কেমন হয়েছে প্রস্তুতি? ২০১৬ সালের সিনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন বলছেন, ""সকালে তিন ঘণ্টা অন কোর্ট প্র্যাকটিস করছি।

ওয়েট ট্রেনিং করছি। সন্ধেতে আবার ট্রেনিং। ড্রপ শটটা বেশি করে অনুশীলন করছি।"" নিজের প্রস্তুতি নিয়ে একটানা কথাগুলো বলছিলেন ঋতু পর্ণা।গুরু গোপীচন্দের সঙ্গে ঋতু পর্ণা।বিশ্বখেতাব জেতার পরে দারুণ ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে দিন যাচ্ছে সিন্ধুর। দেশে ফিরে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেন রিজিজুর সঙ্গে দেখা করেছেন। পরে হায়দরাবাদে প্রেস কনফারেন্স করেছেন। ঋতু পর্ণার সঙ্গে সে ভাবে কথাবার্তা হয়নি সিন্ধু দিদির। মিতভাষী ব্যাডমিন্টন তারকা বলছিলেন, ""খুব ব্যস্ত সিন্ধু। কাল বিকেলে দেখা হল খুব অল্প সময়ের জন্য। কংগ্র্যাটস জানালাম। বেশি কথা আর হয়নি। পরে কথা হবে।"" সিন্ধুর ব্যস্ততা কমলে ঋতু পর্ণা আবার হয়ে পড়বেন ব্যস্ত। ইউক্রেনে উড়ে যাওয়ার আগে ভিসা পাওয়া নিয়ে সামান্য জটিলতা তৈরি হয়েছে। ঋতু পর্ণার মা অনন্যা দাস বলছিলেন, ""আসলে ভিসা পাওয়া নিয়ে একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে। তাই ও একটু চিন্তিত।"" কথা বলার সময়ে অবশ্য চিন্তার লেশমাত্র ছিল না ঋতু পর্ণার গলায়।চিন্তা শব্দটার অস্তিত্বই যেন নেই গোপীর ছাত্রছাত্রীদের মনে। তাই অতীতে সোনা হারানোর পরে গোটা বিশ্ব সিন্ধুর সমালোচনায় মুখর হলেও ভেঙে পড়েননি হায়দরাবাদি তারকা। অন্তরালে থেকে নিজেকে তৈরি করছিলেন বড় মঞ্চের জন্য। অবশেষে বাসেল-এই হল সিন্ধু-প্লাবন।এ বার বুকের ভিতর জয়ের অভিলাষ নিয়ে সেই সিন্ধু-স্রোতেই ভেসে ইউক্রেন চলেছেন ঋতুপর্ণা!

জামাইকা টেস্টের ক্যারিবিয়ান স্কোয়াডে রদবদল

কিংস্টোন: ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্টের স্কোয়াডে রদবদল করল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। চোট সারিয়ে জামাইকা টেস্টের দলে ফিরলেন ডান-হাতি পেসার কীমো পল। ১৩ জনের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়লেন মিগুয়েল কামিন্স।দলে এই একটি মাত্র পরিবর্তনের অর্থ কিংস্টোনেও উইকেটকিপারের ভূমিকা পালণ করতে চলেছেন শাই হোপ। টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম পছন্দের উইকেটকিপার শেন ডওরিচের গোড়ালির চোট এখনও সম্পূর্ণ সেরে ওঠেনি। তিনি এই মুহূর্তে বার্বাডোজে চোট সারানোর প্রক্রিয়ায় রয়েছেন। রিজার্ভ উইকেটকিপার হিসাবে জামার হ্যামিল্টন স্কোয়াডে থাকলেও হোপের উপরেই আস্থা রাখতে চলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিম ম্যানেজমেন্ট।ওয়ান ডে সিরিজে চোট পাওয়া কীমো পলের জায়গায় অ্যান্টিগা টেস্টের দলে ঢুকলেও সুযোগটা যথাযথ কাজে লাগাতে পারেননি কামিন্স। নর্থ সাউন্ডে প্রথম ইনিংসে ১৩ ওভার বল করে ৪৯ রান খরচ করেন তিনি। তবে কোনও উইকেট তুলতে পারেননি। দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৭ ওভার হাত ঘোরানোর সুযোগ পান। ২০ রান খরচ করে দ্বিতীয় ইনিংসেও কোনও উইকেট তুলতে ব্যর্থ হন মিগুয়েল। স্বাভাবিকভাবেই কীমো পল চোট সারিয়ে দলে ফেরায় তাঁকে জায়গা ছেড়ে দিতে হয় কামিন্সকে।কীমো পল যদিও চোট পাওয়ার আগে ভারতের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিও ও একটি ওয়ান ডে ম্যাচে তেমন একটা প্রভাবশালী প্রমাণিত হননি। টি-২০ সিরিজে মাত্র ৩টি উইকেট নেন তিনি। পোর্ট অফ স্পেনের ওয়ান ডে ম্যাচটিতে উইকেটহীন থাকেন পল। অর্থাত ভারতের বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের চারটি ম্যাচে সাকুল্যে ৩টি উইকেট সংগ্রহ করেছেন কীমো।

সবাই সিন্ধুতে মত্ত! দিব্যাঙ্গ প্রমোদ ভগতও কিন্তু প্রথমবারের ব্যাডমিন্টন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন

আজকাল ওয়েবডেস্ক: গোটা ভারতবাসী এখন সিন্ধুতে মত্ত। আর হবে নাই বা কেন। ইতিহাস গড়ে দিলেন যে। ব্যাডমিন্টনে ভারতকে প্রথমবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন করে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু সিন্ধুর পাশাপাশি দেশের নাম উজ্জ্বল করলেন আরও এক ভারতীয়। প্রমোদ ভগত। বিডব্লিউএফ প্যারা ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতায় ভারতকে দু-দুটো সোনা এনে দিয়েছেন তিনি। আসলে, এই চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেন দিব্যাঙ্গ ক্রীড়াবিদরা। এই কিছুদিন আগেই মেন্স ডাবলস এসএল ৩ ও এসএল ৪ বিভাগে বিশ্বসেরা হয়েছিলেন ভগত। এদিন ইংল্যান্ডের প্রতিপক্ষ ড্যানিয়্যাল বেথেলকে হারিয়ে আবারও সোনা জিতলেন প্রমোদ। এই বিভাগে এটিই প্রমোদের তৃতীয় জয়। বৃটিশ বেথেলের এই বছর চারবার খেলেছেন তিনি। ওই চারবারের মধ্যে তিনবারই জিতেছেন প্রমোদ। ৬-২১, ২১-১৪, ২১-৫ এর ব্যবধানে এক ঘণ্টার মধ্যেই বেথেলকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়েন প্রমোদ।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এসএল ৩ বিভাগ আসলে সেই খেলোয়ারদের জন্য যাঁদের দেহের কোনও অঙ্গে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। আর এসএল ৪ সেই খেলোয়ারদের জন্য যাঁদের শরীরে প্রতিবন্ধকতা আরও বেশি। এই প্রতিযোগিতায় মোট ১২টি পদক পেয়েছে ভারত। আর যার মধ্যে মোট তিনটি সোনা। ২০১৫ সালেও এই প্রতিযোগিতায় ভারত ১২টিই পদক জয় করেছিল। তবে সেবার চারটি সোনা দেশে এসেছিল।

কলকাতা লিগে প্রথম জয় পেল মোহনবাগান

মোহনবাগান- ২ (চামোরো ৩১'', নাওরেম ৪৭'')বিএসএস-১ (ওপোকু ৩৩'')বুধবার কলাণীতে বিএসএস-এর মুখোমুখি হয়েছিল মোহনবাগান। কলকাতা ফুটবল লিগের এই মাচে ২-১ গোলে জয় পেল কিবু ভিকুনার শিষরা। গত শনিবার ডুরান্ড কাপের ফাইনালে গোকুলাম কেরালার কাছে হারের পর এই প্রথম মাঠে নামল মোহনবাগান। অবশেষে জয়ের রাস্তায় ফিরল বাগান। চলতি কলকাতা লিগে এটাই তাদের প্রথম জয়।এদিন মাচের ৩১ মিনিটে প্রথম গোলের দেখা পায় মোহনবাগান। নাওরেমের ক্রস থেকে দুরন্ত হেডে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন চামোরো। কিন্তু মাত্র ২ মিনিটের মধ্যেই গোল শোধ করে দেয় বেহালার ক্লাব। উইলিয়াম ওপোকু দলকে সমতায় ফেরান। বিরতিতে খেলার ফল ১-১ থাকে।তীয়ার্ধের ৪৭ মিনিটে দলকে এগিয়ে দেন নাওরেম। ডান প্রান্ত থেকে ব্রিটোর ক্রস থেকে নাওরেম দুর্দান্ত হেড করে স্কোরলাইন ২-১ করেন। বাগানের জার্সিতে এটাই তাঁর প্রথম গোল। এদিন নাওরেমই মাচের সেরা হয়েছেন।দ্বিতীয়ার্ধে বাগান তিনটি পরিবর্তন আনে ইমরানের বদলে সহিল, নাওরেমের পরিবর্তে ফইয়াজ ও চামোরার বদলে বেইতিয়াকে খেলায় কোচ। কিন্তু নাওরেমের গোলের পর আর কোনও গোলের দেখা পায়নি বাগান। যদিও নাওরেমের গোলই মাচের স্কোরলাইন লিখে দেয়।মোহনবাগান: দেবজিত, গুরজিন্দর, চুলোভা, মোরাত্তে, অরিজিত, ইমরান (এসকে সহিল), ব্রিটো, নাওরেম (এসকে ফইয়াজ), গঞ্জালেজ,

নেতৃত্বে খোওয়াজা

ডার্বি: প্রস্তুতি ম্যাচে নেতা বদল অস্ট্রেলিয়ার। ডার্বিশায়ারের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে যাওয়া তিন দিনের অনুশীলন ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া দলকে নেতৃত্ব দেবেন টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান উসমান খোওয়াজা। অ্যাশেজের চতুর্থ টেস্টের আগে নিয়মিত অধিনায়ক টিম পেইনকে সাময়িক বিশ্রাম দিতেই খোওয়াজার হাতে ক্যাপ্টেন্সি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল অজি টিম ম্যানেজমেন্ট।পেইন দলে না-থাকায় উইকেটকিপারের দায়িত্ব পালণ করার জন্য সাসেক্স থেকে ডেকে নেওয়া হল অ্যালেক্স ক্যারিকে। চোট সারিয়ে ট্যুর ম্যাচেই মাঠে ফিরছেন স্টিভ স্মিথ। ডার্বিশায়ারের বিরুদ্ধে স্মিথের খেলার কথা অস্ট্রেলিয়া টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল।

সন্ধান চাই

Ref : East Agartala Women PS. G.D. Entry No: 45, Dt: 13/08/10

পাশের ছবিটি এলিনা দেববর্মা । পিতা-মৃত দেবেন্দ্র দেববর্মা, প্রযত্নে-স্বদেশ সাহা, সাং-শিবনগর অনিক ক্লাবের নিকট। থানা-আগরতলা পূর্ব থানা, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স-১৯বছর, উচ্চতা-৫ফুট ২ ইঞ্চি, গায়ের রঙ-ফর্সা, পরনে-বি. বি.এম.সি কলেজের পোষ াক। গত ১৩-০৮২০১৯ আনুমানিক ১০টা ৩০ মিনিট সময়ে তাঁর পিতা মাতার বাড়ী হইতে কলেজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরিয়া আসে নাই। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ মেয়েটির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সি. টি. কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩। আগরতলা পূর্ব মহিলা থানা - ০৩৮১-২৩২-৪৯১৮

ICA/D-822/19-20

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

No. F.1,(II)-GDP/UDP/Estt.(Proc.)/2018(Books)/2189
Dated 19/08/2019

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (2nd Call)

Sealed rate quotations with percentage of discount are hereby invited from bonafied, experienced and resourceful publishers/ suppliers/distributors for supply of **"Text and Reference Rooks"** at Gomati District Polytechnic, Fulkumari, Udaipur, Gomati Tripura. Detail information regarding necessary terms & conditions and requisite documents may be downloaded from the websitcwww.gdp.nicin. Interested bidders may send or drop their bids and offers to the "Principal, Gomati District Polytechnic, Fulkumari" in sealed cover superscripting **"Quotation for supply of Text and Reference Books"** latest by **24th September, 2019 upto 1:00 P.M.** The quotations will be opened on the same day at **1:30 PM,** if possible, in presence of intending bidders. Quotations received after the due date and time will not be taken into consideration.

ICA/C-947/19

Sd/-Principal-in-charge
Gomati District Polytechnic
Fulkumari Udaipur. Gomati Tripura

TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
WEST DIVISION : KHUMULWNG.
F.No.30(32)/EE(W)/ADC/1329-49 Dt: 23/08/19

CORRIGENDUM

Please read Estimated Cost : Rs. 7,56,036.00 & Earnest Money : R s. 7,560.00 in place of Rs. 5,29,540.00 & Rs. 5,295.00 Vide PNIT No:07/ EE(W)/ADC/2019-20/Dt : 19/08/2019. Sl No. (i) DNIT No: 09/DNIT/EE(W)/ADC/2019-20/, Dt: 17/ 08/2019" which was circulated vide No: 30(32)/ EE(W)/ADC/1266-69/ Dt: 19/08/2019. Other terms & condition will remain unchanged.

TTAADC/ICAT/C-35/19

Executive Engineer
West Division, TTAADC
Khumulwng.

PNIeT No. e-PT-VII/EE/RDISTB/2019-20, Dated-23/08/2019

On behalf of the 'Governor of Tripura The **Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura'** invites **percentage rate e-tender up to 3.00 P.M.** on **06/0912019** for 8(Eight) nos construction works. For details visit website **https://tripuratenders.gov.in** and contact at M-9612690107. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-935/19

Executive Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar, South Tripura.

বয়স ৮৫, কুড়ি লক্ষ ম্যাচ খেলে অবসর নিচ্ছেন এই পেসার

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ক্রিকেটারদের অবসরের বয়স কত হয় বলুন তো? ৩৭ থেকে ৩৮ বছর। মেরেকেটে ৪০ বছর। দু''একজন ব্যতিক্রমী ক্রিকেটার আছেন যাঁরা চল্লিশের পরেও খেলা চালিয়ে যান। কিন্তু, এমন কোনও ক্রিকেটারের কথা জানা আছে, যিনি ৮৫ বছর বয়সেও খেলা চালিয়ে যেতে পারেন? আসুন পরিচয় করিয়ে দিই ইনি সিসিল রাইট। বয়স ৮৫ বছর। প্রথম সারির ক্রিকেটে ২০ লক্ষ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন তিনি। যাদের সঙ্গে খেলেছেন, তাদের নামের তালিকাটাও দীর্ঘ। জামাইকার জার্সিতে যখন সিসিল রাইটের অভিষেক হয় তখন তাঁর সতীর্থ ছিলেন গ্যারফিল্ড সোবার্স, ওয়েস হলের মতো তারকারা। কয়েক বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজে কাটানোর পর ইংল্যান্ডে গিয়ে কাউন্টিতে কেরিয়ার শুরু করেন। ল্যাংকশায়ারের স্থানীয় ক্লাবে ক্রম্পটনের হয়ে খেলতেন তখন। ইংলিশ লিগের প্রথম ৫ মরশুমে ৫৩৮ উইকেট নেন সিসিল। সেসময় তাঁর গড় ছিল ২৭। অর্থাত, ২৭ বল পরপর একটি করে উইকেট দখল করতেন তিনি। এর পর ছোটবড় ইংল্যান্ডের বেশ কয়েকটি কাউন্টি দলে খেলেন রাইট। তাঁর দাবি, দীর্ঘ ৬০ বছরের কেরিয়ারে তিনি খেলেছেন প্রায় ২০ লক্ষ ম্যাচ। উইকেট দখল করেছেন প্রায় ৭ হাজার। যদিও, এই পরিসংখ্যান নিয়ে সন্দেহ আছে। বৈচিত্রময় কেরিয়ারে রাইটের সতীর্থদের তালিকায় নাম রয়েছে ভিভ

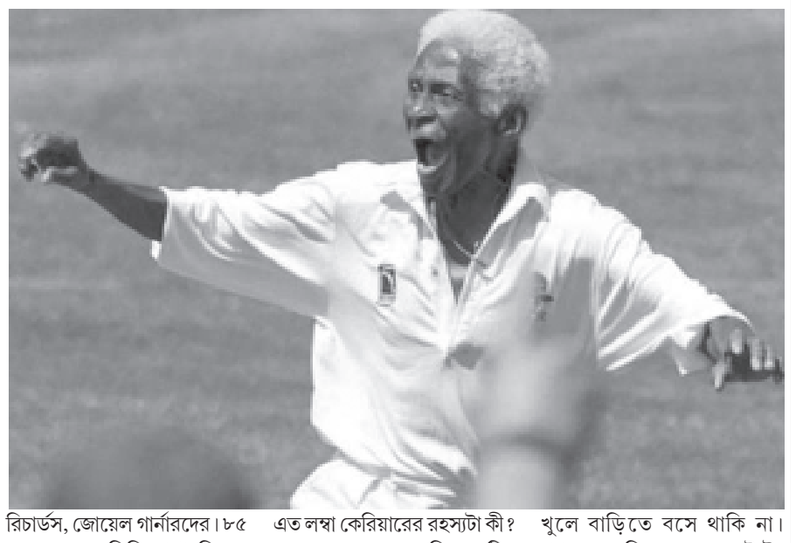

রিচার্ডস, জোয়েল গার্নারদের। ৮৫ বছর বয়সেও তিনি আপারমিলের বি দলের হয়ে পেনি লিগে খেলছেন। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর স্প্রিং হেডের বিপক্ষে ম্যাচ খেলে অবসর নেবেন এই বিস্ময়কর ক্রিকেটার। সেই সঙ্গে ইতি পড়তে চলেছে ৬০ বছর বয়সের এক বৈচিত্রময় ক্রিকেটজীবনের।কিন্তু, এত লম্বা কেরিয়ারের রহস্যটা কী? ৮৫ বছর বয়সেও বোলিং, ব্যাটিং, ফিল্ডিং করছেন কী করে? এর উত্তর নিজেও জানেন না রাইট। তিনি বলছেন, ''এই দীর্ঘ কেরিয়ারের রহস্যটা আমিও জানি না।

আমি যদি জানতাম আপনাদের নিশ্চয় বলতাম। তবে, আমি যা পাই তাই খাই। আমি বেশিক্ষণ টিভি খুলে বাড়িতে বসে থাকি না। গ্যারেজে গিয়ে সময় কাটাই, হাঁটাচলা করি।মদ্যপান খুব কম করি।খেলেও শুধু বিয়ার'' যেভাবেই হোক, ক্রিকেটের মতো শারীরিক কসরতের খেলায় এত বেশি বয়স পর্যন্ত যিনি খেলতে পারেন, তিনি নিঃসন্দেহে প্রশংসার পাত্র।

স্পেনে রয়েছেন মারে, সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নাদালের, দিতে চাইলেন নিজের বোটও

এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্র ওপেন খেলছেন রাফায়েল নাদাল। অনদিকে অ্যান্ডি মারে দ্বিতীয় টিয়ার চালেঞ্জার ইভেন্ট খেলছেন মালোরকায়। নাদালের দেশই রয়েছেন ব্রিটিশ টেনিস তারকা মারে। স্পেনেরই দ্বীপ মালোরকা।বন্ধু মারেকে নিজের দেশে সবরকম সাহাযের প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন নাদাল। শুধু তাই নয়, তাঁর শখের বিলাসবহুল বোটটিও তিনি মারেকে ববহার করার জন দিতে চেয়েছেন। এমনটাই জানিয়েছেন স্পানিশ রাজপুত্র।স্পেনে এটিপি চালেঞ্জার ইভেন্টের দ্বিতীয় সিঙ্গল মাচ জিতেছেন মারে। অনদিকে নাদাল যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলবেন। প্রথম মাচে তিনি জন মিলমানের বিরুদ্ধে ৬-৩ ৬-২ ৬-২ সেটে জিতেছেন।চলতি গর্য়ান্ড স্লামের প্রথম মাচ জেতার পর নাদাল বললেন, ''আমি মারের জন খুব খুশি হয়েছি। ও ওখানে খেলছে। এটা আমাদের জনই নয়, তাঁর জনও এমনকী এই স্পোর্টসের জনও ভাল খবর। ওর জন অনেক শুভেচ্ছা রইল। কয়েক দিন আগেই আমি ওকে টেক্সট করে বলেছিলাম, মালোরকাতে থাকাকালীন কোনও কিছুর প্রয়োজন হলে যেন আমাকে জানায়। ও যদি বোটে করে ঘুরতে যেতে চায়, তাহলেও যেন আমাকে বলে, আমি সাহায করব।''১৪ বছরে এই প্রথম চালেঞ্জার সার্কিটে খেলছেন মারে। চলতি বছর জানুয়ারিতে তাঁর কোমরে অস্ত্রোপচার হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায়ের পরেই এই অস্ত্রোপচার হয় তাঁর। এরপর গত জুনে ভাইয়ের সঙ্গে কুইনসে ডাবলস খেলেছেন তিনি।

বার্সেলোনায় যেতে পারেন নেইমার, ইন্টারের পথে স্যাঞ্চেজ

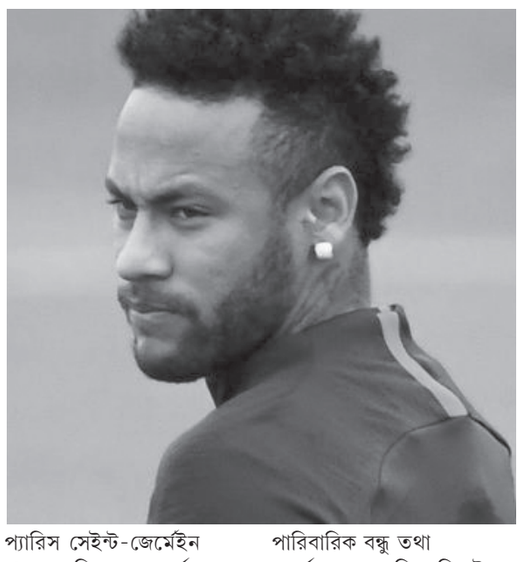

প্যারিস সেইন্ট-জের্মেইন থেকে নাকি ফের বার্সেলোনার পথে ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার ডা সিলভা স্যান্টোস জুনিয়র। স্প্যানিশ ক্লাব এ ব্যাপারে মুখে কুলুপ আঁটলেও, লিওনেল মেসির দলের সঙ্গে ফরাসি ক্লাবের কথাবার্তা চলছে বলেই জানা গেছে। অন্যদিকে ইংলান্ড থেকে ইতালির পথে রওনা হচ্ছেন চিলির তারকা ফুটবলার অ্যালেক্সিস স্যাঞ্চেজ।বার্সেলোনার এক কর্তার মুখ থেকে জানা গেছে, নেইমারকে নিয়ে স্পানিশ ক্লাবের সঙ্গে প্যারিস অন্যদিকে ইংলান্ড থেকে ইতালির পথে রওনা হচ্ছেন চিলির তারকা ফুটবলার অ্যালেক্সিস স্যাঞ্চেজ।বার্সেলোনার এক কর্তার মুখ থেকে জানা গেছে, নেইমারকে নিয়ে স্পানিশ ক্লাবের সঙ্গে প্যারিস সেইন্ট-জের্মেইন বা পিএসজি-র দরদাম শুরু হয়েছে। নেইমারের পারিবারিক বন্ধু তথা বার্সেলোনার ব্রাজিল রিক্রুটার আন্দ্রে কারির সঙ্গেও ক্লাবের প্রেসিডেন্ট জোসেফ মারিয়া বার্তোমেউ-র বৈঠক হয় বলে সূত্রের খবর।সূত্রের খবর, নেইমারকে ঋণে নেওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছে স্পানিশ ক্লাব। ২০১৭ সালে পাঁচ বছরের চুক্তিতে বার্সেলোনা থেকে ফ্রান্সের ক্লাব প্যারিস সেইন্ট-জের্মেইন ক্লাবে খেলতে যান ব্রাজিলিয় তারকা। গোপন সূত্রে জানা যায়, চলতি মরশুমে পিএসজি নাকি ছাড়তে চান নেইমার। তিনি ফের নিজের পুরনো ক্লাব বার্সেলোনায় ফিরবে বলে জল্পনা ওঠে।ইন্টারে অ্যালেক্সিসম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে ৩২টি প্রিমিয়ার লিগ মাচে মাত্র ৩টি গোল করা চিলির স্ট্রাইকার অ্যালেক্সিস স্যাঞ্চেজকে ছাড়ছে ওল্ড ট্রাফোর্ডের দল। তিনি ইতালির ক্লাব ইন্টার মিলানে যাচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING TENDER No:- 03/EE/DWS/KMP/2019-20 Dt:- 23/08/2019.

Separate sealed tenders are invited on behalf of the "Governor of Tripura" from enlisted Contractor's/ Firms of Tripura PWD / TTAADC in appropriate class and from the contractors registered in the appropriate class of MES, Railways, CPWD and other state PWD and firms in FORM No. 7 (seven) for the following works up to 19/07/2019 at 3.00 pm :-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1.	D.NIT No. 01/EE/DWS/KMP/2019-20	Rs. 4,84,497	Rs. 4,845	12(Tweleve) Months
2.	D.NIT No. 02/EE/DWS/KMP/2019-20	Rs. 4,84,497	Rs. 4,845	12(Tweleve) Months
3.	D.NIT No. 03/EE/DWS/KMP/2019-20	Rs. 4,99,873	Rs. 4,999	01(One)year
4.	D.NIT No. 04/EE/DWS/KMP/2019-20	Rs. 88,547	Rs. 885	01(One)year
5.	D.NIT No. 05/EE/DWS/KMP/2019-20	Rs. 4,98,692	Rs. 4,987	01(One)year
6.	D.NIT No. 06/EE/DWS/KMP/2019-20	Rs. 3,98,023	Rs. 3,980	06(Six) months
7.	D.NIT No. 07/EE/DWS/KMP/2019-20	Rs. 3,98,023	Rs. 3,980	06(Six) months
8.	D.NIT No. 08/EE/DWS/KMP/2019-20	Rs. 3,98,023	Rs. 3,980	06(Six) months

Last date for submission of application for tender form is:- 09/09/2019 & last date of tender form issue is upto..-13/09/2019 and Tender Dropping Date is upto 3.00PM on 17/09/2019. All details can be seen in the office of the undersigned. Tender. form can be obtained & may also be dropped in Agartala, DWS Division-I and Rig Division Agartala and can also be seen & download from the website www.eprocure.gov.in under epublish.

ICA/C-952/19

(For & on behalf of the Governor of Tripura)
(Er. B. Debbarma)
Executive Engineer,
DWS Division, Kamalpur
Dhalai Tripura.

Ph. & Fax: 03821-222240
Short Tender Notice

Quotation on behalf of Udaipur Forest Sub Division. Government of Tripura are invited from bonafide Agencies with suitable experience for procurement of Foxtail Palm *(Wodyetia bifurcata)* plant for about 800 nos. for Road side plantation, from Gomati bridge to Fulkumari.

The quotation should reach to this Office of the undersigned by registered post or dropped in the Quotation box by hand positively within the Office hour of 30.08.2019 of 3:00 PM. The Quotation shall be opened in the office chamber of the undersigned on the same date at 3:30 PM while the quotationer may remain present.

Specification
Foxtail Palm(*Wodyetia bifurcata)*
Provisioning of minimum 8 ft height till Plantation Site

Details of the NIT is available in departmental website (https://forest.tripura.gov.in/"lforest.tripura.gov.in) & office of the undersigned.

ICA/C-941/19

Sub Divisional Forest Officer
Udaipur Forest Sub Division

"সুপ্রিম" ছাড়পত্র পেয়ে বৃহস্পতিবারই ভুস্বর্গে যাচ্ছেন সীতারাম ইয়েচুরি

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : বৃহস্পতিবারই জম্মু ও কাশ্মীরে যাচ্ছেন সিপিআই(এম)-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। বুধবারই তাঁকে জম্মু ও কাশ্মীরে যাওয়ার ছাড়পত্র দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু সেখানে গিয়ে কোনও ভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়াতে পারবেন না তিনি বলে জানিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত।

জম্মু ও কাশ্মীরে দলের প্রাক্তন বিধায়ক ইউসুফ তারিগামী সঙ্গে দেখা করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আগেই পিটিশন দিয়েছিলেন সীতারাম ইয়েচুরি। এদিন সেই পিটিশনের শুনানিতে প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ এক নির্দেশিকায় বলেন, দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে জম্মু ও কাশ্মীরে যেতে পারেন সীতারাম ইয়েচুরি। সেখানে গিয়ে তাঁর বন্ধু ইউসুফ তারিগামীর সঙ্গে দেখাও করতে পারবেন তিনি। আদালত সীতারাম ইয়েচুরিকে সতর্ক করে দিয়ে বলে দেখা করা বাদে অন্য কোনও বিশেষ রাজনৈতিক কার্যকলাপে যোগ দিতে পারবেন না তিনি।

অব্যাহত টাকার পতন

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : টাকার পতন অব্যাহত। ডলারের নিরিখে ফের কিছুটা কমল টাকার দাম। গত ৬ বছরে রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছেছে এক মাসে টাকার পতন। বুধবার ০.৪৬ শতাংশ বেড়ে ডলার প্রতি টাকার দাম দাঁড়িয়েছে ৭১.৮১।

উল্লেখ্য, অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্র, তার মধ্যে অন্যতম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ১.৭৬ লক্ষ কোটি টাকা নিয়ে বাজারে ঢালা। প্রাথমিকভাবে মন্দা কাটিয়েও ওঠার কোনও লক্ষণ মেলেনি। বরং শেয়ার বাজার মুখ থুবড়ে পড়েছে। ডলার নিরিখে টাকার দর আরও দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের। জিডিপির বৃদ্ধির হার কমেছে। বিভিন্ন সেক্টরে নতুন করে কর্মসংস্থান নেই বললেই চলে , উপরন্তু চাকরি হারাতে বসেছেন কয়েক লক্ষ মানুষ।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। আজ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কর্মচারী বিনোদন সংস্থার উদ্যোগে দপ্তরের প্রধান কার্যালয় চত্বরে এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস বলেন, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর সারা বছরব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। এই সকল কাজের পাশাপাশি আজকের এই কর্মসূচি মূলত বিশ্ব পরিবেশ

ছয়ের পাতায় দেখুন

আয়ুর্বেদিক ঔষধি চাষের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের পথ খুলছে ত্রিপুরা সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ত্রিপুরার গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা করবে আয়ুর্বেদিক ঔষধি গাছের চাষ। ত্রিপুরার প্রায় ৬৫ শতাংশ ভূমি সবুজ জঙ্গলে ঢাকা। এর মধ্যে প্রায় ৩৬০ প্রজাতির ঔষধি গাছ রয়েছে। যেগুলোর কোনও পরিচর্যা করতে হয়না, যুগ যুগ ধরে এগুলি জঙ্গলেই বেড়ে ওঠে।। এই সকল ঔষধি গাছগুলিকে একটুখানি পরিচর্যা করলে বা খালি জায়গায় এগুলির চাষ করলে রাজ্যের অর্থনীতি দারুণ উন্নত হবে। তৈরি হবে কর্ম সংস্থানের নতুন পথ। এই অভিমত ত্রিপুরার বিশিষ্ট আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক এবং গবেষক ডা. অচিন্ত্যকুমার দেবের।

হিন্দুস্থান সমাচার-কে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ-কথা বললেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মাটিতে যে সকল আয়ুর্বেদিক ঔষধি গাছ জন্মে সেগুলির গুণগতমান সবচেয়ে ভালো। কারণ রাজ্যের বেশির ভাগ ভূমি অর্গানিক এবং কোনও এলাকার মাটিতে দূষিত খনিজ আর্সেনিক পাওয়া যায়নি। ত্রিপুরার মতো সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতেও রয়েছে ঔষধি গাছের ভাণ্ডার।

ত্রিপুরা, ভারত তথা এশিয়া দেশগুলির আয়ুর্বেদিক ঔষধি কাঁচামালের বিপুল পরিমাণ চাহিদা রয়েছে ইউরোপ এবং আমেরিকার দেশগুলিতে। কারণ তারা জানে, এশিয়ার দেশগুলোতে যে সকল আয়ুর্বেদিক ঔষধি গাছ পাওয়া যায় সেগুলির গুণগত মান খুব ভালো। তাছাড়া ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলির জলবায়ু ঔষধি গাছ চাষের উপযুক্ত নয়। তাই তাদেরকে এশিয়ার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে আয়ুর্বেদিক ওষুধের কাঁচামালের জন্য। ফলে এই সমস্ত এলাকা থেকে আয়ুর্বেদিক ঔষধের কাঁচামাল আমদানি করছে এবং অধিক পরিমাণে আমদানি করতে চাইছে। সম্প্রতি আমেরিকার কিছু আয়ুর্বেদ ঔষধ প্রস্তুতকারী সংস্থা ত্রিপুরা থেকে ১০০০ কেজি গুলঞ্চ গাছ নিতে চেয়েছে। রাজ্যে গুলঞ্চ থাকলেও এখনও এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি যে চাইলেই ত্রিপুরা স্বল্প সময়ে এক হাজার কেজি গুলঞ্চ সংগ্রহ করে রফতানি করা সম্ভব। কারণ এই সকল গাছ নষ্ট না করে নির্দিষ্ট সংখ্যায় তা তুলে আনার মতো দক্ষ লোক রাজ্যে নেই, পাশাপাশি আয়ুর্বেদিক গাছকে প্রক্রিয়াকরণ করার মতো ব্যবস্থাও রাজ্যে এখনও তৈরি হয়নি বলেও জানান ডা. দেব।

তবে তাঁর মতে, রাজ্যেও বিপুল পরিমাণে আয়ুর্বেদিক ঔষধি গাছ চাষ হবে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রফতানি হবে। কারণ রাজ্য সরকারের বন দফতর এই সব ঔষধি গাছের চাষ এবং জঙ্গল থেকে সংগ্রহের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে গ্রামীণ ও পাহাড়ি এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের। প্রশিক্ষণ নিয়ে এখন অনেক চাষি রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় নানা প্রজাতির আয়ুর্বেদিক ঔষধি গাছের চাষ শুরু করেছেন।

তিনি বলেন, বর্তমানে ত্রিপুরা রবার চাষিরা রবার উৎপাদন করেন। এর পর ব্যবসায়ীরা চাষিদের কাছ থেকে কিনে আবার এগুলি কিছুটা প্রক্রিয়াকরণের পর বাইরে রফতানি করেন। ঠিক একইভাবে রাজ্যের বিস্তীর্ণ ফাঁকা জমিতে চাষিরা ঔষধি গাছের চাষ শুরু করলে ব্যবসায়ীরা তাদের কাছ থেকে এই সকল ঔষধি গাছ কিনে প্রক্রিয়া করে দেশ বিদেশে রফতানি করবেন। বর্তমানে চীন নিজেরা চাষের পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে কিছু কিছু ঔষধি গাছ আমদানি করছে। ত্রিপুরা থেকে চট্টগ্রামের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের কথা চলছে। তা হয়ে গেলে ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশের মধ্যে আয়ুর্বেদিক ঔষধি গাছ রফতানিকারকরা ত্রিপুরা থেকে কাঁচামাল কিনে খুব সহজেই সমুদ্রপথে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারবেন।

বর্তমান বিশ্বে যত আয়ুর্বেদিক ঔষধ ব্যবহার হয় তার ৬০ শতাংশ আমেরিকা ব্যবহার করছে। এর একচেটিয়া সুবিধা নিচ্ছে চীন। ত্রিপুরা তথা সমগ্র উত্তপূর্ব ভারত চাইলে এই সুবিধা নিতে পারে। কারণ দেশের এই অঞ্চলের জঙ্গলে ঔষধি গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। সরকারি সহযোগিতা এবং চাষিরা একটু ইচ্ছে করলে

শহীদ বীর জওয়ান পরমবীর চক্র প্রাপক বীরকুমার দেববর্মার স্মরণে মর্মর মূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট ।। শহীদ বীর জওয়ান পরমবীর চক্র প্রাপক বীরকুমার দেববর্মার স্মরণে বুধবার মোহনপুর মহকুমার লেম্বুছলা ইকোপার্কে মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, রাজস্বমন্ত্রী এনসি দেববর্মা, বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার জিনে তিওয়ারি এবং শহীদ বীর জওয়ানের পিতা-মাতা। অনুষ্ঠানে শহীদ বীর জওয়ানের দীর্ঘ কর্মজীবনের স্মৃতি তুলে ধরে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। ১৯৮৮ সালের ৩রা জুলাই শ্রীলঙ্কার মাটিতে জঙ্গী দমনে লড়াই করতে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন ত্রিপুরার সুযোগ্য সন্তান মোহনপুর মহকুমার লেম্বুছলা এলাকার বাসিন্দা রবিকুমার দেববর্মা। তিনিই ছিলেন রাজ্যের একমাত্র পরমবীর চক্র প্রাপ্ত সৈনিক। ১৯৮৪ সালে রবিকুমার দেববর্মা আসাম রাইফেলস বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। শহীদ জওয়ানের স্মরণে বিলম্বে হলেও লেম্বুছলা ইকোপার্কে গড়ে উঠেছে শহীদ জওয়ানের মর্মর মূর্তি। বুধবার মর্মর মূর্তির আনুষ্ঠানিক আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ভারতবর্ষ বীরের দেশ। আগে ছোট ছোট রাজা ছিল। ইংরেজরাই লিখে গেছে, তারা যদি না আসত তাহলে ভারতবর্ষ এককাট্টা হতে পারতো না। খন্ডিত ভারত থাকত। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের একটা বড় অংশ নিরাপত্তা বাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশ মাতৃকার সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। বীর শহীদ রবি দেববর্মা শুধু দেশ মাতৃকাই নয়, প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কাকে রক্ষার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর অংশীদার হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার জেপি তেওয়ারি বলেন, ১৯৮৪ সালে আসাম রাইফেলসের ৪নম্বর রেজিমেন্টে যোগ দেন রবিকুমার দেববর্মা। শ্রীলঙ্কাতে ১৯৮৮ সালের ৩ জুলাই শ্রীলঙ্কায় শহীদ হন।

রাজ্যের সমস্ত মানুষ যাতে প্রশাসনের সব সুবিধা ভোগ করতে পারে সেজন্য সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ ঃ উপ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে জিরানীয়া ব্লকস্থিত গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের নবগঠিত জিরানীয়া মহকুমা কার্যালয়ের দ্বারোদঘাটন হয়। দ্বারোদঘাটন করেন রাজ্যের উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। তাছাড়া অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী, বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ডা. সন্দীপ এন মাহাত্মে, তত্ত্বাবধায়ক বাস্তুকার ক্ষুদিরাম ত্রিপুরা, জিরানীয়া প'য়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান প্রতীম দেবনাথ প্রমুখ। আলোচনাকালে উপ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গ্রামের উন্নতি হলেই রাষ্ট্র, সমাজ ও মানুষের উন্নতি হবে। তাই বর্তমান সরকার গ্রামের উন্নয়নকে প্রাধান্য দিচ্ছে। ইতিমধ্যে গ্রামীণ বিকাশকে ত্বরান্বিত করার জন্য গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ২৩টি নতুন মহকুমা কার্যালয় গঠিত হয়েছে। এতে প্রশাসনিক কাজ আরো ত্বরান্বিত হবে। বর্তমান সরকার প্রশাসনকে মানুষের আরো কাছে নিয়ে যাবে। রাজ্যের প্রতিটি মানুষ যেন প্রশাসনের সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে তারজন্য সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথা উল্লেখ করে বলেন, গ্রামে গ্রামে স্বরাজ ও সু-রাজ আনতে হবে।

সেই লক্ষ্যে বর্তমান ভারত সরকার কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০০ টাকার ৭০ টাকা গ্রামোন্নয়নে ব্যয় করছে। তিনি এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সকলকে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠনের জন্য একযোগে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তাছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী ও বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। স্বাগত ভাষণ রাখেন দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক বাস্তুকার ক্ষুদিরাম ত্রিপুরা। গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জিরানীয়া প'য়েত সমিতির চেয়ারম্যান ম' দাস।

উদয়পুর শহরকে প্লাস্টিক মুক্ত করার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ আগস্ট।। গোমতী জেলাশাসকের কার্যালয়ে কনফারেন্স হলে আজ ন্যাশানাল গ্রীন ট্রাইবুনালের উপর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সজল বিশ্বাস। সভায় উদয়পুর শহরকে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ মুক্ত শহরে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান নেওয়া হয়। উদয়পুর পুর পরিষদের ১৮টি ওয়ার্ডে ইতিমধ্যেই প্লাস্টিক জাতীয় সকল প্রকার দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং উক্ত প্লাস্টিকগুলি একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্লাস্টিক ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে সচেতন করার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিজ নিজ বাড়ি ঘরের প্লাস্টিক সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট স্থানে জমা করতে উৎসাহিত করা হবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনে তাদের পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আজকের সভায় স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তর সহ অন্যান্য দপ্তরের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সরকারি চাকরীতে নিযুক্ত করার জোরালো দাবি ডিপ্রাইভড আন এমপ্লয়িড অ্যাসোসিয়েশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। অল ত্রিপুরা ডিপ্রাইভড আন এমপ্লয়িড অ্যাসোসিয়েশন সংগঠনের ৩৮০ জন সদস্যকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সরকারি চাকরীতে নিযুক্ত করার জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। তারা এই সব বিষয় নিয়ে ইতিপূর্বে আদালতেরও দ্বারস্থ হয়েছিল। তারা দাবি করেছে ১০,৩২৩ জন শিক্ষকের সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার যে পথে অগ্রসর হওয়ার চিন্তাভাবনা করছে ঠিক সেভাবেই ডিপ্রাইভড আন এমপ্লয়িডদের কর্মসংস্থানের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

উৎসবে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে বৈঠকের ডাক মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : উৎসবে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন হবে তা ঠিক করতে বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গাপুজো ও মহরম উপলক্ষে এই বৈঠক। আগামী শনিবার কলকাতার সমস্ত পুজো কমিটির কর্তাদের ওই বৈঠকে হাজির থাকতে বলা হয়েছে। উপস্থিত থাকবেন লালবাজারের পুলিশকর্তারাও।

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ওই বৈঠকে তিন হাজারেরও বেশি পুজো কমিটির অংশগ্রহণ করার কথা। সূত্রের খবর বৈঠকে পুজো কমিটিগুলোকে সবুজ বাঁচান, পরিবেশ বাঁচান প্রভৃতির পাশাপাশি জলের অপচয় বন্ধ করা নিয়েও বার্তা দিতে আবেদন জানাবেন মুখ্যমন্ত্রী। এবছর খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুর্গাপুজোর উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে জনসংযোগে ব্রতী হতে বলেছেন দলীয় সাংসদদের। একই নির্দেশ বিজেপি নেতাদেরও। অন্যদিকে, তৃণমূল চায় না কোনওভাবে কোনও পুজোর রাশ বিজেপি-র হাতে যাক। দু-একটি পুজো কমিটি আগ্রহী হলেও বিজেপি-র সঙ্গে এ ব্যাপারে প্রকাশ্য সমঝোতায় যাওয়ার ঝুঁকি নিতে পারছে না কেউ। কারণ, পুজোমণ্ডপের জন্য পুলিশ, দমকল প্রভৃতির যে অনুমতি নিতে হয়, তার প্রায় সবটাই আনা রাজ্যের হাতে। এর মধ্যে দক্ষিণ কলকাতার নামী পুজো 'সঙ্ঘশ্রী' বিজেপি-র শিবিরের দিকে ঝুঁকতেই তাদের তৃণমূল আটকে দিয়েছে বলে সূত্রের খবর। প্রসঙ্গত, পুজোর পাশাপাশি মহরম ঘিরেও বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে প্রশাসনকে। কারণ সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলা যাতে না ঘটে সে দিকে কড়া নজর রাখতে চায় প্রশাসনের কর্তারা। এবারের পুজো শুধু উৎসব নয়, রাজনীতির রঙেরও ছোঁয়া তাতে পাওয়া যেতে পারে। তাই শনিবারের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ কোনও নির্দেশ দেন কিনা সেদিকে তাকিয়ে সকলেই।

খোয়াই নদীর করাল গ্রামে ধ্বসে পড়ল মাটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৮ আগস্ট।। কল্যাণপুর ব্লক এলাকার উত্তর কমলনগর গাওসভার ময়মনসিং পাড়ায় হঠাৎ করে ধ্বসে পড়ল জমি সহ মাটি এবং রাস্তা। পাশে অবস্থিত খোয়াই নদী। যদিও দীর্ঘদিন ধরে নদীর করাল গ্রাসের স্বীকার গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীরা অভিযোগ করে জানায় দীর্ঘ বছর ধরে ছোট ছোট ভাঙন চললেও দপ্তর থেকে কোন কিছু করা হয় নি। বর্ষা এলে বেশিরভাগ ভাঙন শুরু হয়। ভাঙনের সময় গেল সরকারের বিধায়ক থেকে শুরু নেতা আমলারা ভাঙন রোধ করা হবে অতিসত্ত্বর হবে বলে আশ্বাস দিয়ে যায়। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। যদি কথা অনুসারে একটু কাজ করত তাহলে আজ এমন দিন দেখতে হতো না। তারা জানায় গতকাল থেকে ছোট ছোট ভাঙন দেখতে পায়। আজ সাত সকালে পুরোদমে প্রায় ১০০ মিটার রাস্তা সহ জমি চলে যেতে শুরু করেছে নদীতে। বসত ঘর সহ গোয়ালঘরও চলে যাবে। ওখবর পেয়ে ছুটে আসে স্থানীয় বর্তমান বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। মহকুমা শাসক ভাস্কর ভট্টাচার্য, বি ডব্লিও ডি ব্লক সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক। বিধায়ক জানান এটা দীর্ঘদিনের সমস্যা। আজকের সমস্যা যত সম্ভব তারাতারি কাজ ধরা হবে এবং আগামী ১০ দিনের মধ্যে যে কোন ভাবে নদী ভাঙন রোধ করা হবে।

বাম আমলে পুরসভায় বেহিসাবী কর্মীনিয়োগ নিয়ে বিতর্ক বিধানসভায়

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : পুরসভা চালাতে নাগরিক পরিষেবার থেকে কর্মীদের বেতন দিতে অর্থ বেরিয়ে যাচ্ছে। অনুমোদিত পদের থেকে বেশি অনুনমোদিত অস্থায়ী পদের। এটা বিগত বাম সরকারের পাপের ফল, বিধানসভার বাম বিধায়ক তন্ময় ভট্টাচার্যর প্রশ্নের উত্তরে অভিযোগ শানালেন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

বিষয়টি নিয়ে বামেদের তরফে চিৎকার শুরু হয়ে যায়। কেন কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে উঠে এই ধরণের কথা বললেন ফিরহাদ, সেই প্রশ্ন তোলেন বাম বিধায়করা। অধ্যক্ষ বাধা দিলে তিনি মন্ত্রীকে বাঁচাতে চাইছেন বলে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন বাম বিধায়ক তন্ময়বাবু। প্রবীন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় ক্ষুব্ধ হয়ে তন্ময়বাবুর আচরণের প্রতিবাদ করেন। বলেন, মন্ত্রীকে কিভাবে এরকম করে বলা যায়? সেই নিয়ে শাসক-বিরোধী তরজা চলে কিছুক্ষন।

তন্ময় ভট্টাচার্য বলেন, আমি বিধানসভার অন্দরে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যদি কিছু বলে থাকি, বা কারও খারাপ লাগলে বলব সেরকম করে বলতে চাই নি। শুধু উত্তর দিয়েছি। আপনারা বাম আমলে যা করেছেন সেটাই আমি বলেছি।পুরমন্ত্রী বলেন, বামেরা যাওয়ার আগে পুরসভাগুলোতে প্রচুর অস্থায়ী লোক নিয়োগ করে। পরে বিজ্ঞপ্তি করে তাদের স্থায়ী করা হত। ২০০৯-এ সুপ্রিম কোর্টে এ নিয়ে মামলা হয়। এরপর এভাবে স্থায়ীকরণের চেষ্টা আটকে যায়। এখন পুরসভাগুলোতে শূণ্য পদের সংখ্যা প্রায় ৩২ হাজার। এর মধ্যে কলকাতা পুরসভাতেই ফাঁকা প্রায় ২৬ হাজার পদ। এঁদের নিয়ে সমস্যায় পড়েছি। এখন মিউনিসিপাল সার্ভিস কমিশন এবং স্থানীয় ডাইরেক্টোরেটের মাধ্যমে নিয়মিতকরণের চেষ্টা করছি।

সেনাবাহিনীর গুলিতে নিকেশ পাকিস্তানে দুই ব্যাট কম্যান্ডো

শ্রীনগর, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : কাশ্মীরের গুরেজ সেক্টরে বুধবার পাকিস্তানের বর্ডার অ্যাকশন টিমের (ব্যাট) নাশকতার ছক বানচাল করে দিল ভারত। ব্যাটের দুই এসএসজি কম্যান্ডোকে নিকেশ করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। পাশাপাশি সেনাবাহিনীর গুলিতে গুরুতর জখম আরও দুই কম্যান্ডো। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে ব্যাটে পাকিস্তানের সেনা জওয়ানও ছাড়া রয়েছে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের জঙ্গিরা। ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।